SUBJECT OF EXAMINATION

IN

THE BENGALI LANGUAGE

APPOINTED BY

THE SYNDICATE OF THE CALCUTTA UNIVERSITY

FOR

THE ENTRANCE EXAMINATION

EDITED BY

SRIS CHANDRA CHAUDHURI, M.A., B.L.

CALCUTTA

S. K. LAHIRI & CO.

Publishers to the University.

1904.

সূচীপত্র

অন্নদামঙ্গল ।

(ভারতচন্দ্র রায়)

পদাবলী ।

(রামপ্রসাদ সেন)

মেঘনাদবধ কাব্য ।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

বৃত্রসংহার ।

(শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়)

আলো ও ছায়া ।

(শ্রীমতী কামিনী সেন)

রামায়ণ।

অযোধ্যাকাণ্ড।

চিত্রকূটে রামের সহিত ভরতের মিলন।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

এদিকে রাম বহুদিন চিত্রকূটে আছেন, তিনি আপনার চিত্ত-বিনোদন এবং জানকীর তুষ্টিসম্পাদন উদ্দেশে কহিলেন, জানকি! এই রমণীয় শৈলদর্শনে রাজ্যনাশ ও সুহৃদ্‌-বিচ্ছেদ আর আমায় তাদৃশ কাতর করিতেছে না। পর্ব্বতের কি আশ্চর্য্য শোভা; ইহাতে বিহঙ্গেরা নিরন্তর বাস করিতেছে; শৃঙ্গ সকল আকাশভেদী; গৈরিকাদি নানাপ্রকার ধাতু আছে বলিয়া, ইহার কোন স্থান রজতবর্ণ, কোন স্থান রক্তবর্ণ, কোন স্থান পীত, কোন স্থান মঞ্জিষ্ঠারাগযুক্ত, কোথাও নীলকান্ত মণির ন্যায় প্রভা, কোথাও বা স্ফটিক ও কেতক পুষ্পের ন্যায় আভা, এবং কোন কোন স্থানে নক্ষত্র ও পারদের সদৃশ জ্যোতিও দৃষ্ট হইতেছে। এই পর্ব্বতে অহিংস্র নানাপ্রকার মৃগ এবং ব্যাঘ্র ও তরক্ষু ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। আম্র, জম্বু, অসন, লোধ্র, পিয়াল, পনস, ধব, অঙ্কোল, ভব্য, তিনিশ, বিল্ব, তিন্দুক, বেণু, কাশ্মরী, অরিষ্ট, বরণ, মধূক, তিলক, বদরী, আমলক, নীপ, বেত্র, ইন্দ্রযব ও জীবক প্রভৃতি ফলপুষ্প-সুশোভিত ছায়াবহুল মনোহর বৃক্ষ সকল বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত সুরম্য শৈলপ্রস্থে কিন্নরমিথুন পরমসুখে বিহার করিতেছে। অদূরে বিদ্যাধরীদিগের ক্রীড়াস্থান। ঐ স্থানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও খড়্গ সকল বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন আছে। কোথাও

জলপ্রপাত, কোথাও উৎস এবং কোথাও বা নিষ্যন্দ; সুতরাং শৈল যেন মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। গুহাগর্ভ হইতে সমীরণ ঘ্রাণতর্পণ কুসুমগন্ধ বহন করিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। জানকি! তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত যদি আমি বহুকাল এই পর্ব্বতে বাস করি, শোক কোন মতেই আমায় অভিভূত করিতে পারিবে না। এই ফলপুষ্পপূর্ণ বিহঙ্গকুল-কুজিত সুরম্য গিরিশৃঙ্গে আমি যথেষ্টই প্রীতি লাভ করিতেছি। তুমি আমার সহিত চিত্রকূট পর্ব্বতে থাকা, মন ও দেহের অনুকূল নানাপ্রকার বস্তু দর্শন করিয়া, কি আনন্দিত হইতেছ না? আমার পূর্ব্বপিতামহগণ দেহান্তে সংসারক্লেশ-শান্তির নিমিত্ত বনবাসকেই মোক্ষসাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাই হউক এক্ষণে অরণ্য আশ্রয় করিয়া পিতার ঋণমুক্তি ও ভরতের প্রীতি উভয়ই প্রাপ্ত হইলাম। এই পর্ব্বতে রজনীতে ওষধিসমুদায় স্বকান্তি প্রভাবে অগ্নিশিখার ন্যায় দৃশ্যমান হইয়া থাকে। ইহার চতুর্দ্দিকে নানাবর্ণের বিশাল শিলা সকল রহিয়াছে, ইহার কোন স্থান গৃহসদৃশ ও কোন স্থান উদ্যানতুল্য। ঐ সমস্ত বিলাসিগণের আস্তরণ; উহা স্থগর, পুন্নাগ ভূর্জপত্র ও উৎপলে বিরচিত হইয়াছে। ঐ দেখ, উহারা ফল ভক্ষণ করিয়াছে এবং পদ্মের মাল্য দলিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রিয়ে! বোধ হইতেছে যেন, এই চিত্রকূট পৃথিবী ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ইহার শিখর অতি সুন্দর। কুবেরনগরী বস্বোকসারা, ইন্দ্রপুরী নলিনী ও উত্তর কুরুকেও অতিক্রম করিয়া, ইহা সুশোভিত আছে। এক্ষণে আমি সুনিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক সৎপথে অবস্থান করিয়া, এই চতুর্দ্দশ বৎসর লক্ষ্মণ ও তোমার সহিত যদি এই স্থানে অতিবাহিত করিতে পারি, তাহা হইলে কুলধর্ম্মপালনজনিত সুখ অবশ্যই প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম, চিত্রকূট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, চন্দ্রাননা জানকীকে কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! এই স্থানে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। এই নদীর পুলীন অতি রমণীয়, ইহাতে হংস ও সারসেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে। তীরে ফলপুষ্পপূর্ণ নানাবিধ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ইহার অবতরণপথ অতিমনোহর। এক্ষণে তটের সন্নিহিত জল অত্যন্ত আবিল হইয়াছে এবং তৃষ্ণার্ত্ত মৃগেরা আসিয়া উহা পান করিতেছে। ঐ দেখ, জটাজিনধারী ঋষিগণ যথাকালে এই নদীতে অবগাহন করিতেছেন। ঊর্দ্ধবাহু মুনিরা সূর্য্যোপস্থান এবং অন্যান্য সকলে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তীরস্থ বৃক্ষ সকল পুষ্প ও পল্লবে অলঙ্কৃত, উহাদের শাখাগ্র বায়ুভরে পরিচালিত হইতেছে; তদ্দর্শনে বোধ হয়, যেন পর্ব্বত স্বয়ংই নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। মন্দাকিনীর কোন স্থলে জল যেন মণির ন্যায় নির্ম্মল, কোন স্থলে পুলিন, কোন স্থলে বহুসংখ্য সিদ্ধ পুরুষ, কোন স্থলে বা পুষ্পরাশি; ঐ সকল পুষ্প বায়ুবেগে প্রবাহিত হইয়া বারংবার জলে নিমগ্ন হইতেছে। চক্রবাক সকল কলরব করিয়া পুলিনে আরোহণ করিতেছে। প্রিয়ে! বোধ হয়, মন্দাকিনী ও চিত্রকূট, পুরবাস ও তোমার দর্শন অপেক্ষাও অধিকতর সুখাবহ। তপ, সংযম ও শান্তিগুণসম্পন্ন নিষ্পাপ সিদ্ধেরা ইহার জলে প্রতিনিয়ত স্নানাদি করিয়া থাকেন, তুমি সখীর ন্যায় আমার সহিত ইহাতে অবগাহন এবং রক্ত ও শ্বেত পদ্ম সকল উত্তোলন কর। তুমি হিংস্র জন্তু সকলকে পৌরজনের ন্যায়, পর্ব্বতকে অযোধ্যার ন্যায় এবং মন্দাকিনীকে সরযূর ন্যায় অনুমান কর। ধর্ম্মপরায়ণ লক্ষ্মণ আমার আজ্ঞাকারী এবং তুমিও

আমার অনুকূল, এই উভয় কারণে এক্ষণে আমি যার পর নাই আনন্দিত হইতেছি। এই নদীতে ত্রিকালীন স্নান, বনের ফলমূল ভক্ষণ ও মধুপান করিয়া আমি আর তোমার সহিত অযোধ্যা কি রাজ্য কিছুই অভিলাষ করি না। বলিতে কি নদীতে অবগাহন করিয়া গতক্লম না হয়, এমন কেহই নাই। রাম মন্দাকিনীপ্রসঙ্গে জানকীকে এইরূপ কহিয়া, তাঁহারই সহিত কজ্জলের ন্যায় নীলপ্রভ চিত্রকূটে পাদচারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ষণ্ণবতিতম সর্গ।

অনন্তর রাম পর্ব্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া, সীতাকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ, এই মৃগমাংস অত্যন্ত স্বাদু ও পবিত্র এবং ইহা অগ্নিতে সংস্কার করা হইয়াছে। এই বলিয়া, তিনি সীতার চিত্তবিনোদন করিতেছেন, এই সময়ে সৈন্যের চরণোত্থিত রেণু নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল, দিগন্তব্যাপী তুমুল কোলাহলও শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন রাম অকস্মাৎ এই ঘোরতর শব্দ শুনিতে পাইয়া এবং মৃগযূথপতিদিগকে চতুর্দ্দিকে মহাবেগে গমন করিতে দেখিয়া, লক্ষ্মণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, চতুর্দ্দিকে মেঘনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর গম্ভীর রব শুনা যাইতেছে এবং মৃগ, হস্তী ও মহিষেরা সিংহের ভয়ে ধাবমান হইয়াছে, ইহার কারণ কি? এক্ষণে কি কোন রাজা বা রাজপুত্র বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছেন? না আর কোন দুষ্ট জন্তুর উপদ্রব উপস্থিত। ভাই! এই চিত্রকূট পক্ষিগণেরও অগম্য, অকস্মাৎ কেন এই প্রকার ঘটিল, তুমি শীঘ্রই ইহার কারণ অনুসন্ধান কর।

তখন লক্ষ্মণ অবিলম্বে এক কুসুমিত শাল বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পূর্ব্বদিকে হস্ত্যশ্বরথপূর্ণ, বহুসংখ্য সুসজ্জিত সৈন্য আসিতেছে। অনন্তর তিনি রামকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করতঃ কহিলেন, আর্য্য! এক্ষণে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলুন; জানকী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হউন, আর আপনি বর্ম্মধারণ, কার্ম্মুকে জ্যা আরোপণ ও শর গ্রহণ করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকুন।

রাম কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই সমস্ত সৈন্য কাহার বোধ হয়, তুমি অগ্রে তাহাই অনুসন্ধান করিয়া দেখ। তখন লক্ষ্মণ, ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া, যেন সৈন্যগণকে দগ্ধ করিবার মানসে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! কেকয়ীর পুত্র ভরত অভিষিক্ত হইয়া, রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার বাসনায় আমাদের নিধন কামনায় উপস্থিত হইয়াছে। সম্মুখে এই যে অত্যুচ্চ বৃক্ষ দেখিতেছেন, উহার অন্তরালে রথের উন্নত কবিদার-ধ্বজ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত অশ্বারোহী বেগগামী তুরগে আরোহণপূর্ব্বক এই দিকে আসিতেছে, হস্তীপৃষ্ঠেও বহুসংখ্য লোক হৃষ্টমনে আগমন করিতেছে। আর্য্য! এক্ষণে আমরা শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া থাকি; অথবা বর্ম্ম ধারণ ও অস্ত্র উত্তোলন করিয়া এই স্থানেই অবস্থান করি। অদ্য ভরত কি যুদ্ধে আমাদের বশীভূত হইবে? যাহার জন্য আমরা সকলে এইরূপ দুঃখ পাইতেছি, আজ আমি তাহাকে দেখিব। যাহার নিমিত্ত আপনি রাজ্যচ্যুত হইলেন, এক্ষণে সেই শত্রু উপস্থিত হইয়াছে, সে আমাদের বধ্য; তাহাকে বধ করিতে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখি না। যে ব্যক্তি অগ্রে অপকার করিয়াছে, তাহার বিনাশে কখন অধর্ম্ম স্পর্শিবে না। ভরত পূর্ব্বাপরাধী, তাহাকে সংহার করিলে আমাদের ধর্ম্মলাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি ঐ দুষ্টকে বধ করিয়া সমগ্র পৃথিবী শাসন

করুন। অদ্য রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ী, দুঃখিতচিত্তে ভরতকে আমার হস্তে হস্তীদন্তবিদীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় নিহত দেখিবে। অদ্য আমি, মন্থরার সহিত কৈকেয়ীকেও বিনাশ করিব। অদ্য বসুমতী মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হউন। যেমন তৃণরাশিতে অগ্নি নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ আমি আজ শত্রুসৈন্যে সঞ্চিত ক্রোধ ও অসৎকার পরিত্যাগ করিব। অদ্য শাণিত শরসমূহে শত্রু-শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চিত্রকূটের কানন শোণিতাক্ত করিয়া ফেলিব। এক্ষণে আমার শরদণ্ডে যে সমস্ত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে, শৃগাল ও কুক্কুর সকল তাহা-দিগকে আকর্ষণ করুক। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ভরতকে সসৈন্যে নিহত করিয়া, অদ্য শরকার্ম্মুকের ঋণ পরিশোধ করিব।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণকে ভরতের প্রতি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস! মহাবল ভরত স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে সচর্ম্ম অসি ও শরাসনে কি প্রয়োজন। আমি পিতৃসত্যপালনের অঙ্গীকার করিয়াছি; সুতরাং যুদ্ধে ভরতকে সংহার করিয়া কলঙ্কিত রাজ্যেই বা আমার কি হইবে। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে বিনাশ করিলে, যে সমস্ত দ্রব্যের অধিকার সম্ভব, আমি বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় তাহা কদাচ প্রতিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আমি শপথ করিয়া কহিতেছি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং পৃথিবীকেও কেবল তোমাদের নিমিত্ত অভিলাষ করি। অস্ত্র স্পর্শ করিয়া কহিতেছি, ভ্রাতৃগণকে পালন ও তাঁহাদের সুখবর্দ্ধনের জন্যই আমার রাজ্যলাভের বাঞ্ছা। লক্ষ্মণ! এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরা আমারপক্ষে

দুর্লভ নহে; কিন্তু আমি অধর্ম্মানুসারে ইন্দ্রত্বও প্রার্থনা করি না। অধিক কি, তোমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, আমি যে সুখের স্পৃহা করিব, অগ্নি যেন তাহা তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। বৎস! এক্ষণে বোধ হয়, প্রাণাধিক ভরত মাতুলগৃহ হইতে অযোধ্যায় আসিয়াছেন। আসিয়া, আমার জটাচীরধারণ এবং জানকী ও তোমার সহিত নির্ব্বাসন এই অপ্রীতিকর সংবাদে যার পর নাই কাতর হইয়া স্নেহভরে কেবল আমায় দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার আসিবার অন্য কোন অভিপ্রায় সম্ভাবনা করিও না। এক্ষণে তিনি, জননী কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধ ও কটূক্তি করিয়া, পিতার সম্মতি-ক্রমে আমায় রাজ্য সমর্পণ করিবেন। তিনি ভ্রাতা ভরত; সুতরাং আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহার উচিতই হইতেছে। তিনি মনেও কখন আমাদের অহিতাচরণ করিবেন না। লক্ষ্মণ! তুমি যে আজ তাঁহাকে শঙ্কা করিতেছ, ইহার কারণ কি? তিনি কি কখন তোমার কোন অপকার করিয়াছেন? এইরূপ ভয়ঙ্কর কথা কি কখন তোমায় কহিয়াছেন? তাঁহার প্রতি কোনপ্রকার নিষ্ঠুর বাক্য আর প্রয়োগ করিও না। ভরতকে রূঢ় কথা কহিলে আমাকেই লক্ষ্য করা হইবে। জানি না, সঙ্কটকালে পুত্র পিতাকে এবং ভ্রাতা প্রাণসম ভ্রাতাকে কি প্রকারে সংহার করে। যদি রাজ্যের নিমিত্ত ঐ প্রকার কহিয়া থাক, তাহা হইলে আমি ভরতের সাক্ষাতে বলিব, তুমি ইহাকে রাজ্য দেও। আমি এইরূপ কহিলে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না।

লক্ষ্মণ ধর্ম্মপরায়ণ রামের এই কথা শুনিয়া, লজ্জায় যেন দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন আর্য্য! বোধ হয়, পিতা স্বয়ংই আপনাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। তখন রাম লক্ষ্মণকে যৎপরোনাস্তি অপ্রস্তুত দেখিয়া তাঁহার ভাবান্তর-সম্পাদনের নিমিত্ত কহিলেন, ভাই! জ্ঞান হয়, পিতা এখানে ঐ

নিমিত্তই উপস্থিত হইয়াছেন। দেখ, ভোগবিলাসে কালক্ষেপ করা আমাদের অভ্যাস, তিনি তাহা জানেন ; এক্ষণে আমরা অরণ্যবাসে ক্লেশ পাইতেছি, তিনি ইহা অনুধাবন করিয়া, আমাদিগকে গৃহে লইয়া যাইবেন, সন্দেহ নাই। এই সেই বায়ুবেগগামী মহাবল দুই অশ্ব পরিদৃশ্যমান হইতেছে। ঐ সেই শত্রুঞ্জয় নামে বৃহৎকায় বৃদ্ধ হস্তী সৈন্যগণের অগ্রে আগমন করিতেছে। কিন্তু তাঁহার সেই প্রখ্যাত শ্বেত ছত্র দেখিতেছি না ; যাহাই হউক, এক্ষণে আমার মনে বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ! তুমি আমার কথা শুন এবং বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর। অনন্তর লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারই পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এদিকে ভরত লোকের সংমর্দ না হয়, এই জন্য সৈন্যগণকে পর্ব্বতের ইতস্ততঃ অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। উহারাও তথায় সার্দ্ধ যোজন অধিকার করিয়া বাস করিতে লাগিল।

অষ্টনবতি

অনন্তর ভরত, গুরুজনসেবক রামের নিকট পদব্রজে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া, শত্রুঘ্নকে কহিলেন, বৎস! তুমি বহুসংখ্য লোক ও নিষাদগণকে লইয়া শীঘ্র অরণ্যের চতুর্দ্দিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। গুহ, শরশরাসনধারী জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে অন্বেষণ করুন এবং আমি ও পুরবাসী, অমাত্য, গুরু ও ব্রাহ্মণের সহিত পাদচারে পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হই। বলিতে কি যতক্ষণ না আমি রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীর দর্শন পাইতেছি, যতক্ষণ না

রামের সেই পদ্মপলাশলোচন চন্দ্রানন দেখিতেছি, যতক্ষণ না তাঁহার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশলাঞ্ছিত চরণযুগল মস্তকে গ্রহণ করিতেছি এবং যতক্ষণ না তিনি অভিষেকসলিলে সিক্ত হইয়া পৈতৃকরাজ্য অধিকার করিতেছেন, তাবৎ আমার মনে শান্তিলাভ হইতেছে না। লক্ষ্মণই ধন্য, তিনি আর্য্য রামের সেই নির্ম্মল মুখকমল নিরন্তর অবলোকন করিতেছেন। জানকীই ধন্য, তিনি সসাগরা বসুন্ধরার অধিপতি রামের অনুগমন করিয়াছেন। এই গিরিরাজসদৃশ চিত্রকূটই ধন্য, যক্ষেশ্বর কুবের যেমন নন্দন কাননে, তদ্রূপ রাম এই স্থানে বাস করিয়া আছেন। এই হিংস্র জন্তুপরিপূর্ণ দুর্গম অরণ্যই ধন্য, স্বয়ং রাম ইহা আশ্রয় করিয়া আছেন।

এই বলিয়া ভরত পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ করিলেন, এবং পর্ব্বতশৃঙ্গসঞ্জাত কুসুমিত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শীঘ্র এক শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, রামের আশ্রমগত অগ্নির ধূমশিখা উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি, রাম এই স্থানেই আছেন, বুঝিয়া সবান্ধবে যারপর নাই আনন্দিত হইতে লাগিলেন। জ্ঞান হইল, যেন তিনি পারাবার উত্তীর্ণ হইলেন। পরে অন্বেষণ-প্রবৃত্ত সৈন্যদিগকে তথায় স্থাপন করিয়া গুহের সহিত রামের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

নবনবতিতম সর্গ।

এই কালে ভরত, বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! আপনি বিলম্ব না করিয়া, আমার মাতৃগণকে আনয়ন করুন। তিনি বশিষ্ঠকে এই কথা বলিয়া, উৎসুকমনে শত্রুঘ্নকে রামের আশ্রমচিহ্ন সকল প্রদর্শনপূর্ব্বক

দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন। রামদর্শনের ইচ্ছা তাঁহার ন্যায় সুমন্ত্রেরও হইয়াছিল; সুতরাং সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ ভরত, কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া, তাপসনির্বাসসদৃশ এক পর্ণশালা দেখিতে পাইলেন। উহার সম্মুখে ভগ্ন কাষ্ঠ এবং দেবার্চ্চনার্থ আহৃত পুষ্প রহিয়াছে; অভ্যন্তরে শীতনিবারণের জন্য মৃগ ও মহিষের করীষ সঞ্চিত আছে। আরও দেখিলেন, স্থানে স্থানে আশ্রমস্থ বৃক্ষে কুশ ও বল্কলের অভিজ্ঞানও প্রদত্ত হইয়াছে।

তখন ভরত অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, শত্রুঘ্ন ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, দেখ, মহর্ষি ভরদ্বাজ যে স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম। বোধ হয়, ইহার অদূরেই মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। এই সকল বৃক্ষে বল্কল নিবদ্ধ দেখিতেছি; জ্ঞান হইতেছে, লক্ষ্মণকে অসময়ে আশ্রমের বহির্ভাগে আসিতে হয়, এই কারণে তিনি পথের পরিজ্ঞানের নিমিত্ত চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ শৈলপার্শ্বে বিশালদশন মাতঙ্গগণের গমন-পথ, উহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ঐ স্থান দিয়াই ধাবমান হইয়া থাকে। মুনিরা বনমধ্যে নিরন্তর যাহা রক্ষা করেন, ঐ সেই অগ্নির নিবিড় ধূম উত্থিত হইতেছে। আমি এখানে সেই গুরুশুশ্রূষানুরাগী মহর্ষিসদৃশ আর্য্য রামকে দেখিতে পাইব।

অনন্তর ভরত মন্দাকিনীর নিকট চিত্রকূট প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, আর্য্য রাম নির্জ্জনে বীরাসনে বসিয়া আছেন, এক্ষণে আমার জন্ম ও জীবনে ধিক। তিনি আমারই নিমিত্ত বিপন্ন ও বিষয়বাসনাশূন্য হইয়া বনবাসী হইয়াছেন, অতঃপর এই লোকাপবাদ আমায় সহিতে হইবে। আজ রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার পদতলে পড়িব এবং লক্ষ্মণ ও জানকীরও চরণে ধরিব।

ভরত এইরূপ পরিতাপ করিতে করিতে নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন,

রামের পবিত্র পর্ণকুটীর শাল, তাল ও অশ্বকর্ণের পত্রে আচ্ছাদিত, বিশাল, অল্পবিস্তীর্ণ ও অতি সুন্দর। তন্মধ্যে ইন্দ্রায়ুধাকার মহাসার শত্রুনাশক গুরুকার্য্যসাধক শরাসন আছে, উহার পৃষ্ঠ স্বর্ণপট্টে নিবদ্ধ। যেমন পাতালপুরী সর্পে, তদ্রূপ তূণীরে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রদীপ্তমুখ তীক্ষ্ণ শর পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কোনস্থলে হেমময় কোষে অসি, স্বর্ণবিন্দু-চিত্রিত চর্ম্ম ও অঙ্গুলিত্রাণ। যেমন সিংহের গহ্বর মৃগের অগম্য, তদ্রূপ ঐ পর্ণকুটীর শত্রুবর্গের একান্ত দুষ্প্রবেশ্য হইয়া আছে। তথায় এক প্রশস্ত বেদী প্রস্তুত ছিল, উহার উত্তরপূর্ব্বাস্য ক্রমশঃ নিম্ন এবং উহাতে সতত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। ভরত এই সকল নেত্রগোচর করিয়া পরে দেখিলেন, পদ্মপলাশলোচন হুতাশনকল্প রাম, সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুর ন্যায় পর্ণকুটীর-মধ্যে চর্ম্মাসনে, সীতা ও লক্ষণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার পরিধান চীর বল্কল ও কৃষ্ণাজিন, মস্তকে জটাভার ভরত সেই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ধার্ম্মিককে দর্শন করিয়া, দুঃখা-বেগে ধাবমান হইলেন এবং তৎকালে অধীরা হইয়া বাষ্পগদগদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হা! প্রজারা রাজসভায় যাঁহার আরাধনা করিবে, এক্ষণে বন্য মৃগেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করা যাঁহার অভ্যাস, তিনি এক্ষণে মৃগচর্ম্ম ধারণ করিতে-ছেন। বিচিত্র মাল্যে বেশবিন্যাস করা যাঁহার সমুচিত, তিনি এক্ষণে কিরূপে মস্তকে জটাভার বহন করিতেছেন। যথাবিহিত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ধর্ম্ম-সঞ্চয় করা যাঁহার যোগ্য, তিনি এক্ষণে কিরূপে কায়-ক্লেশসাধ্য পুণ্য আচরণ করিতেছেন। যে অঙ্গ বহুমূল্য চন্দনে রঞ্জিত থাকিত, এক্ষণে তাহা কিরূপে মললিপ্ত আছে। হা! আর্য্য কেবল আমারই জন্য এই ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, অতঃপর এই পামরের ঘৃণিত জীবনে ধিক্।

এই বলিতে বলিতে ভরত, ঘর্ম্মাক্তমুখে রামের নিকট গমন করি-

লেন এবং সন্নিহিত না হইতেই রোদন করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার অন্তরে দুঃখানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দীনভাবে কহিলেন, 'আর্য্য!—একবার মাত্র সম্বোধন করিয়াছেন, অমনি বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তিনি আর বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না। পরে পুনর্ব্বার রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আর্য্য!—এবারেও তদ্রূপ স্বর বদ্ধ হইয়া গেল।

অনন্তর শত্রুঘ্ন সজললোচনে রামের পাদ বন্দনা করিলেন। রামও তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন নভোমণ্ডলে শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হন, তদ্রূপ রামও লক্ষ্মণ, সুমন্ত্র ও গুহের সহিত সমাগত হইলেন। অরণ্যবাসীরা ঐ চারিজন রাজকুমারকে দেখিয়া, বিষাদে অনর্গল নেত্রজল মোচন করিতে লাগিল।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

রাজকুমারগণ আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া, পিতার উদ্দেশে শোক করিতেছেন, ইত্যবসরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। তখন উঁহারা ও অন্যান্য সকলে মন্দাকিনীতীরে প্রাতঃকালীন হোম ও সাবিত্রী জপ সমাপন করিয়া, রামের সন্নিহিত হইলেন এবং তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত সুহৃজ্জনসমক্ষে রামকে কহিলেন, আর্য্য! পিতা যে রাজ্য দিয়া আমার জননীকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, আপনি নিষ্কণ্টকে ভোগ করুন। বর্ষাকালের প্রবল-জলবেগভগ্ন সেতুর ন্যায় এই রাজ্য-খণ্ড আপনি ভিন্ন

আর কে আবরণ করিয়া রাখিতে পারিবে? যেমন গর্দ্দভ অশ্বের এবং পক্ষী বিহগরাজ গরুড়ের গতি অনুকরণ করিতে পারে না, আপনার নিকট আমাকেও তদ্রূপ জানিবেন। আর্য্য! অন্যে যাহার অনুবৃত্তি করে, তাহার জীবন সুখের, আর যে ব্যক্তি অপরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহার জীবন যারপর নাই অসুখের; সুতরাং রাজ্যভার গ্রহণ আপনারই সমুচিত হইতেছে। কেহ একটী বৃক্ষ রোপণ ও যত্নের সহিত পোষণ করিতে লাগিল; উহার স্কন্ধ ও শাখা প্রশাখা সকল বিস্তীর্ণ এবং উহা খর্ব্বাকার পুরুষের একান্ত দুরারোহ হইয়া উঠিল; এক্ষণে ঐ বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়া যদি ফল প্রসব না করে, তবে যে ব্যক্তি রোপণ করিয়াছিল, তাহার কিরূপে সন্তোষলাভ হইবে? আর্য্য! এই দৃষ্টান্ত আপনারই নিমিত্ত প্রদর্শিত হইল। দেখুন, আপনি আমাদের রক্ষক আমরা আপনার আশ্রিত ভৃত্য, পালন করিবার প্রকৃত সময়ে আপনি যখন ঔদাসিন্য অবলম্বন করিয়াছেন, তখন পিতার সমস্ত প্রয়াস যে ব্যর্থ হইল, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে। অতঃপর নানা শ্রেণীর প্রধান লোকেরা আপনাকে প্রখর সূর্য্যের ন্যায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দর্শন করুন; মত্ত মাতঙ্গ সকল আপনার অনুগমনার্থ আনন্দনাদ পরিত্যাগ করুক, এবং অন্তঃপুরের মহিলারাও যারপর নাই আহ্লাদিত হউন। ভরত এইরূপ কহিবামাত্র তৎকালে তত্রত্য সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন সুধীর রাম প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! জীব অস্বতন্ত্র, সে স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিতে পারে না, এই কারণে কৃতান্ত ইহকালে ও পরকালে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সমস্ত বস্তুর নাশ আছে, উন্নতির পতন আছে, সংযোগের বিয়োগ ও জীবনের মৃত্যু আছে। যেমন সুপক্ক ফলের বৃক্ষ হইতে পতন ভিন্ন অন্য কোনরূপ ভয় নাই, তদ্রূপ মৃত্যু ব্যতীত মনুষ্যের আর কোনও

আশঙ্কা দেখি না। যেমন দৃঢ়স্তম্ভলম্বিত গৃহ জীর্ণ হইলেই ভঙ্গপ্রবণ হয়, তদ্রূপ মনুষ্য জরামৃত্যুবশে অবসন্ন হইয়া পড়ে! যে রাত্রি অতিক্রান্ত হইল, তাহা আর প্রতিনিবৃত্ত হইবে না; যমুনার স্রোত পূর্ণ সমুদ্রে যাইতেছে, তাহাও আর ফিরিবে না। যেমন গ্রীষ্মের উত্তাপ জলাশয়ের জলশোষ করে, সেইরূপ গমনশীল অহোরাত্র মনুষ্যের আয়ুঃক্ষয় করিতেছে। তুমি এক স্থানেই থাক বা ইতঃস্তত পর্যাটন কর, তোমার আয়ুঃ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে; সুতরাং তুমি আপনার অনুশোচনা কর, অন্যের চিন্তায় তোমার কি হইবে? মৃত্যু তোমার সহিত গমন করিতেছে, তোমার সহিত উপবেশন করিতেছে, এবং তোমারই সহিত বহু পথ পরিভ্রমণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। জরানিবন্ধন দেহে বলী দৃষ্ট হইল, কেশজাল শুক্ল হইয়া গেল এবং পুরুষও জীর্ণ হইয়া পড়িল, বল দেখি, কি উপায়ে এই সকল নিবারিত হইবে? মনুষ্য সূর্য্যোদয়ে আনন্দিত হয়, রজনীসমাগমে পুলকিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার যে আয়ুঃক্ষয় হইল, তাহা সে বুঝিল না। যখন সম্পূর্ণ নূতনাকারে ঋতুর আবির্ভাব হয়, তখন লোকে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ঋতুপরিবর্ত্তে যে, তাহার আয়ুঃক্ষয় হইল, তাহা সে জানিতে পারিল না। যেমন মহাসমুদ্রে কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ, আবার কালবশে বিয়োগ হইয়া থাকে, ধনুর্জন, স্ত্রীপুত্রের বিষয়ও সেইরূপ জানিবে। এই জীবলোকে জন্মমৃত্যুশৃঙ্খল অতিক্রম করা অসম্ভব; সুতরাং যে অন্যের দেহান্তে শোক করিতেছে, আপনার মৃত্যুনিবারণে তাহার সামর্থ্য নাই। যেমন একজন পথিক আর একজনকে অগ্রে যাইতে দেখিয়া, তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষেরা যে পথে গিয়াছেন, সকলকেই তাহা আশ্রয় করিতে হইবে। অতএব যখন তাহার অতিক্রম দুঃসাধ্য, তখন মৃত লোকের নিমিত্ত শোক করা কি উচিত হয়? জল প্রবাহের

ন্যায় যাহার প্রত্যাবৃত্তি নাই সেই বয়সের হ্রাস দেখিয়া আপনাকে সুখ-সাধন ধর্ম্মে নিয়োগ করা শ্রেয় হইতেছে, কারণ সুখই সকলের লক্ষ্য। বৎস! সেই সজ্জন-পূজিত ধর্ম্মপরায়ণ পিতা যজ্ঞানুষ্ঠানবলে স্বর্গ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত শোক করা উচিত হইতেছে না। তিনি জীর্ণ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোক বিহারিণী দৈবী সমৃদ্ধি অধিকার করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশে, শোক করা তোমার বা আমার তুল্য জ্ঞানী বুদ্ধিমানের সঙ্গত হইতেছে না; সকল অবস্থাতেই শোক, বিলাপ ও রোদন পরিত্যাগ করা সুধীর লোকের কর্ত্তব্য। অতঃপর তুমি পিতৃবিয়োগদুঃখে অভিভূত হইও না, রাজধানীতে গিয়া বাস কর; পিতা তোমাকে এইরূপই অনুমতি করিয়াছেন। আর আমি যথায় যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, তথায় তাহারই অনুষ্ঠান করিব। তিনি আমাদের পিতা ও বন্ধু; তাঁহার আদেশ অতিক্রম করা আমার শ্রেয় হইতেছে না, তাঁহাকে সম্মান করা তোমারও উচিত। দেখ, যিনি পারলৌকিক শুভসঞ্চয়ে অভিলাষ করেন, গুরুলোকের বশীভূত হওয়া তাঁহার বিধেয়। বৎস! পিতা স্বকর্ম্ম-প্রভাবে সদ্গতি লাভ করিয়াছেন, তুমি তদ্বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হও এবং ধর্ম্মে মনোনিবেশপূর্ব্বক আপনার হিতচিন্তা কর। ধর্ম্মপরায়ণ রাম ভরতকে এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

ষড়ধিকশততম সর্গ।

অনন্তর ভরত কহিলেন, আর্য্য! আপনি যেরূপ এই জীবলোকে এপ্রকার আর কে আছে? দুঃখ আপনাকে ব্যথিত এবং সুখও পুলকিত করিতে পারে না। আপনি বৃদ্ধগণের নিদর্শনস্থল হইলেও,

ধর্ম্মসংশয়ে উঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আপনার নিকট জীবন ও মৃত্যু এবং সৎ ও অসৎ উভয়ই সমান; যখন আপনি এরূপ বুদ্ধি ধারণ করিতেছেন, তখন আপনার আর পরিতাপের বিষয় কি? বলিতে কি, যিনি আপনার ন্যায় সপ্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব অবগত আছেন, বিপদ উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে বিষণ্ণ হইতে হয় না। আপনি দেবপ্রভাব সর্ব্বদর্শী সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ; জীবের উৎপত্তি-বিনাশ আপনার অবিদিত নাই; সুতরাং দুর্ব্বিবহ দুঃখ ভবাদৃশ ব্যক্তিকে কিরূপে অভিভূত করিবে? আর্য্য! আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, ঐ সময়ে ক্ষুদ্রাশয়া জননী আমার জন্য যে অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে প্রসন্ন হউন; আমি কেবল ধর্ম্মানুরোধে ঈদৃশ অপরাধেও ঐ পাপীয়সীর প্রাণদণ্ড করিলাম না। পুণ্যশীল রাজা দশরথ হইতে জন্ম গ্রহণ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুধাবন করিয়া, কিরূপে গর্হিত আচরণ করিব। আর্য্য! মহারাজ আমাদের গুরু, পিতা ও দেবতা, কেবল এই সকল কারণে এক্ষণে আমি তাঁহার নিন্দা করিলাম না, কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ, স্ত্রীর হিতকামনায় এইরূপ কামপ্রধান পাপকর্ম্ম করা কি তাঁহার উচিত? প্রসিদ্ধ আছে যে, আসন্নকালে লোকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে, মহারাজের এই ব্যবহারে এক্ষণে তাহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস হইতেছে। যাহাই হউক, ক্রোধ, মোহ ও অবিমৃষ্যকারিতানিবন্ধন তাঁহার যে ব্যতিক্রম হইয়াছে, শুভসংসাধনোদ্দেশে আপনি তাহার প্রতিবিধান করুন। পতন হইতে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়াই পুত্রের নাম অপত্য, এই বাক্য সার্থক হউক। পিতার দুর্ব্ব্যবহারে অনুমোদন করা আপনার উচিত নহে; তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত ধর্ম্মবহির্ভূত ও একান্তই গর্হিত। এক্ষণে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া, আপনি সকলকে পরিত্রাণ করুন। কোথায় অরণ্য, কোথায় বা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, কোথায়

জটা, কোথায় বা রাজ্যশাসন, এইরূপ বিসদৃশ কার্য্য কোনও মতে আপনার উপযুক্ত হইতেছে না। প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম, কোন ক্ষত্রিয়াধম এই প্রত্যক্ষ ধর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া, সংশয়াত্মক ক্লেশ-দায়ক বার্দ্ধক্যধর্ম্ম আচরণ করিবে? যদি ক্লেশসাধ্য ধর্ম্ম আপনার এতই অভিমত হইয়া থাকে, আপনি ধর্ম্মানুসারে বর্ণচতুষ্টয়কে পালন করিয়া ক্লেশ ভোগ করুন। ধার্ম্মিকেরা কহেন যে, চারি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আপনি কি নিমিত্ত তাহা পরিত্যাগের বাসনা করিয়াছেন? আর্য্য! আমি বিদ্যায় আপনার নিকট বালক এবং জন্মেও কনিষ্ঠ, আপনি বিদ্যামানে রাজ্য পালন করা আমার কিরূপে সম্ভব হইবে? আমি বুদ্ধিহীন, আপনার সাহায্য ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতেও পারি না। এক্ষণে আপনি বন্ধুবর্গের সহিত সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। বশিষ্ঠপ্রভৃতি মন্ত্রবিৎ ঋত্বিকেরা প্রকৃতিগণের সহিত এই স্থানেই আপনাকে অভিষেক করিবেন। অভিষেকান্তে আপনি অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় বাহুবলে প্রতিপক্ষ-দিগকে পরাভূত করিয়া, রাজ্যরক্ষায় প্রবৃত্ত হউন। দৈব, পৈত্র-প্রভৃতি তিন ঋণ হইতে আত্মমোচন, শত্রুবর্গের দুঃখবর্দ্ধন ও সুহৃদ্-গণের সুখসাধন পূর্ব্বক আমাকে শাসন করুন এবং আমার জননী কৈকেয়ীর কলঙ্ক দূর করিয়া পূজ্যপাদ পিতা দশরথকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, ঈশ্বর যেমন সমস্ত ভূতের প্রতি কৃপা করিতেছেন, তদ্রূপ আপনি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। যদি আপনি আমার অনুরোধ না রাখিয়া বনান্তরে প্রবেশ করেন, নিশ্চয় কহিতেছি, আমিও আপনার সমভিব্যাহারে গমন করিব।

ভরত প্রণিপাতপূর্ব্বক এইরূপ প্রার্থনা করিলে, রাম তদ্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন তত্রত্য সকলে তাঁহার পিতৃ-আজ্ঞা-

পালনে দৃঢ়তর অনুরাগ ও অদ্ভুত স্থৈর্য্য দর্শন করিয়া, যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইল; অঙ্গীকার-রক্ষায় বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া হর্ষ এবং প্রতিগমনে অসম্মতি দেখিয়া বিষাদ উপস্থিত হইল। অনন্তর পুরবাসী, ঋত্বিক্ ও কুলপতিগণ এবং রাজমহিষীরা বাষ্পাকুল-লোচনে ভরতের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং রামকে প্রতিগমনের নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

সপ্তাধিকশততম সর্গ।

তখন রাম কহিলেন, ভরত! তুমি রাজা দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এক্ষণে যেরূপ কহিলে, তাহা তোমার সমুচিত হইতেছে। কিন্তু দেখ, পূর্ব্বে পিতা তোমার মাতার পাণিগ্রহণকালে কৈকয়রাজকে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, রাজন্! তোমার এই কন্যাতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, আমি তাহাকেই সমস্ত সাম্রাজ্য অর্পণ করিব। অনন্তর দেবাসুর-সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তিনি তোমার জননীর শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া, দুইটি বর অঙ্গীকার করেন। তদনুসারে তোমার জননী তোমার রাজ্য ও আমার বন, এই দুই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহারাজও অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মত হন এবং আমাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে নিয়োগ করেন। এক্ষণে আমি তাঁহার সত্যপালনার্থ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে আসিয়াছি; তুমিও পিতার নিদেশে এবং তাঁহারই সত্য-রক্ষার উদ্দেশে অবিলম্বে রাজ্য গ্রহণ কর। বৎস! আমার প্রীতির জন্য মহারাজকে ঋণমুক্ত করা এবং দেবী কেকয়ীকে অভিনন্দন করা তোমার উচিত হইতেছে। দেখ, গয়াপ্রদেশে মহাত্মা গয় যজ্ঞকালে পিতৃলোকের প্রীতিকামনায় এই শ্রুতি গান

করিয়াছিলেন, "যিনি পুৎ নামে নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করেন, তিনি পুত্র এবং যিনি তাঁহাকে সকল প্রকার সঙ্কট হইতে রক্ষা করেন, তিনিও পুত্র। জ্ঞানী গুণবান্ বহু পুত্রের কামনা করা কর্ত্তব্য, কারণ ঐ সমষ্টির মধ্যে অন্ততঃ একজনও গয়া যাত্রা করিতে পারে।" ভরত! পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের এইরূপই বিশ্বাস ছিল। অতএব তুমি এক্ষণে পিতাকে নরক হইতে রক্ষা কর এবং অযোধ্যায় গিয়া ব্রাহ্মণগণ ও শত্রুঘ্নের সহিত প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। অতঃপর আমায়ও অবিলম্বে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ভাই! তুমি মনুষ্যের রাজা হও, আমি বন্য মৃগগণের রাজাধিরাজ হইয়া থাকিব, তুমি আজ হৃষ্টচিত্তে মহানগরে গমন কর, আমিও পুলকিতমনে দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব; শ্বেত ছত্র আতপনিবারণপূর্ব্বক তোমার মস্তকে শীতল ছায়া প্রদান করুক, আমিও এই সকল বন্যবৃক্ষের তদপেক্ষাও শীতল ছায়া আশ্রয় করিব; ধীমান্ শত্রুঘ্ন তোমার সহায়, লক্ষ্মণও আমার প্রধান মিত্র। এক্ষণে আইস আমরা চারি জনে মিলিয়া এইরূপে পিতৃসত্য-পালনে প্রবৃত্ত হই।

একাদশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস! আচার্য্য, পিতা ও মাতা পৃথিবীতে এই তিন জন গুরু। পিতা জন্ম দান করেন, এই নিমিত্ত তিনি গুরু এবং আচার্য্য জ্ঞান প্রদান করেন, এই কারণে তাঁহাকে গুরু বলা যায়। রাম! আমি তোমার পিতারও তোমার আচার্য্য, আমার কথা রক্ষা করিলে সদ্গতি লাভ হইবে। এই তোমার পারিষদ, এই সকল বন্ধুবান্ধব এবং এই সমস্ত অধীন রাজা, ইহাদিগের রক্ষাসাধন করিলে

সদ্গতি লাভ হইবে। তোমার জননী কৌশল্যা ধর্ম্মশীলা ও বৃদ্ধা, ইহার বাক্য লঙ্ঘন করা উচিত হয় না। ভরত বারংবার তোমার প্রতিগমন প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাকে উপেক্ষা করাও সঙ্গত হইতেছে না।

রাম মহর্ষি বশিষ্ঠের এই মধুর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! মাতাপিতা সাধ্যানুসারে দুগ্ধাদি দান করেন, নিদ্রা আহরণ ও অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া দেন এবং প্রিয়োক্তি প্রয়োগ ও ক্রীড়ায় নিয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহারা নিরন্তর সন্তানের যে উপকার সাধন করেন, তাহার প্রতিশোধ করা অত্যন্ত সুকঠিন; সুতরাং আমার জনয়িতা পিতা যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিব না।

তখন ভরত নিতান্ত বিমনা হইয়া সন্নিহিত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র এই স্থানে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া দাও, যাবৎ আর্য্য রাম প্রসন্ন না হন, তদবধি আমি ইহার উদ্দেশে প্রত্যুপবেশন করিব। উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন স্বধন-গ্রহণের নিমিত্ত অধমর্ণের দ্বাররোধ করে, তদ্রূপ আমি সর্ব্বাঙ্গ অবগুণ্ঠিত করিয়া যতক্ষণ না ইনি প্রতিগমন করিবেন, অনাহারে এই পর্ণ-কুটীরের সম্মুখে শয়ন করিয়া থাকিব।

সুমন্ত্র, আদিষ্ট হইলেও রামের মুখাপেক্ষা করিতে লাগিলেন তদ্দর্শনে ভরত স্বয়ং কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। তখন রাম কহিলেন, বৎস! আমি এমন কি করিতেছি যে, তুমি আমার জন্য প্রত্যুপবেশন করিলে? দেখ, এইরূপ বিধি ব্রাহ্মণেরই বিহিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়ের ইহাতে অধিকার নাই। অতএব তুমি এক্ষণে এই দারুণ ব্রত পরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া মহানগরী অযোধ্যায় গমন কর।

অনন্তর ভরত চারি দিকে দৃষ্টি প্রসারণপূর্ব্বক গ্রাম ও নগরের

অভ্যাগত সমস্ত লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা কি জন্য আর্য্যকে কিছু বলিতেছ না? উহারা কহিল, আপনি ইঁহাকে যাহা কহিলেন, তাহা কোন অংশে অসঙ্গত নহে। আর এই মহানুভবও যে পিতৃ আজ্ঞা-পালনে নির্ব্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাও অন্যায় হইতেছে না। এই কারণে আমরা এই বিষয়ে নিরুত্তর হইয়া আছি। তখন রাম কহিলেন, ভরত! তুমিত এই সকল সাধুদর্শী সুহৃদের কথা শুনিলে? এক্ষণে ইঁহারা উভয় পক্ষ আশ্রয় করিয়া যেরূপ আত্মমত ব্যক্ত করিলেন, তুমি তাহা সম্যক্ বিচার করিয়া দেখ এবং গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আচমন কর।

তখন ভরত ভূমিশয্যা হইতে উত্থান ও আচমন করিয়া কহিলেন, সভ্যগণ! শ্রবণ কর, মন্ত্রিবর্গ! তোমরাও শুন, আমি পৈতৃক রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, জননীকেও অসৎ অভিসন্ধি সাধনের পরামর্শ দিই নাই এবং ধর্ম্মপরায়ণ রাম যে অরণ্য আশ্রয় করিবেন, তাহাও জানিতাম না। এক্ষণে পিতার বাক্য পালন এবং এইরূপে কালযাপন যদি ইঁহার অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিই প্রতিনিধিরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইয়া থাকিব।

ভরত এইরূপ বলিলে, রাম নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, এবং গ্রাম ও নগরের সকল লোককে অবলোকনপূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, পিতা জীবদ্দশায় যাহা ক্রয়, বিক্রয়, অথবা বন্ধকস্বরূপ অর্পণ করিয়াছেন, তাহার অপলাপ করা আমার ও ভরতের উচিত হইতেছে না। সুতরাং এক্ষণে অরণ্যবাস বিষয়ে প্রতিনিধিনিয়োগ আমার পক্ষে অত্যন্ত অপযশের হইবে। দেবী কৈকেয়ী যাহা কহিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং পিতা যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহাও ন্যায়োপেত হইতেছে। আমি ভরতকে জানি, ইনি ক্ষমাশীল ও গুরুজনের মর্য্যাদারক্ষক। ইঁহার কোন অংশে কিছুই দূষণীয় নহে। আমি বন হইতে প্রতিগমন

করিলে ইঁহারই সহিত পৃথিবীর রাজা হইব। তাই ভরত! কৈকেয়ী আমায় যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছি, এক্ষণে তুমিও পিতাকে প্রতিজ্ঞা-ঋণ হইতে মুক্ত কর।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

রাম ও ভরত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে দেবর্ষি রাজর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় আগমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। উঁহারা ঐ উভয় ভ্রাতার সমাগম-দর্শনে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া উঁহাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, এই দুই ধর্ম্মবীর যাঁহার পুত্র, তিনি ধন্য। ইঁহাদের বাক্যালাপ শুনিয়া, অদ্য আমরা সবিশেষ প্রীত হইলাম। অনন্তর তাঁহারা মনে মনে রাবণের নিধন কামনা করিয়া ভরতকে কহিলেন, বীর! তুমি সদ্বংশোদ্ভব যশস্বী ও বিজ্ঞ। এক্ষণে যদি পিতার মুখাপেক্ষা করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে রাম যাহা কহিতেছেন, তাহাতে সম্মত হও। ইনি সত্য-পালনপূর্ব্বক পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন, ইহাই আমাদের অভিলাষ। ইনি প্রতিজ্ঞা করাতেই দশরথ কৈকেয়ীর নিকট অঋণী হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এই বলিয়া উঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। উঁহারা প্রস্থান করিলে, প্রিয়দর্শন রাম প্রফুল্লমনে উঁহাদিগকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে স্খলিত বাক্যে সভয়ে কহিলেন, আর্য্য! আপনি আমাদিগের কুলক্রমানুরূপ রাজধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া জননী কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমি একাকী সেই বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন করিতে পারিব না, এবং প্রজারঞ্জনও আমা হইতে হইবে

না। কৃষিজীবী যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ সমস্ত প্রকৃতি, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবেরা আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনি রাজ্য গ্রহণ করিয়া কোন ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করুন। আপনি যাহাকে অর্পণ করিবেন, সে অবশ্যই প্রজাপালনে সমর্থ হইবে।

নীরদশ্যাম পদ্মপলাশলোচন ভরত, এই বলিয়া, রামের পদতলে নিপতিত হইলেন এবং তাঁহার সন্নিধানে স্বরংবার ইহাই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন রাম তাঁহাকে অঙ্কে গ্রহণপূর্ব্বক কলহংসসদৃশ মধুরস্বরে কহিলেন, বৎস! যাহা শিক্ষাপ্রভাবোৎপন্ন ও স্বাভাবিক, তোমার সেই বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। তুমি রাজ্যভারবহনেও সাহসী হইতেছ। এক্ষণে বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী ও সুহৃদ্গণের পরামর্শ লইয়া, তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। চন্দ্র হইতে শোভা অপনীত হইতে পারে, হিমালয় হিম পরিত্যাগ করিতে পারেন, এবং সাগরও হয়ত বেলাভূমি লঙ্ঘন করিবেন, কিন্তু আমি পিতৃসত্য-পালনে কখনই বিরত হইব না। বৎস! তোমার জননী ত্বৎসংক্রান্ত স্নেহ বা লোভবশতই হউক, যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তুমি মনেও আনিও না, মাতাকে যেমন ভক্তি করিতে হয়, তাহাই করিবে।

অনন্তর ভরত দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী দ্বিতীয়া-চন্দ্রের ন্যায় সুদর্শন রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! এক্ষণে আপনি পদতল হইতে এই কনকখচিত পাদুকাযুগল উন্মুক্ত করুন, অতঃপর ইহাই লোকের যোগক্ষেম বিধান করিবে। তখন রাম পাদুকা উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভরত প্রণিপাতপুরঃসর উহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি সমস্ত রাজ্যব্যাপার এই পাদুকাকে নিবেদনপূর্ব্বক জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া, আপনার প্রতীক্ষায় চতুর্দ্দশ বৎসর নগরের বহির্দ্দেশে বাস করিব। পঞ্চদশ বৎসরের

প্রথম দিবসে যদি আপনার দর্শন না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমায় হুতাশনে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি ও জানকী আমরা তোমায় দিব্য দিতেছি, তুমি জননী কৌশল্যাকে রক্ষা করিও, তাঁহার প্রতি কদাচ রুষ্ট হইও না। এই বলিয়া তিনি সজল নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর সুশীল ভরত, ঐ উজ্জ্বল পাদুকা এক মাতঙ্গের মস্তকে অবস্থানপূর্ব্বক রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন ধর্ম্মে হিমাচলের ন্যায় অটল রাম, কুলগুরু বশিষ্ঠকে যথোচিত অর্চ্চনা করিয়া, অনুক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নকে এবং মন্ত্রী ও প্রকৃতিগণকে বিদায় দিলেন। ঐ সময় তদীয় মাতৃগণের কণ্ঠ বাষ্পভরে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন তাঁহারা আর বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না। রামও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর ভরত, মস্তকে রামের পাদুকা লইয়া, শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণপূর্ব্বক হৃষ্টমনে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, বামদেব ও জাবালি ইঁহারা অগ্রে অগ্রে চলিলেন। উত্তরে মন্দাকিনী, সকলে তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখী হইলেন এবং গিরিবর চিত্রকূটকে প্রদক্ষিণ করিয়া, বিবিধ ধাতু অবলোকনপূর্ব্বক উহার পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিলেন। অদূরে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম দৃষ্ট হইল। ভরত তথায় উপনীত হইয়া, রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহাকে গিয়া প্রণাম করিলেন। তখন ভরদ্বাজ প্রীতমনে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! রামের সহিত তোমার ত সাক্ষাৎ হইয়াছিল? কার্য্য ত সফল হইয়াছে? ভরত

কহিলেন, তপোধন! আমি ও বশিষ্ঠদেব, আমরা, রামকে আনিবার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম ; কিন্তু তিনি তাহাতে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠকে কহিলেন, পিতা প্রতিজ্ঞা করিয়া আমায় যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি চতুর্দ্দশ বৎসর তাহাই পালন করিব। তখন গুরুদেব কহিলেন, তবে তুমি এক্ষণে প্রসন্নমনে এই স্বর্ণোজ্জ্বল পাদুকা-যুগল অর্পণ কর এবং ইহা দ্বারা অযোধ্যায় যোগক্ষেমকর হও। তাপস! রাম এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র পূর্ব্বাস্য হইয়া, রাজ্যের রক্ষাবিধানার্থ আমায় পাদুকা প্রদান করিলেন। আমি এক্ষণে তাহা লইয়া তাঁহারই আদেশে অযোধ্যায় চলিয়াছি।

ভরদ্বাজ ভরতের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অতিসুশীল ও সচ্চরিত্র, রামও লোকের স্বভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন, তিনি যে তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি, উৎসৃষ্ট জল ত নিম্নাভিমুখী হইয়াই থাকে। এক্ষণে বোধ হইতেছে, তোমার ন্যায় ধর্ম্মবৎসল পুত্র যাহার বিদ্যমান, মৃত্যু সেই দশরথকে একেকালে লুপ্ত করিতে পারে নাই।

অনন্তর ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে কৃতাঞ্জলিপুটে আমন্ত্রণ, অভিবাদন ও পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্য সকল হস্ত্যশ্বে, রথে ও শকটে আরোহণপূর্ব্বক নানাস্থানে বিস্তীর্ণ হইয়া চলিল। সম্মুখে উর্ম্মিমালিনী যমুনা, উহারা ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া নির্ম্মলসলিলা জাহ্নবীকে দেখিতে পাইল। তখন ভরত সসৈন্যে উহা পার হইয়া, শৃঙ্গবের পুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথা হইতে অযোধ্যাভিমুখী হইলেন। যাইতে যাইতে অযোধ্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিতমনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! দেখ, এই নগরী অত্যন্ত শোভাহীন হইয়া আছে, আজ ইহাতে আনন্দ নাই, কোলাহলও শ্রুতিগোচর হইতেছে না।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ ।

এই বলিয়া ভরত রথের গম্ভীর রবে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, উহার ইতস্ততঃ বিড়াল ও উলূক সকল সঞ্চরণ করিতেছে, গৃহদ্বারসমুদায় অবরুদ্ধ, তিমিরাচ্ছন্ন শর্ব্বরীর ন্যায় যেন উহা প্রভাশূন্য হইয়া আছে। শশাঙ্কশ্রীলাঞ্ছিতা রোহিণী উদিত রাহুর উৎপাতে যেন অশরণা হইয়াছেন। আবিলসলিলা উত্তাপ-সন্তপ্ত-বিহঙ্গকুল-সমাকুলা ক্ষীণপ্রবাহা লীনগ্রাহা গিরিনদীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। অনলশিখা ধূমশূন্যা ও স্বর্ণবর্ণ ছিল, পশ্চাৎ যেন জলসেকে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। যথায় যান বাহন চূর্ণ, বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন, বীরেরা মৃতদেহে নিপতিত এবং অবশিষ্ট সৈন্য সকল বিষণ্ণ, এই নগরী সেই সমরাঙ্গনের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গ মহাশব্দে ফেন উদ্গারপূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে যেন সমীরণের মৃদুমন্দ হিল্লোলে নীরবে কম্পিত হইতেছে। স্রুক্ স্রুবাদি কিছু নাই, বেদজ্ঞ ঋত্বিক্ নাই, ইহা যেন যজ্ঞাবসানের সেই বেদির ন্যায় নিস্তব্ধ। ধেনু বৃষবিরহে গোষ্ঠে একান্ত উৎকণ্ঠিত ও কাতর হইয়া যেন নূতন তৃণে নিস্পৃহ হইয়া আছে। মসৃণ উজ্জ্বল উৎকৃষ্ট পদ্মরাগপ্রভৃতি মণিহীন নবরচিতমুক্তাবলীর ন্যায় ইহা নিতান্তই শোভাবিহীন। তারকা পুণ্যক্ষয়-নিবন্ধন নিষ্প্রভ হইয়া যেন গগনতল হইতে স্খলিত হইয়াছে। বসন্তের অবসানে কুসুমশোভিত অলিকুলসঙ্কুল বনলতা যেন প্রবল দাবানলে ম্লান হইয়া গিয়াছে। রাজপথে লোকের সমাগম নাই, আপণ সকল নিরুদ্ধ, নভোমণ্ডল যেন মেঘাচ্ছন্ন ও চন্দ্র তারকা অন্তর্হিত হইয়াছে। সুরা নাই, শরাব সকল ভগ্ন এবং মদ্যপায়ীরাও মৃত্যুমুখে নিমগ্ন, সেই অপরিচ্ছন্ন পানভূমির ন্যায় ইহাকে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হইতেছে। ভগ্নমৃৎপাত্রপূর্ণ

এবং ভগ্নস্তম্ভসমাকীর্ণ বিদীর্ণতল শুষ্কজল সরোবরের ন্যায় ইহা পরিদৃশ্যমান হইতেছে। পাশসংযুক্ত অতিবিশাল মৌর্ব্বী যেন শরচ্ছিন্ন হইয়া শরাসন হইতে স্খলিত হইয়াছে। বড়বা যেন সমরনিপুণ আরোহীর প্রযত্নে পরিচালিত ও প্রতিপক্ষীয়সৈন্য-হস্তে নিহত হইয়া পতিত আছে।

সুমন্ত্র! আজ অযোধ্যাতে পূর্ব্ববত গীতবাদ্যের গম্ভীর শব্দ কেন শ্রুতিগোচর হইতেছে না? মদ্যের উন্মাদকর গন্ধ, মাল্য, ধূপ ও অগুরুর সৌরভ সর্ব্বত্র কেন বহিতেছে না? রথের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব এবং মত্ত হস্তীর বৃংহিতধ্বনি কেন শুনিতেছি না? তরুণবয়স্কেরা রামের বিয়োগে একান্ত বিমনা হইয়া আছেন, এক্ষণে তাঁহারা চন্দন লেপন ও মাল্য ধারণ করিয়া বহির্গত হন না এবং উৎসবেরও আর আয়োজন নাই। ফলতঃ অযোধ্যার সেই শ্রী, ভ্রাতা রামের সহিত এস্থান হইতে অপসৃত হইয়াছে। মেঘাবৃত শুক্লপক্ষীয় যামিনীর ন্যায় এক্ষণে ইহার আর কিছুমাত্র শোভা নাই। হা! কবে রাম সাক্ষাৎ উৎসবের ন্যায় নিদাঘের মেঘের ন্যায়, উপস্থিত হইয়া, সকলের মনে হর্ষ উৎপাদন করিবেন!

রাজকুমার ভরত এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিয়া মৃগরাজবিরহিত গিরিগুহাসদৃশ পিতৃগৃহে উপনীত হইলেন এবং উহা সংস্কারশূন্য ও শ্রীহীন দেখিয়া দুঃখভরে অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর তিনি মাতৃগণকে অযোধ্যায় রাখিয়া, শোকসন্তপ্তমনে বশিষ্ঠপ্রভৃতি পুরহিতবর্গকে কহিলেন, বিপ্রগণ! আমি নন্দিগ্রামে যাইব, তজ্জন্য আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ করিতেছি। তথায় গিয়া

ভ্রাতৃবিয়োগজনিত সমস্ত দুঃখ সহিব। পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, গুরু রাম অরণ্যে আছেন, ইহা অপেক্ষা অসুখের আর আমার কিছুই নাই। এক্ষণে রাজ্যের নিমিত্ত রামেরই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব, তিনিই রাজা।

তখন বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণ ভরতের কথা শুনিয়া কহিলেন, রাজকুমার! তুমি ভ্রাতৃস্নেহে যাহা কহিলে, উহা সর্ব্বাংশেই প্রশংসনীয় ও তোমারই অনুরূপ হইতেছে। তুমি অতি সাধু, স্বজনানুরাগ ও ভ্রাতৃবাৎসল্য তোমার বিলক্ষণই আছে, সুতরাং তোমার এই বাক্যে কে না অনুমোদন করিবেন?

ভরত তাঁহাদের মুখে অভিলাষানুরূপ প্রীতিকর কথা শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, সূত! তুমি রথে অশ্ব যোজনা করিয়া আনয়ন কর। অনন্তর অবিলম্বে রথ আনীত হইল। তিনি মাতৃগণকে সম্ভাষণ করিয়া, শত্রুঘ্নের সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন এবং মন্ত্রী ও পুরোহিতবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রীতমনে নন্দীগ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ পূর্ব্বাস্য হইয়া সকলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। হস্ত্যশ্ব-বহুল সৈন্যসকল ও পুরবাসীরা আহূত না হইলেও উঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিল। নিকটে নন্দীগ্রাম, ভরত রামের পাদুকা মস্তকে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, পুরোহিতগণকে কহিলেন, দেখুন, আর্য্য রাম অযোধ্যা-রাজ্য ন্যাস-স্বরূপ আমায় অর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে এই কনকখচিত পাদুকা তাহা পালন করিবে। এই বলিয়া তিনি পাদুকাকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক দুঃখিতমনে, প্রকৃতিগণকে কহিলেন, প্রকৃতিগণ! তোমরা শীঘ্র এই পাদুকার উপর ছত্র ধারণ কর, ইহা রামের প্রতিনিধি, এক্ষণে ইহারই প্রভাবে রাজ্যে ধর্ম্মব্যবস্থা থাকিবে। রাম সদ্ভাবনিবন্ধন ন্যাস-রূপে এই রাজ্য আমায় দিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার পুনরাগমনকাল পর্য্যন্ত

ইহার রক্ষা সাধন করিতে হইবে। তিনি আসিলে আমি স্বহস্তে এই পাদুকা পরাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিব এবং তাঁহার উপর সমস্ত ভারার্পণপূর্ব্বক তাঁহারই সেবায় বীতপাপ হইব।

এই বলিয়া সেই জটাচীরধারী সুধীর, সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন এবং তথায় পাদুকাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া স্বয়ংই উহার সম্মানার্থ ছত্রচামর ধারণ করিয়া রহিলেন। তৎকালে যা কিছু রাজকার্য্য উপস্থিত হইতে লাগিল, অগ্রে উহাকে জ্ঞাপন করিয়া, পশ্চাৎ তাহার যথাবৎ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন এবং যা কিছু উপহার উপনীত হইতে লাগিল, সমস্তই উহাকে নিবেদন করিয়া, পরিশেষে কোষগৃহে সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

মহাভারত।

আশ্রমবাস পর্ব্বাধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, অন্ধরাজ বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা বিদুর যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনগমনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি এই কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে যাত্রা করিবেন। এক্ষণে তিনি সমরনিহত মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, সোমদত্ত, বাহ্লীক, তাঁহার পুত্রগণ ও অন্যান্য বান্ধবগণের শ্রাদ্ধসম্পাদনার্থ আপনার নিকট কিঞ্চিৎ ধন প্রার্থনা করিতেছেন। যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে তিনি ঐ ধন দ্বারা সৈন্ধবাপসদ জয়দ্রথেরও শ্রাদ্ধ করিবেন। মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন তাঁহার বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে যথোচিত সম্মাননা করিলেন, কিন্তু জাতক্রোধ ভীমসেন দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য স্মরণ করিয়া বিদুরের স্নেহ বাক্যে তাদৃশ আস্থা প্রকাশ করিলেন না। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বৃকোদরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৃকোদর! আমাদিগের পিতৃব্য বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বনগমনে দীক্ষিত হইয়া ভীষ্মাদি মহাত্মাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ আপনা কর্ত্তৃক নির্জ্জিত ধন যাচ্ঞা করিতেছেন। অতএব উহা প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করা আপনার

অবশ্য কর্ত্তব্য। হায়! কালের কি আশ্চর্য্য গতি। পূর্ব্বে যে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আমরা যাচ্ঞা করিয়াছি, এক্ষণে তিনি আমাদিগের নিকট যাচ্ঞা করিতেছেন। যিনি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন, আজি তিনি শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বনগমনে অভিলাষী হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি ধৃতরাষ্ট্রকে ধনপ্রদানে অনুমতি করুন। উঁহারে ধন প্রদান না করিলে, আমাদের অধর্ম্ম এবং অকীর্ত্তি ঘোষণা হইবে। বরং আপনি ধন প্রদান করা উচিত কি না, তাহা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করুন।

মহাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমরা স্বয়ং মহাবীর ভীষ্ম, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, বাহ্লীক, মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য ও অন্যান্য বান্ধবগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিব এবং ভোজনন্দিনী কর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিবেন। উঁহাদিগের শ্রাদ্ধার্থ ধৃতরাষ্ট্রকে ধন দান করিবার প্রয়োজন কি? আমার মতে দুর্য্যোধনাদির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাই বিধেয় নহে। আমাদিগের শত্রুগণ যেন কোন স্থানেই আহ্লাদিত না হয়। দুর্য্যোধন প্রভৃতি যে সকল কুলাঙ্গার দ্বারা এই পৃথিবী উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে, তাহারা যেন সকলেই ঘোরতর ক্লেশে নিপাতিত হয়। তুমি কি দ্রৌপদীর ক্লেশাবহ দশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস এককালে বিস্মৃত হইয়াছ? তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহ কোথায় তিরোহিত হইয়াছিল? যখন তুমি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কৃষ্ণাজিন ধারণপূর্ব্বক পাঞ্চালীর সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিয়াছিলে, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, ও সোমদত্ত ইঁহারা কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন? যখন তুমি ত্রয়োদশ বৎসর বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলে, তখন তোমার জ্যেষ্ঠতাতের পিতৃস্নেহ কোথায় তিরোহিত

হইয়াছিল? দুরাত্মা অন্ধরাজ যে দ্যূতক্রীড়ার সময় 'এইবার আমাদের কি লাভ হইল' বলিয়া বারংবার বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহা কি তুমি একবারে বিস্মৃত হইয়াছ?

মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে এই কথা কহিলে, অসাধারণধীশক্তি-সম্পন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহারে ভৎসনা করিয়া মৌনাবলম্বন করিতে কহিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ঐ সময় অর্জ্জুন বৃকোদরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও গুরু। আপনারে আর অধিক বলা আমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে আপনার নিকট আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের পূজ্য। বিশেষতঃ সাধু ব্যক্তিরা অন্যকৃত অপকার স্মরণ না করিয়া উপকারই স্মরণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, ধর্ম্মনন্দন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদুরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ক্ষত্ত! তুমি আমার আদেশানুসারে কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে যে, তিনি পুত্র ও ভীষ্মাদি বন্ধুবর্গের শ্রাদ্ধার্থ যে পরিমাণে ধনদান করিতে বাসনা করেন, তাহা আমার কোষ হইতে গ্রহণ করুন। ভীমসেন তাহাতে বিরক্ত হইবে না।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া অর্জ্জুনের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। তখন ভীমসেন ধনঞ্জয়ের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্‌ যেন নরপতি ধৃতরাষ্ট্র বৃকোদরের প্রতি কোপ প্রকাশ না করেন। বৃকোদর অরণ্যমধ্যে শীত, গ্রীষ্ম ও বৃষ্টিনিবন্ধন অনেক কষ্ট ভোগ

করিয়াছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। তুমি আমার বচনানুসারে জ্যেষ্ঠতাতকে কহিবে যে, তাঁহার যে যে দ্রব্য যে পরিমাণে গ্রহণ করিতে বাসনা হয়, তিনি তৎসমুদায়ই যেন আমার গৃহ হইতে গ্রহণ করেন। বৃকোদর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া যে অহঙ্কার প্রকাশ করিলেন, তাহা যেন তিনি হৃদয়মধ্যে স্থান দান না করেন। অর্জ্জুনের ও আমার যে সমুদায় ধন আছে, তিনি সেই সমুদায় ধনের অধিকারী। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, ব্রাহ্মণগণকে তাহা দান ও অন্যান্য ব্যয় করিয়া পুত্র ও বান্ধবগণের নিকট ঋণশূন্য হউন। আমার ধনের কথা দূরে থাক, আমার এই শরীরও তাঁহার একান্ত অধীন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ধীমান্ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আমি প্রথমতঃ যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার বাক্য কীর্ত্তন করিবামাত্র তিনি এবং অর্জ্জুন উভয়ে আপনার বাক্যে যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, আমাদিগের রাজ্য ধন বা প্রাণ যাহাতে জ্যেষ্ঠতাতের অভিলাষ হয়, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বতন দুঃখ সমুদায় স্মরণ করিয়া আপনার বাক্যে অতিকষ্টে সম্মত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহারা উভয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বৃকোদরকে সম্মত করিয়াছেন। পরিশেষে, ধর্ম্মরাজ অনেক অনুনয় করিয়া কহিয়াছেন যে, মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বকৃত বৈর স্মরণ করিয়া আপনার প্রতি যে কিছু অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে যেন আপনি দুঃখিত না হন। ঐ মহাবীর সতত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও যুদ্ধেই ব্যাপৃত

থাকেন; এই নিমিত্তই উনি অদ্যাপি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে বৃকোদরের নিমিত্ত আমি ও অর্জ্জুন আমরা উভয়ে জ্যেষ্ঠতাতের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগের বিশেষতঃ ভীমের প্রতি প্রসন্ন হন। তিনি এই রাজ্য ও আমাদিগের প্রভু; অতএব পুত্র ও বান্ধবদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যার্থ তাঁহার যাহা অভিরুচি হয়, তিনি তাহাই করুন। তিনি রত্ন, গাভী, দাস, দাসী, মেষ ও ছাঁগ প্রভৃতি যাহা দান করিতে বাসনা করেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া অনায়াসে ব্রাহ্মণ, অন্ধ ও দীন দরিদ্রদিগকে প্রদান করুন। তিনি অন্নদান, পানীয়দান ও গোসমূহের জলপানার্থ নিপানদান প্রভৃতি অসংখ্য পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। হে কৌরবেন্দ্র! রাজা যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা ধনঞ্জয় আমাকে এই কথা কহিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, সেই দিন অবধি কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ধন দান করিয়া বনগমন করিতে অভিলাষ করিলেন। অনন্তর তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ ও জয়দ্রথ প্রভৃতি সুহৃদগণের প্রত্যেকের নাম উল্লেখপূর্ব্বক অন্ন, পান, যান, আচ্ছাদন, মণিমুক্তাদি বিবিধ রত্ন, সুবর্ণ, দাস, দাসী, মেষ, ছাগ, কম্বল, গ্রাম, ক্ষেত্র, অলঙ্কৃত অশ্ব, হস্তী ও বরাঙ্গনাসমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সেই ধৃতরাষ্ট্রানুষ্ঠিত শ্রাদ্ধযজ্ঞ এককালে ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গণক ও লেখকগণ

দিবারাত্রি যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে "মহারাজ! এই যাচক ব্রাহ্মণগণকে কি প্রদান করিতে হইবে আজ্ঞা করুন" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং অন্ধরাজ যাঁহাকে শত মুদ্রা প্রদান করিতে কহিলেন, তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা এবং যাঁহাকে সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিতে আদেশ করিলেন, তাঁহাকে দশসহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সলিলবর্ষী জলধরের ন্যায় ধনবর্ষণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া পরিশেষে প্রচুর পরিমিত বিবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা সকল বর্ণের ব্যক্তিগণকে আহার করাইয়া পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তৎপরে তিনি আপনার ও গান্ধারীর পারলৌকিক হিতসাধনার্থ পুনরায় ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামতি অন্ধরাজ এইরূপে ক্রমাগত দশ দিন অনবরত অর্থদান করিয়া পরিশেষে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া দানযজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণের আনৃণ্যলাভ করিলেন। তিনি যে কয়েক দিন ধনদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই কয়েক দিন তাঁহার ভবনে সর্ব্বদা নট ও নর্ত্তকগণ নৃত্য করিয়াছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অনন্তর একাদশ দিবসে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক ঐ দিন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা অবগত হইয়া পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত প্রীতি প্রকাশ করিলেন এবং অচিরাৎ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বল্কলাজিন পরিধানপূর্ব্বক গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরববধূগণের সহিত স্বীয় ভবন হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় কৌরবকুলকামিনীগণের আর্ত্তস্বরে অন্তঃপুর আকুলিত

হইয়া উঠিল। তখন অন্ধরাজ লাজ দ্বারা আপনার গৃহ অর্চ্চিত করিয়া ভৃত্যগণকে ধনরাশি প্রদানপূর্ব্বক অরণ্যযাত্রা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে হা তাত! কোথায় চলিলেন, বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বিদুর, সঞ্জয়, যুযুৎসু, কৃপাচার্য্য, ধৌম ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া বাষ্পবারি পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কুন্তী ও বস্ত্রাচ্ছাদিতনয়না গান্ধারী আপনাদের স্কন্ধদেশে অন্ধরাজের হস্তদ্বয় সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন এবং দ্রৌপদী, সুভদ্রা, নবপ্রসূতা উত্তরা, চিত্রাঙ্গদা ও অন্যান্য রমণীগণ কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের বনিতাগণই শোকাকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিক হইতে রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল। ফলতঃ পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ দ্যূতে পরাজিত হইয়া কৌরবসভা হইতে বহির্গত হইলে পৌরজনেরা যেরূপ দুঃখিত হইয়াছিল, এক্ষণে অন্ধরাজকে অরণ্যে গমন করিতে দেখিয়াও তাঁহাদিগের সেইরূপ দুঃখ সমুপস্থিত হইল। যে সকল কুলকামিনী পূর্ব্বে চন্দ্রসূর্য্যকেও দর্শন করে নাই, এক্ষণে তাহারাও শোকাভিভূত হইয়া রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র রাজপথে সমুপস্থিত হইলে, অট্টালিকা ও অন্যান্য স্থানসমুদায় হইতে স্ত্রীপুরুষদিগের ক্রন্দনকোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন অন্ধরাজ বিনীতভাবে অতিকষ্টে ক্রমে ক্রমে সেই নরপতিসঙ্কুল রাজমার্গ অতিক্রমপূর্ব্বক হস্তিনানগরের অত্যুচ্চ বহির্দ্বার হইতে বহির্গত হইয়া অনুগামী ব্যক্তিদিগকে বিদায় করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য ও যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের হস্তে সমর্পিত হইয়া বনগমন বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয় কিছুতেই নিবৃত্ত না হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে সকল পৌরবর্গ প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞানুসারে কামিনীগণের সহিত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে বাসনা করিয়া স্বীয় জননী কুন্তীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! আপনি বধূগণের সহিত নগরে প্রতিনিবৃত্ত হউন, বরং আমি জ্যেষ্ঠতাতের সহিত অরণ্যে গমন করি। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা কৌরবনাথ তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, সুতরাং উঁহারই এক্ষণে অরণ্যবাস আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডবজননী কুন্তী ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বাষ্পাকুলিতলোচনে গান্ধারীকে ধারণপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি সহদেবের প্রতি কখন তাচ্ছীল্য করিও না। সে তোমার ও আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। আর পূর্ব্বে আমি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ যে মহাবীরকে তোমাদের বিপক্ষে সংগ্রাম করিতে অনুমোদন করিয়াছিলাম, সেই মহাত্মা কর্ণও যেন তোমার স্মৃতিপথের বহির্ভূত না হয়। হায়! আমার তুল্য অভাগ্যবতী আর কেহই নাই! যখন সূর্য্যতনয় বৎস কর্ণকে না দেখিয়া আমার হৃদয়

শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, উহা লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন আমি তোমার নিকট তাহার পরিচয় প্রদান করি নাই, তখন আমাকেই তাঁহার বধবিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধিনী বলিতে হইবে। যাহা হউক, এখন আর তাহার কিছুমাত্র প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমবেত হইয়া তোমার সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রীতির নিমিত্ত বিবিধ ধনদান করিবে। কদাপি দ্রৌপদীর অপ্রিয়াচরণ করিও না। সর্ব্বদা ভীমসেন, অর্জ্জুন ও নকুলের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আজি কুরুকুলের ভার তোমার উপর সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইল। আমি এক্ষণে অরণ্যে গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান এবং তোমার জ্যেষ্ঠতাত ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করিব।

মনস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া জননীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! এক্ষণে আপনার বুদ্ধি এরূপ বিচলিত হইল কেন? আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আমি কখনই আপনার বনগমন বিষয়ে অনুমোদন করিতে পারিব না। আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। পূর্ব্বে মহাত্মা বাসুদেবের নিকট বিদুলার বাক্যসমুদায় কীর্ত্তনপূর্ব্বক আমাদিগকে বিবিধরূপে উৎসাহ প্রদান করিয়া এক্ষণে এরূপ কঠিন বাক্য প্রয়োগ করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমরা বাসুদেবের মুখে আপনার উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক আপনার বুদ্ধিবলে ভূপতিদিগকে নিপাতিত করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার সেই বুদ্ধি ও জ্ঞান কোথায় গেল? আমাকে ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিতে অনুজ্ঞা করিয়া এক্ষণে আমায় পরিত্যাগ করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আপনি রাজ্য ও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে গহন কাননে বাস করিবেন? অতঃপর আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

পাণ্ডবজননী কুন্তী ধর্ম্মরাজের এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে অন্ধরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাতঃ! এক্ষণে পুত্রনির্জ্জিত রাজ্যভোগ ও রাজধর্ম্মসমুদায় লাভ করিবার সময় আপনার এরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হইল কেন? যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করাই আপনার অভিপ্রায় ছিল, তবে আপনি কেন আমাদিগের দ্বারা পৃথিবীকে বীরশূন্য করিলেন? আর আমরা যৎকালে নিতান্ত বালক ছিলাম, তখনই বা কি নিমিত্ত আমাদিগকে ও মাদ্রীতনয়দ্বয়কে বন হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন? এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া বনগমনের বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের বাহুবলার্জ্জিত রাজ্যভোগ করুন।

ভীমসেন ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিলেও মহানুভাবা কুন্তী বনগমনবাসনা পরিত্যাগ করিলেন না। তখন মনস্বিনী দ্রৌপদী বিষণ্ণবদনে রোদন করিতে করিতে সুভদ্রার সহিত তাঁহার অনুগামিনী হইলেন; কুন্তী তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া রোরুদ্যমান পুত্রদিগকে বারংবার সস্নেহনয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্ধরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা পাণ্ডবগণ নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে ভৃত্য ও পরিজনবর্গের সহিত জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবজননী কুন্তী অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া পুত্রগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎসগণ! পূর্ব্বে তোমরা জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক কপট দ্যূতে পরাজিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত ও অবসন্ন হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। তোমরা মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র; সুতরাং তোমাদিগের নাশ বা যশোহানি হওয়া নিতান্ত অনুচিত। তোমরা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী; সুতরাং তোমাদিগের শত্রুবশীভূত হওয়া কখন উচিত নহে। তোমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ভূপতিদিগের অগ্রগণ্য ও ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন। অতএব উহার চিরকাল বনে অবস্থান করা নিতান্ত অনুচিত। অযুতনাগের তুল্য পরাক্রমশালী পৌরুষান্বিত ভীমসেনের ও বাসবসদৃশ বিক্রমশালী ধনঞ্জয়ের অবসন্নভাবে কালহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে। বালক নকুল ও সহদেবের ক্ষুধায় কাতর হওয়া এবং সভামধ্যে এই দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণার ক্লেশ সহ্য করা নিতান্ত অন্যায্য। আমি এই সমুদায় বিবেচনা করিয়াই তোমাদিগকে সংগ্রামে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে যখন এই পাঞ্চালী দ্যূতে পরাজিত হইয়া সভামধ্যে তোমাদিগের সমক্ষেই কদলীর ন্যায় কম্পিত হইয়াছিলেন, যখন দুরাত্মা দুঃশাসন অজ্ঞানবশতঃ দাসীর ন্যায় ইহার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল; তখনই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, এই কুরুকুল এককালে দগ্ধ হইবে। পাপাত্মা দুঃশাসন এই পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিলে, যখন ইনি বারংবার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কুররীর ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন, তখন আমার চৈতন্য একবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল। আমি সেই নিমিত্তই তোমাদিগের তেজোবর্দ্ধনমানসে বাসুদেবের নিকট বিদুলাসঞ্জয়সংবাদ কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগকে উৎসাহ প্রদান

করিয়াছিলাম। তোমাদিগের বিনাশনিবন্ধন এই রাজবংশের ক্ষয় হওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি বংশনাশের হেতুভূত হয়, তাহার পুত্রপৌত্রগণও শুভলোকলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আমি ভর্ত্তার রাজত্বসময়ে অশেষ সুখভোগ, বিবিধ মহাদান ও যথাবিধি সোমরস পান করিয়াছি। আমি যে বাসুদেবের নিকট বিদুলার বাক্য কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলাম, তাহা আমার আপনার সুখসাধনের নিমিত্ত নহে; কেবল তোমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্তই আমি ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে রাজ্যভোগেরবাসনা পরিহারপূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডুর পবিত্র লোক লাভ করিতেই আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। পুত্রনির্জ্জিত রাজ্যভোগে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। অতএব আমি বনবাসী অন্ধরাজ ও তাঁহার মহিষীর শুশ্রূষা করিয়া তপস্যা দ্বারা এই কলেবর শুষ্ক করিব। তোমরা রাজধানীতে প্রতিগমন করিয়া পরম সুখে রাজ্য সম্ভোগ কর তোমাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও মন প্রশস্ত হউক।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

যশস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে, পাণ্ডবগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে লজ্জিত হইয়া অন্ধরাজকে প্রণতি ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পাঞ্চালীর সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে কুন্তীকে বনগমন করিতে অবলোকন করিয়া কামিনীগণ অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুরকে কহিলেন; তোমরা অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরের জননী দেবী কুন্তীকে প্রতিনিবৃত্ত কর। যুধিষ্ঠির যাহা যাহা কহিলেন, সে সমুদায়ই যথার্থ। পাণ্ডবজননী মহাফলপ্রদ ঐশ্বর্য্য ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃথা দুর্গম অরণ্যে গমন করিবেন। উনি রাজ্যে অবস্থান করিলে, অনায়াসে দান ও ব্রতাদি আচরণ করিয়া উৎকৃষ্ট

তপোনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। উঁহার শুশ্রূষায় আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব তোমরা উঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ কর। অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, সুবলনন্দিনী গান্ধারী কুন্তীর নিকট রাজবাক্য সমুদায় কীর্ত্তন এবং স্বয়ং তাঁহাকে বিশেষরূপে প্রতিগমন করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কোন রূপেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কৌরবকামিনীগণ কুন্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া ও পাণ্ডবগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখিয়া রোদন করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ দুঃখশোকে একান্ত কাতর হইয়া অতিদীনভাবে স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে যানারোহণপূর্ব্বক পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে হস্তিনানগরী এককালে উৎসবশূন্য হইল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিরানন্দ হইয়া রহিল। পাণ্ডবগণ কুন্তীর বিরহে গাভীহীন বৎসের ন্যায় একবারে উৎসাহশূন্য ও শোকে নিমগ্ন হইলেন।

এদিকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ঐ দিন বহুদূর গমন করিয়া ভাগীরথীতীরে অবস্থান করিলেন। বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সেই ভাগীরথীতীরস্থিত তপোবনে নিয়মানুসারে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা সকলেই সূর্য্যোপস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বিদুর ও সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর নিমিত্ত কুশময় শয্যাদ্বয় প্রস্তুত করিলেন। যুধিষ্ঠির-জননী কুন্তী পরম সুখে গান্ধারীর সহিত এক শয্যায় শয়ান হইলেন। বিদুর প্রভৃতি অনুগামিগণ তাঁহাদিগের নিকটে এবং যাজক ব্রাহ্মণগণ যথাস্থানে শয়ন করিলেন। অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, তাঁহারা সকলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান ও পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। প্রথম দিবস বনে অবস্থান করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টজনক হইয়াছিল।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর তাঁহারা বহুক্ষণ উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া বিদুরের বাক্যানুসারে সেই পবিত্র ভাগীরথীতীরে অবস্থান করিলেন। ঐ স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপ্রভৃতি বনবাসিগণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সমুপস্থিত হইলেন। তখন অন্ধরাজ বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের প্রীতিসাধন এবং শিষ্যসমবেত ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাসময় সমুপস্থিত হইলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও যশস্বিনী গান্ধারী গঙ্গায় অবগাহন করিলেন, তখন বিদুরাদি অন্যান্য অনুগামিগণও গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়াসমুদায় সমাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর স্নানক্রিয়া সমাপন হইলে ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাদিগকে তীরে সমুপনীত করিলেন। ঐ সময় যাজকগণ অন্ধরাজের নিমিত্ত সেই স্থানে বেদী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নরপতি ধৃতরাষ্ট্র সেই বেদীতে উপবেশনপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ক্রিয়াসমুদায় সমাপন হইলে অন্ধরাজ অনুযাত্রিগণের সহিত সেই ভাগীরথীতীর হইতে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। কুরুক্ষেত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র রাজর্ষি শতযূপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। ঐ মহাত্মা পূর্ব্বে কেকয় রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করেন। অন্ধরাজ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বেদব্যাসের আশ্রমে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শতযূপের আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহামতি শতযূপ বেদব্যাসের আদেশানুসারে অন্ধরাজকে অরণ্যবিধিসমুদায় উপদেশ প্রদান করিলেন।

তখন মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং তপঃপরায়ণ হইয়া অনুচরগণকে তপোনুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিলেন। তপস্বিনী গান্ধারী ও ভোজনন্দিনী কুন্তী উভয়ে বল্কলাজিন ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া কায়মনোবাক্যে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ জটা, অজিন ও বল্কল ধারণপূর্ব্বক অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া মহর্ষির ন্যায় ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরম ধার্ম্মিক মহাত্মা সঞ্জয় ও বিদুর উভয়ে চীরবল্কল ধারণপূর্ব্বক নরপতি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা ও ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর নারদ, পর্ব্বত, দেবল, পরমধার্ম্মিক রাজর্ষি শতযূপ এবং শিষ্যপরিবৃত মহর্ষি দ্বৈপায়ন ও অন্যান্য সিদ্ধগণ ইঁহারা সকলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র যথানিয়মে তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহার পরিচর্য্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তবিনোদনার্থ বিবিধবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ কথাপ্রসঙ্গে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! শতযূপের পিতামহ নির্ভীকচিত্ত নরপতি সহস্রচিত্য কেকয় দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় পরমধার্ম্মিক স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনপ্রবেশ করেন। তথায় ঘোরতর তপশ্চরণ দ্বারা তাঁহার ইন্দ্রলোক লাভ হইয়াছে। আমি ইন্দ্রলোকে গমনাগমনসময়ে অনেকবার তাঁহাকে দেবেন্দ্র-সদনে নিরীক্ষণ করিয়াছি। ভগদত্তের পিতামহ রাজা শৈলালয়ও তপোবলে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্রপ্রতিম মহারাজ পৃষধ্র

তপঃপ্রভাবে স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। সরিদ্বরা নর্ম্মদা যাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন, সেই মান্ধাতৃতনয় নরপতি পুরুকুৎস এবং পরম ধার্ম্মিক রাজা শশলোমা ইঁহারা উভয়ে এই তপোবনে তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও এই তপোবনে তপোনুষ্ঠান কর; অচিরাৎ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদবলে সিদ্ধি লাভ করিয়া অনায়াসে গান্ধারীর সহিত ঐ সকল মহাত্মার সালোক্যলাভে সমর্থ হইবে। ইন্দ্রলোকগত নরপতি পাণ্ডু নিয়ত তোমার অনুধ্যান করিতেছেন। তিনি অবশ্যই তোমার মঙ্গলসাধন করিবেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী তোমার ও যশস্বিনী গান্ধারীর শুশ্রূষানিবন্ধন নিশ্চয়ই স্বামীর সালোক্যলাভে সমর্থ হইবেন। মহাত্মা বিদুর অচিরাৎ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে প্রবেশ এবং মহামতি সঞ্জয় ইহলোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করিবেন। আমি দিব্যচক্ষুঃ প্রভাবে এই সকল বিষয় অবগত হইয়াছি।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র পত্নীর সহিত যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পরম সমাদরে তাঁহার পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণগণও অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া দেবর্ষি নারদকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজর্ষি শতযূপ নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! আপনার বাক্যশ্রবণে আপনার প্রতি আমার, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ও অত্রত্য অন্যান্য ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনি তত্ত্বদর্শী; মানবগণ যে যেরূপ গতি লাভ করিবে, আপনি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে তৎসমুদায় অবলোকন করিতেছেন। আপনি অনেক নরপতির স্বর্গলোকলাভের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র কোন্ লোকে গমন করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করেন নাই। এক্ষণে উনি কোন্ সময়ে কোন্ লোকে গমন করিবেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

রাজর্ষি শতযূপ এই কথা কহিলে, দিব্যদর্শী দেবর্ষি নারদ সেই

সভামধ্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি একদা ইন্দ্রের সভায় সমুপস্থিত হইয়া তথায় পাণ্ডুরাজকে সমাসীন দেখিয়া আসন পরিগ্রহ করিলাম। অনন্তর ঐ সভামধ্যে কথাপ্রসঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ঘোরতর তপস্যার কথা উত্থিত হইল। তখন আমি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে শুনিলাম যে, ধৃতরাষ্ট্রের আর তিন বৎসর পরমায়ু আছে। তৎপরে তিনি গান্ধারীর সহিত দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক কুবেরভবনে আগমন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের লোকে সঞ্চরণ করিবেন। হে শতযূপ! এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে দেবগুহ্য বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তুমি তপঃপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়াছ; এই নিমিত্তই আমি এই গূঢ় বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম।

দেবর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও শতযূপ প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া একেবারে আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে নারদপ্রভৃতি মহর্ষিগণ বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকে পরিতুষ্ট করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

এদিকে পাণ্ডবগণ কামিনীগণসমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও জননী কুন্তীর বনবাসনিবন্ধন শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। পৌরজনেরা অন্ধরাজের নিমিত্ত সতত অনুতাপ করিতে লাগিল। ঐ সময় হস্তিনার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শোকাকুল হইয়া পরস্পরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হায়! পুত্রশোকার্ত্ত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং মনস্বিনী গান্ধারী ও কুন্তী কিরূপে দুর্গম অরণ্যে

বাস করিতেছেন! পূর্ব্বে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কখন অসুখের লেশমাত্র সহ্য করিতে হয় নাই। পাণ্ডবজননী কুন্তী রাজশ্রী ও পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অতিকষ্টে কালহরণ করিতেছেন এবং অন্ধরাজের শুশ্রূষায় অনুরক্ত মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয়কেও বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে।

পুরবাসী লোকসমুদায় এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, পাণ্ডবগণ পুত্রবিহীন বৃদ্ধ অন্ধরাজ,জননী কুন্তী ও গান্ধারী এবং মহাত্মা বিদুরের শোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া কিছুতেই অধিক দিন পুরমধ্যে বাস করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় কি রাজ্যসম্ভোগ, কি স্ত্রীসংসর্গ, কি বেদাধ্যয়ন, কিছুতেই তাঁহাদের প্রীতিলাভ হইল না। তাঁহারা বারংবার অন্ধরাজের বনবাস, জ্ঞাতিবধ এবং বালক অভিমন্যু, মহাত্মা কর্ণ, দ্রৌপদীতনয়গণ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণের নিধন বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন। সর্ব্বদা পৃথিবীকে বীরশূন্য ও ধনশূন্য বলিয়া বিবেচনা হওয়াতে কোন রূপেই তাঁহাদিগের শান্তিলাভ হইল না। পুত্রশোকসন্তপ্ত দ্রৌপদী ও সুভদ্রাও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিষণ্ণবদনে কালহরণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে উঁহারা সকলেই কেবল উত্তরার গর্ভসম্ভূত মহাত্মা পরীক্ষিতকে দর্শন করিয়া প্রাণধারণ করিয়াছেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা পাণ্ডবগণ এইরূপে মাতা ও জ্যেষ্ঠতাতপ্রভৃতির বিরহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্যের অনুষ্ঠানে এককালে বিরত হইলেন। ঐ সময় কোন বিষয়েই আর তাঁহাদিগের আমোদ রহিল না। তাঁহারা সততই শোকাবিষ্টের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ উঁহারা গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য হইয়াও তৎকালে শোকে একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হায়! আমাদের জননী নিতান্ত কৃশাঙ্গী, তিনি কিরূপে অন্ধরাজ ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করিতেছেন? পুত্রবিহীন অন্ধরাজ কিরূপে সেই শ্বাপদসঙ্কুল বিজন বিপিনে কালহরণ করিতেছেন! এবং হতবান্ধব জননী গান্ধারীই বা কিরূপে সেই দুর্গম বনে বৃদ্ধ অন্ধ পতির শুশ্রূষায় নিরত রহিয়াছেন!

পাণ্ডবগণ এইরূপে কিয়ৎক্ষণ আক্ষেপ করিয়া অন্ধরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইলেন। তখন মহাত্মা সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি অন্ধরাজকে দর্শন করিতে বাসনা করিয়াছেন, ইহাতে আমার পরম পরিতোষ লাভ হইল। উঁহাকে দর্শন করিবার বাসনা আমার মনোমধ্যে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। আমি কেবল আপনার গৌরবনিবন্ধন আপনার নিকট উহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হই নাই। হায়! পূর্ব্বে যে মাতা রমণীয় অট্টালিকায় অবস্থানপূর্ব্বক পরম সুখে কালহরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কিরূপে মস্তকে জটা ধারণ ও কুশশয্যায় শয়ন করিয়া তপস্বিনীর বেশে অরণ্যে অবস্থান করিতেছেন! আমার কি কখন এমন সৌভাগ্য উপস্থিত হইবে যে, আমি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে

পারিব! যখন রাজপুত্রী হইয়াও মাতাকে অরণ্যে ক্লেশভোগ করিতে হইতেছে, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, ইহ লোকে কেহই চিরকাল একরূপ অবস্থায় কালহরণ করিতে সমর্থ হয় না।

সহদেব এই কথা কহিলে, মহানুভাবা দ্রৌপদী বিনয়বাক্যে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! কখন আমি শ্বশ্রূকে দর্শন করিব! তাঁহাকে জীবিত দর্শন করিলেই আমার জীবন সার্থক হইবে। আপনার বুদ্ধি ও মন ধর্ম্ম হইতে যেন কখন বিচলিত না হয়। আজি আপনার প্রসাদে আমাদিগের পরম শ্রেয়োলাভ হইবে। আমি শ্বশুর অন্ধরাজ এবং জননী গান্ধারী ও কুন্তীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি।

মহানুভাবা দ্রৌপদী এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ সেনাপতিদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে সৈন্যাধ্যক্ষগণ! তোমরা অবিলম্বে হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদায় সুসজ্জিত কর। সৈন্যগণও সুসজ্জিত হইয়া অগ্রসর হউক। আমি অচিরাৎ অন্ধরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অরণ্যে যাত্রা করিব। মহারাজ যুধিষ্ঠির সৈন্যাধ্যক্ষগণকে এই কথা কহিয়া, অন্তঃপুরের অধ্যক্ষদিগকে কহিলেন, তোমরা সত্বর বিবিধ যান, শিবিকা, শকট ও আপণসমুদায় সুসজ্জিত কর। শিল্পকর ও কোষাধ্যক্ষেরা কুরুক্ষেত্রের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করুক। পুরবাসী যে কোন ব্যক্তি অন্ধরাজকে দর্শন করিতে বাসনা করেন, তিনি যেন অক্লেশে সুরক্ষিত হইয়া তথায় গমন করিতে পারেন। এক্ষণে তোমরা পাচক ও অন্যান্য লোকসমুদায়কে যাত্রা করিতে আদেশ করিয়া ভক্ষ্যভোজ্যসমুদায় শকটে সংস্থাপনপূর্ব্বক অন্ধরাজের আশ্রমাভিমুখে প্রেরণ কর এবং আমরা কল্য প্রভাতে যাত্রা করিব, এই কথা নগরের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দাও। আজিই যেন পথিমধ্যে আমাদের বাসগৃহসমুদায় প্রস্তুত করা হয়। ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত অধ্যক্ষদিগকে এইরূপ আদেশ

করিয়া সেই দিবস পুরমধ্যে অবস্থান করিলেন। পর দিন প্রভাত হইবামাত্র তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বৃদ্ধ ও অন্তঃপুরিকাদিগকে অগ্রসর করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পুর হইতে বহির্গত হইলেন এবং লোকসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেই দিন অবধি পাঁচ দিন পুরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির লোকপাল-সদৃশ অর্জ্জুনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত সৈন্যদিগকে বনগমন করিতে আদেশ করিবামাত্র সৈন্যগণমধ্যে অশ্ব যোজনা কর, রথ যোজনা কর, এইরূপ ঘোরতর কোলাহল শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষী পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদায় কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ প্রজ্বলিত-হুতাশন-সদৃশ কনকময় রথে, কেহ কেহ হস্তিপৃষ্ঠে ও কেহ কেহ উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং অনেকে পাদচারেই ধাবমান হইল। মহাবীর যুযুৎসু ও পুরোহিত ধৌম্য ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে আশ্রমগমনে ক্ষান্ত হইয়া পুররক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। দ্বিজবর কৃপাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের আদেশানু-সারে সৈন্যসমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির রথারোহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলে ভৃত্যগণ তাঁহার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিল; সূত, মাগধ ও বন্দিগণ তাঁহার স্তবপাঠ করিতে লাগিল এবং অসংখ্য রথারোহী সৈন্য তাঁহার সমভিব্যাহারে ধাবমান হইল। ভীমকর্ম্মা ভীমসেন অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতাকার হস্তীতে আরোহণ করিয়া বহুসংখ্যক গজারোহী সৈন্যের সমভিব্যাহারে আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন

শ্বেতাশ্বসংযুক্ত অনলসঙ্কাশ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব উভয়ে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দ্রৌপদী প্রভৃতি কুলকামিনীগণ অন্তঃপুরাধ্যক্ষ ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া শিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক অপরিমিত ধনদান করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই বীণাবেণু নিনাদযুক্ত হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল পাণ্ডবসৈন্যের শোভার আর পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডবগণ সেই সৈন্যগণসমভিব্যাহারে রমণীয় নদীতীর ও সরোবরসমীপে বাস করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পবিত্রতোয়া যমুনানদী অতিক্রমপূর্ব্বক দূর হইতে রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র ও শতযূপের আশ্রম দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রমদ্বয় দর্শনে তাঁহাদের ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা সকলেই মহাকোলাহল করিতে করিতে সেই তপোবনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমের অনতিদূরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিনীতভাবে পাদচারে সেই আশ্রমে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের সৈন্য, পুরবাসী ও অন্তপুরিকাগণ সকলেই যান পরিত্যাগপূর্ব্বক পাদচারে গমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পাণ্ডবগণ অন্ধরাজের সেই মৃগসমাকীর্ণ কদলীবনসুশোভিত আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে নিয়তব্রত তাপসগণ মহাকৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন।

নরপতি যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া বাষ্পাকুললোচনে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে তাপসগণ! এক্ষণে সেই কৌরববংশধর আমাদিগের জ্যেষ্ঠতাত কোথায়? তখন তাপসগণ কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তিনি যমুনায় অবগাহন, পুষ্পচয়ন ও জলানয়নের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন। আপনারা এই পথে গমন করুন। তাপসগণ এই কথা কহিলে, পাণ্ডবগণ তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে ধাবমান হইয়া দূর হইতে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়কে দর্শনপূর্ব্বক সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। সহদেব কুন্তীকে অবলোকন করিবামাত্র মহাবেগে ধাবমান হইয়া তারস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। ভোজনন্দিনা কুন্তীও সেই প্রিয়পুত্রকে অবলোকন করিবামাত্র বাষ্পাকুলনয়নে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাহাকে উত্থাপিত করিয়া গান্ধারীকে কহিলেন, সহদেব আসিয়াছে। তৎপরে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন ও নকুলকে দর্শন করিয়া দ্রুতপদে তাঁহাদিগের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবগণ জননীকে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আকর্ষণপূর্ব্বক সত্বর আগমন করিতে দেখিয়া অচিরাৎ তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। ঐ সময়ে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কণ্ঠস্বর ও স্পর্শ দ্বারা পাণ্ডবগণকে অবগত হইয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা অশ্রুমোচনপূর্ব্বক কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও স্বীয় মাতা কুন্তীর নিকট যথোচিত বিনয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের বারিপূরিত কলসসমুদায় গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় কৌরবকুলকামিনী ও অন্যান্য কুলরমণীগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদায় একদৃষ্টিতে অন্ধরাজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নাম ও গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক সকল লোকের পরিচয় প্রদান করিলেন। অন্ধরাজ সেই সকল লোকের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের প্রতি

যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে হাস্তিনানগরস্থিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তারাগণসমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় সিদ্ধচারণসেবিত দর্শকগণ-সমাকীর্ণ স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

নারদাগমন পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ। পাণ্ডবগণ তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার পর দুই বৎসর অতীত হইলে একদা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! বহুদিনের পর আপনার সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার হইল। আপনি কোন্ কোন্ দেশ দর্শন করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আপনিই আমাদিগের পরম গতি। অতএব আজ্ঞা করুন, আমাকে আপনার কোন কার্য্য সাধন করিতে হইবে।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি বহুকালের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, এরূপ বিবেচনা করিও না। আমি ধৃতরাষ্ট্রের তপোবনে তোমাদিগকে দর্শন করিয়াছি। এক্ষণে আমি গঙ্গা ও অন্যান্য তীর্থ-সমুদায় দর্শন করিয়া তপোবন হইতে আগমন করিতেছি।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! গঙ্গাতীরনিবাসী মহাত্মারা আমার

নিকট আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের কঠোর তপোনুষ্ঠানের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এক্ষণে তিনি, জননী গান্ধারী ও কুন্তী এবং সূতপুত্র সঞ্জয় ইঁহারা সকলে কিরূপে কালহরণ করিতেছেন, আপনার মুখে তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যদি আপনার সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সংবাদ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের তপোবনে যে যে বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র অগ্নিহোত্র, পুরোহিত এবং গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়ের সহিত কুরুক্ষেত্র হইতে গঙ্গাদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর তপস্যা করাতে অন্ধরাজের শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইল। মহর্ষিগণ তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। গান্ধারী কেবল জলমাত্র পান করিয়া এবং কুন্তী এক মাসের পর একদিন ও সঞ্জয় পাঁচ দিনের পর একদিন মাত্র ভোজন করিয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন। যাজকেরাও বিধিপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে ছয় মাস অতীত হইলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কাননাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা সঞ্জয় অন্ধরাজের এবং তোমার জননী কুন্তী গান্ধারীর চক্ষুঃস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অন্ধরাজ গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছেন, এমন সময়ে দাবানল প্রচণ্ড বায়ুসহযোগে ভীষণরূপে প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত বন দগ্ধ করিতে লাগিল। মৃগযূথ ও সর্পসমুদায় সেই তীব্র দহনে দগ্ধদেহ

হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং বরাহগণ নিতান্ত তাপিত হইয়া জলাশয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী অনাহারনিবন্ধন নিতান্ত ক্ষীণ হইয়াছিলেন বলিয়া, কোন ক্রমেই তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক সেই বিষম বিপদ হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে দাবানল তাঁহাদিগের সন্নি-হিত হইল। তখন অন্ধরাজ সঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সূত নন্দন! তুমি অবিলম্বে এ স্থান হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা কর; আমরা এই অনলেই জীবন পরিত্যাগ করিয়া, পরম গতি লাভ করিব।

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা সঞ্জয়, তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এই বৃথাগ্নি দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলে, আপনার সদ্গতিলাভের সম্ভাবনা নাই; আর এই অনল হইতে, আপনার পরিত্রাণেরও কোন উপায় দেখিতেছি না। অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, অবিলম্বে তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন অন্ধরাজ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! যখন আমরা গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন এই দাবানলে প্রাণ-ত্যাগ করিলে, কখনই আমাদিগের অসদ্গতি হইবে না। বিশেষতঃ, জল, বায়ু বা অনলসহযোগে অথবা প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করা তাপসগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে এস্থান হইতে পলায়ন কর। এই বলিয়া কৌরবনাথ গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত পূর্ব্বাস্য হইয়া অনন্যমনে উপবেশন করিলেন। তখন সঞ্জয় তাঁহার সেই অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আত্মসংযম করিতে কহিলেন। অন্ধরাজও সঞ্জয়ের বাক্যশ্রবণ করিয়া অচিরাৎ গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত আত্মসংযম করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্রিয়রোধনিবন্ধন তাঁহাদিগের শরীর কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়া রহিল। অনন্তর তাঁহারা

তিন জনেই সেই দাবানলে সমাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাত্মা সঞ্জয় অতি কষ্টে সেই অনল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া গঙ্গাকূলে মহর্ষিগণের নিকট আগমন ও সেই বৃত্তান্ত নির্দ্দেশপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময়ে আমি সেই তাপসগণের নিকটে উপবিষ্ট ছিলাম। সঞ্জয়ের মুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র তোমাদিগকে উহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত তথা হইতে যাত্রা করিলাম। আগমন-সময়ে অন্ধরাজ, গান্ধারী ও কুন্তীর কলেবর আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তাপসেরা সেই আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া অন্ধরাজের এবং কুন্তী ও গান্ধারীর পরলোকগমনের বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাদের সদ্গতি-লাভে শঙ্কা করিয়া কিছুমাত্র শোক করেন নাই। আমি তাঁহাদের মুখেও উঁহাদের মৃত্যুবৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়াছি। যখন সেই কৌরবনাথ গান্ধারী ও কুন্তী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করা কদাপি বিধেয় নহে।

দেবর্ষি নারদ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রাদির পরলোকবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে মহাত্মা পাণ্ডবগণের শোকের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ সময়ে অন্তঃপুরে ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল, পুরবাসীগণ হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল এবং মহাত্মা যুধিষ্ঠির মাতাকে স্মরণপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বারংবার আমাকে ধিক্! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাত্রিংশত্তম অধ্যায়

অনন্তর সেই পুরবাসী ও অন্যান্য লোকসমুদায়ের রোদনধ্বনি উপরত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাবেগ সংবরণ করিয়া দেবর্ষি নারদকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা জীবিত থাকিতেও যে তপোনুষ্ঠানানরত মহাত্মা অন্ধরাজ অনাথের ন্যায় অরণ্যমধ্যে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন, ইহার পর আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? যখন প্রবলপ্রতাপশালী অন্ধরাজকেও দাবানলে দগ্ধ হইতে হইল, তখন নিশ্চই বুঝিলাম, পুরুষদিগের গতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। হায়! যে মহাত্মার মহাবলপরাক্রান্ত একশত পুত্র ছিল, যিনি অযুতনাগতুল্য পরাক্রান্ত ছিলেন, তাঁহাকেও এক্ষণে দাবানলে দগ্ধ হইতে হইল! পূর্ব্বে পরমসুন্দরী রমণীরা পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া যাঁহাকে তালবৃন্ত বীজন করিত, আজি তিনি দাবানলে দগ্ধ হওয়াতে গৃধ্রগণ তাঁহাকে পুচ্ছ দ্বারা বীজিত করিতেছে। যিনি সূত ও মাগধগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান করিতেন, আজি এই নরাধমের কার্য্যদোষে তাঁহাকে ধরাশয্যা আশ্রয় করিতে হইয়াছে। আমি পুত্রবিহীনা জননী গান্ধারীর নিমিত্ত অনুতাপ করি না। তিনি পতির অনুগামিনী হইয়া ভর্ত্তৃলোক লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে কেবল যিনি পুত্রগণের এই সুসমৃদ্ধ রাজ্য-সম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়া বনগামিনী হইয়াছিলেন, সেই জননী কুন্তীকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। আমাদিগের রাজ্য, বল, পরাক্রম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে ধিক্! আমরা জীবন্মৃত। হায়! কালের গতি অতিশয় সূক্ষ্ম। দেখুন, মনস্বিনী কুন্তী যুধিষ্ঠির, ভীমসেন

ও অর্জ্জুনের জননী হইয়াও রাজসম্পদ্ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া অনাথার ন্যায় দাবানলে দগ্ধ হইলেন। আমি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি। অর্জ্জুন অনর্থক খাণ্ডববন প্রদান করিয়া অনলের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, হুতাশনের তুল্য অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন আর কেহই নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণবেশে অর্জ্জুনের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে তিনি কিরূপে তাঁহার জননীকে দগ্ধ করিলেন? হুতাশনকে ও অর্জ্জুনের সত্যপ্রতিজ্ঞতায় ধিক্! অন্ধরাজ বৃথানলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমারি চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। হায়! সেই মহাবনে তপোনুষ্ঠান নিরত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রপূত পবিত্র অগ্নি বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার বৃথানলে মৃত্যু হইল কেন? বোধ করি, যখন দাবানল আমার জননীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়াছিল, তখন তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া "হা ধর্ম্মরাজ! হা ভীমসেন! তোমরা শীঘ্র আমার নিকটে আগমন কর" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। তিনি সকল পুত্র অপেক্ষা সহদেবের প্রতি সমধিক স্নেহ করিতেন, কিন্তু সেও এক্ষণে তাঁহাকে অনল হইতে রক্ষা করিল না। ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত শোকাকুল হইয়া যুগান্তকালীন প্রাণিগণের ন্যায় পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই ক্রন্দনকোলাহলে প্রাসাদসমুদায় প্রতিধ্বনিত ও আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

পাণ্ডবগণ এইরূপ শোকাকুল হইলে, তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র বৃথানলে দগ্ধ হন নাই। আমি গঙ্গাতীরনিবাসী মহর্ষিগণের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, অন্ধরাজ গঙ্গাদ্বার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরণ্যপ্রবেশকালে যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক যজ্ঞীয় অনল পরিত্যাগ করিলে, যাজকেরা সেই অনল নির্জ্জন বনে নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ক্রমে সেই অনল বর্দ্ধিত হওয়াতে তদ্দ্বারা সমস্ত বন দগ্ধ হইয়া যায়। আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র সেই স্বীয় যজ্ঞানলে দগ্ধ হইয়া ইহলোক পরিহারপূর্ব্বক পরমগতি লাভ করিয়াছেন। তুমি আর তাঁহার নিমিত্ত শোক করিও না। তোমার জননী কুন্তীও গুরুশুশ্রূষানিবন্ধন সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমাগত হইয়া তাঁহাদিগের তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পাদন কর।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ, অন্তঃপুরস্থ কামিনীগণ ও রাজভক্তিপরায়ণ পুরবাসিগণের সহিত একবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ভাগীরথীর তীরে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই গঙ্গার পবিত্র জলে অবগাহনপূর্ব্বক যুযুৎসুকে অগ্রসর করিয়া শাস্ত্রানুসারে অন্ধরাজ, গান্ধারী ও কুন্তীর তর্পণক্রিয়া করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, তাঁহারা সকলে তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির বিধিজ্ঞ মানবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সুহৃদ্‌গণ! তোমরা গঙ্গাদ্বারের সন্নিহিত কাননে সমুপস্থিত হইয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে কর্ত্তব্য কার্য্যসমুদায় সম্পাদন

কর। এই বলিয়া তিনি আত্মীয়গণকে গঙ্গাদ্বারে প্রেরণপূর্ব্বক স্বয়ং নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে একাদশ দিন অতীত হইল। দ্বাদশ দিনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পবিত্র হইয়া বিধিপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে সুবর্ণ, রজত, গাভী ও মহামূল্য শয্যাসমুদায় এবং গান্ধারী ও ভোজনন্দিনী কুন্তীর নামোল্লেখপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট বস্ত্রসমুদায় প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণগণ শয্যা, খাদ্যদ্রব্য, মণি, রত্ন, যান, আচ্ছাদন ও সমলঙ্কৃত দাসী প্রভৃতি যাহা যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ জননী কুন্তী ও গান্ধারীর উদ্দেশে তাঁহাদিগকে তৎসমুদায় প্রদান করিলেন। অনন্তর দানক্রিয়া সমাপ্ত হইলে ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সহিত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার আদেশানুসারে যে সকল লোক গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়াছিল, তাহারা ধৃতরাষ্ট্রাদির অস্থিসমুদায় গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চিত করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপপূর্ব্বক হস্তিনায় প্রত্যাগমন ও নরপতির নিকট সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। এইরূপে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইলে দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির মাতা, জ্যেষ্ঠতাত ও অন্যান্য আত্মীয়দিগের নিধননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে নরপতি ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রযুদ্ধাবসানে সমরনিহত পুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদিগের উদ্দেশে বিবিধ বস্তু দান করিয়া পঞ্চদশ বৎসর নগরে ও তিন বৎসর বনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

জীবনচরিত।

গালিলেও।

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, কোপর্নিকসের পরলোকযাত্রার চল্লিশ বৎসর পরে, য়ুরোপের অতি প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্‌ টাইকো ব্রা, ক্রমাগত ত্রিংশৎ বৎসর, জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন, তথাপি কোপর্নিকসের প্রবর্ত্তিত প্রণালীর অনুসরণ করেন নাই। যাহা হউক অনন্তর, যে ইটালিদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, ঐ প্রণালীর অনুসরণ করিয়া, উহার যথোচিত পোষকতা করেন, এক্ষণে, তদীয় চরিত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

ইটালির অন্তঃপাতী পীসা নগরে, ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে, গালিলেও জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা টস্কনি প্রদেশের সম্ভ্রান্ত লোকের শ্রেণীতে পরিগণিত ছিলেন, কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন না। তিনি গালিলেওকে চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত, পীসা নগরের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নিয়োজিত করেন। পাঠদ্দশাতেই, অরিষ্টটলের প্রণীত দর্শনশাস্ত্র নিতান্ত যুক্তিবহির্ভূত বলিয়া, তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। সুতরাং, তদবধি, তিনি তদীয় মতের ঘোরতর প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তি হওয়াতে, ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে, উক্ত বিদ্যার অধ্যাপকের পদে অধিরূঢ় হইলেন। তখন তিনি সেই অযথাভূত দর্শনশাস্ত্রের অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, প্রকৃতির নিয়ম সকল প্রদর্শিত করিতে আরম্ভ করিলেন। একদা, সমবেত বহুসংখ্যক দর্শক সমক্ষে, তিনি, তত্রত্য প্রধান দেবালয়ের উপরিভাগে, বারংবার পরীক্ষা করিয়া দেখাই-

লেন, গুরুত্ব অধঃপতনের নিয়ামক নহে। ইহাতে অরিষ্টটলের মতাবলম্বীরা তাঁহার এমন বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন, যে, তাঁহাকে অধ্যাপকের পদে বিসর্জ্জন দিয়া, তথা হইতে পলাইতে হইল।

এইরূপে পীসা নগর হইতে অপসারিত হইয়া, গালিলেও, বিনা বিষয়কর্ম্মে, কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু ইটালির প্রদেশান্তরীয় লোকেরা, তাঁহার বিদ্যার গৌরব ও বুদ্ধির উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া, ১৫৯২ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে, পেডুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে, গণিতের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করিলেন। এই স্থানে তিনি, সুচারুরূপে, উপদেশ দিতে লাগিলেন। য়ুরোপের দূরতর প্রদেশ হইতেও, শিষ্যমণ্ডলী উপস্থিত হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র, য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা লাটিন ভাষাতেই উপদেশ দিতেন; গালিলেও, তৎপরিবর্ত্তে, দেশের প্রচলিত ভাষায়, উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে, এরূপ নূতন প্রণালীর অবলম্বনও, সাতিশয় সাহসের কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

গালিলেও, পেডুয়াতে অষ্টাদশ বৎসর অবস্থিতি করেন। এই অষ্টাদশ বৎসরে সময়ে সময়ে, তিনি পদার্থবিদ্যা-সংক্রান্ত যে সকল অভিনব নিয়ম উদ্ভাবিত করেন, তাহা তৎকাল-প্রচলিত মতের নিতান্ত বিপরীত তথাপি, অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিতচিত্তে, শিষ্যদিগকে, আনুষঙ্গিক, সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

১৬০৯ খৃঃ অব্দে, গালিলেও, লোকমুখে, শুনিতে পাইলেন, জেন্সন্-নামক একজন ওলন্দাজ একটি অভিনব যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন; উহা দ্বারা অবলোকন করিলে, দূরবর্ত্তী পদার্থ সন্নিহিত প্রতীয়মান হয়। তিনি ঐরূপ যন্ত্রের উদ্ভাবনে প্রস্তুতপ্রায় হইয়াছিলেন; এক্ষণে শুনিবামাত্র, উহা কি কি উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা অলৌকিক অনুভবশক্তি দ্বারা অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন, এবং অবিলম্বে, উহা

অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট, তথাবিধ এক যন্ত্র প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে, দূরবীক্ষণের প্রথম সৃষ্টি হইল। ইহা পদার্থবিদ্যা-সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর উপকারক।

গালিলেও, এই দৃষ্টিপোষক নলাকার নূতন যন্ত্র নভোমণ্ডলে প্রযোজিত করিয়া দেখিতে পাইলেন, চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ অতিশয় বন্ধুর; সূর্য্যমণ্ডল সময়ে সময়ে কলঙ্কিত লক্ষিত হয়; ছায়াপথ সূক্ষ্ম তারকাস্তবকমাত্র; বৃহস্পতি পারিপার্শ্বিকচতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত; শুক্র গ্রহের চন্দ্রের ন্যায় হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে; শনৈশ্চরের উভয় পার্শ্বে পক্ষাকার কোনও পদার্থ আছে। ঐ পক্ষাকার পদার্থ, এক্ষণে, অঙ্গুরীয় বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

বোধ হয়, গালিলেও, বহুকাল অবধি, মনে করিতেন, নভস্তলস্থিত বস্তু সকল যেরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে, বাস্তবিক সেরূপ নহে। কিন্তু, কোন কালে, যে এই গূঢ় তত্ত্বের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিবেন, তাঁহার এমন আশা ছিল না। এক্ষণে, এই সকল বিষয় আবিষ্কৃত করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে কি অভূতপূর্ব্ব চমৎকার ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা, কোনও মতে অনুভবপথে আনিতে পারা যায় না।

১৬১১ খৃঃ অব্দে, যখন তিনি এই সকল বিষয়ের গবেষণাতে প্রবৃত্ত হন, তখন টস্কনির অধীশ্বরের অনুরোধে, পীসা নগরে প্রত্যাগমন করেন; এবং, সমধিক বেতনে, তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে, গণিতাধ্যাপকের পদে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হয়েন; সুতরাং তাঁহার উদ্ভাবিত বিষয় সকল ঐ নগরেই প্রথম প্রচারিত হয়। কোপর্নিকস, কেবল দৈবগত্যা, যে সকল নিগ্রহ এড়াইয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে গালিলেওকে সে সমুদায়ের বিলক্ষণ ভোগ করিতে হইল। তৎকালে তিনি এক গ্রন্থ প্রচারিত করেন; তাহাতে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন, "আমি যাহা যাহা উদ্ভাবিত করিয়াছি, তাহা দ্বারা কোপর্নিকসের প্রবর্ত্তিত প্রণালীর যথার্থতা

সপ্রমাণ হইয়াছে।” ইহাতে এই ঘটিল যে, যাজকেরা তাঁহার নামে, ধর্ম্মবিপ্লাবক বলিয়া, অভিযোগ উপস্থিত করাতে, ১৬১৫ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে রোমনগরীয় ধর্ম্মসভার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল। সভার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন, “আর আমি এরূপ সঙ্ঘাতক মত কদাচ মুখে আনিব না।” ইহাও নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু সত্যাসত্যের নিশ্চয় নাই, সভার অধ্যক্ষেরা, এই উপলক্ষে, তাঁহাকে পাঁচ মাস কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন; আর, টস্কানির অধীশ্বর এ বিষয়ে হস্তার্পণ না করিলে, তাঁহাকে আরও গুরুতর নিগ্রহভোগ করিতে হইত।

গালিলেও, ধর্ম্মসভার অগ্রে, যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে, কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইয়া রহিলেন; কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যার যে যথার্থ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার অনুশীলনে বিরত হইলেন না। পরিশেষে, তিনি, কোপর্নিকসের প্রবর্ত্তিত প্রণালীর সবিস্তর বিবরণ ভূমণ্ডলে প্রচারিত করিবার নিমিত্ত, নিতান্ত উৎসুক হইলেন; কিন্তু কুসংস্কারাবিষ্ট বিপক্ষবর্গের বিদ্বেষভয়ে স্পষ্টরূপে আত্মমত ব্যক্ত করিতে না পারিয়া, কৌশল করিয়া, তিন জনের কথোপকথনস্বরূপ এক গ্রন্থ লিখিলেন। তাহাতে প্রথম ব্যক্তি কোপর্নিকসের মতের সমর্থন করিতেছেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি টলেমি ও আরিষ্টটলের; তৃতীয় ব্যক্তি উভয় পক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি ও তর্কের এরূপে বলাবল বিবেচনা করিতেছেন যে, উপস্থিত বিষয় আপাততঃ অনির্ণয়াত্মক বোধ হয়; কিন্তু সবিশেষ অভিনিবেশপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কোপর্নিকসের পক্ষে প্রদর্শিত যুক্তি ও তর্কের প্রবলতা সম্বন্ধে সংশয় থাকিবার বিষয় নাই।

তৎকালে গালিলেওর বয়ঃক্রম ছষট্টি বৎসর; তথাপি স্বয়ং সেই গ্রন্থ লইয়া, ১৬৩০ খৃঃ অব্দে রোমনগরে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষ

দিগের অসম্ভাবনীয় অনুগ্রহোদয় হওয়াতে, তিনি, গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অনুমতি পাইলেন। কিন্তু, উক্ত পুস্তক রোম ও ফ্লরেন্স নগরে প্রচারিত হইবামাত্র, অরিষ্টটলের মতাবলম্বীরা, এককালে, চারি দিক হইতে আক্রমণ করিল; তন্মধ্যে পীসার দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপক্ষতা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সমুদায় কার্ডিনল, মঙ্ক ও গণিতজ্ঞগণের উপর গালিলেওর গ্রন্থের পরীক্ষার ভার অর্পিত হইল। তাঁহারা গালিলেওর গ্রন্থকে ঘোরতর ধর্ম্মবিপ্লাবক স্থির করিয়া, তাঁহাকে রোমনগরে, ধর্ম্মসভার অগ্রে, উপস্থিত হইতে আজ্ঞা দিলেন।

গালিলেও তৎকালে অতিশয় বৃদ্ধ ও তাঁহার প্রতিপোষক বন্ধু দ্বিতীয় কস্মো পরলোক যাত্রা করাতে, নিতান্ত নিঃসহায় হইয়াছিলেন; সুতরাং এই অসম্ভাবিত বিপৎপাত তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল বিপক্ষেরা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করাতে, ১৬৩৩ খৃঃ অব্দের শীতকালে, তাঁহাকে রোম নগরে গমন করিতে হইল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কয়েক মাস তথায় অবস্থিতির পরে, তিনি বিচারকর্ত্তাদের সম্মুখে নীত হইলে, তাঁহারা এই দণ্ডবিধান করিলেন, "তোমাকে আমাদের সম্মুখে আঁঠু পাড়িয়া ও বাইবেলে হাত দিয়া, বলিতে হইবেক, আমি পৃথিবীর গতি প্রভৃতি যাহা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি, সে সমুদায় অসত্য, অশ্রদ্ধেয়, ধর্ম্মবিদ্বিষ্ট ও ভ্রান্তিমূলক"। গালিলেও, তাদৃশ বিষম সময়ে, মনের দৃঢ়তা রাখিতে না পারিয়া, যথোক্তপ্রকারে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা বাক্যের উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু, গাত্রোত্থান করিবামাত্র, আন্তরিক দৃঢ় প্রত্যয়ের বিপরীত কর্ম্ম করিলাম, এই ভাবিয়া, মনোমধ্যে ঘৃণারোষসহকৃত যৎপরোনাস্তি অনুতাপ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি পৃথিবীতে পদাঘাত করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ইহা এখনও চলিতেছে। বিচারকর্ত্তারা, গালিলেওর নাস্তিক্য-

বুদ্ধির পুঃনসঞ্চার দেখিয়া, এই উৎকট দণ্ডবিধান করিলেন "তোমাকে যাবজ্জীবন কারাগারে থাকিতে হইবেক; এবং তিন বৎসর প্রতি সপ্তাহে অনুতাপসূচক স্তুতিপাঠ করিতে হইবেক"। তাঁহার গ্রন্থ, একবারেই প্রতিষিদ্ধ, তাঁহার মত একান্ত অশ্রদ্ধিত হইল।

এইরূপে, গালিলেওর প্রতি কারাগারাধিবাসের আদেশ হইলে, কোনও কোনও বিচারকর্ত্তারা বিবেচনা করিলেন, তিনি যেরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে, কোনও ক্রমে এরূপ কঠিন দণ্ড সহ্য করিতে পারিবেন না। তদনুসারে তাঁহারা, অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া, ফ্লরেন্সের সন্নিহিত কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে, অবস্থিতি করিতে আজ্ঞা-প্রদান করিলেন। এইরূপে নির্ব্বাসিত হইয়া, তিনি, পদার্থবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা, কালহরণ করিতে লাগিলেন।

গালিলেও তৎকালে নেত্ররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; একটি চক্ষু একবারেই নষ্ট হইয়া যায়, দ্বিতীয়ও প্রায় অকর্ম্মণ্য হয়; তথাপি, ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে, চন্দ্রের দুলামান আবিষ্কৃত করেন। শেষ দশায়, তিনি অন্ধতা, বধিরতা, নিদ্রার অভাব ও সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী বেদনাতে নিতান্ত অভিভূত ও বিকল হইয়াছিলেন; কিন্তু, তাঁহার মন এমন অবস্থাতেও অলস ও অকর্ম্মণ্য হয় নাই। তিনি, ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে, লিখিয়াছেন, "আমি অন্ধদশাতে একবার বিশ্বরচনা-সংক্রান্ত এক বিষয়ে অনুধ্যান করি, আর বার আর বিষয়ের; আর, যত যত্ন করি, কোনও রূপে, অস্থির চিত্তকে স্থির করিতে পারি না; এই সার্ব্বক্ষণিক চিত্তব্যাসঙ্গ দ্বারা আমার একবারে নিদ্রার উচ্ছেদ হইয়াছে"।

এই অবস্থাতে, ক্রমশঃ ক্ষয়কারী জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া, গালিলেও অষ্টসপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৬৪২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার কলেবর ফ্লরেন্স নগরের এক দেবালয়ে সমাহিত হইয়াছে। তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করা উচিত বিবেচনা করিয়া,

তত্রত্য লোকেরা, ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে, উক্ত স্থানে এক পরম শোভন কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত করিয়াছেন।

সর আইজাক নিউটন।

যে বৎসর গালিলেও কলেবর পরিত্যাগ করেন, সেই বৎসরে, আইজাক নিউটন কলেবরপরিগ্রহ করেন। নিউটন, কোপর্নিকসের ও গালিলেওর আবিষ্কৃত বিষয়সমূহের প্রামাণ্যসংস্থাপনেরই জন্যই, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লিঙ্কনশায়র প্রদেশে, উলসথর্প নামে যে গ্রাম আছে, তথায় ১৬৪২ খৃঃ অব্দে, ডিসেম্বর মাসের পঞ্চবিংশ দিবসে, নিউটন শরীরপরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, সামান্যরূপ কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকাসম্পাদন করিতেন।

নিউটন, প্রথমত, মাতৃসন্নিধানে কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া, দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, গ্রেন্টমনগরের লাটিন পাঠশালায় প্রেরিত হন। তথায়, শিল্পবিষয়ক নব নব কৌশলের উদ্ভাবন দ্বারা, তাঁহার অনন্যসাধারণ বুদ্ধির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। ঐ সকল শিল্পকৌশল-দর্শনে, তত্রত্য লোকেরা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। পাঠশালার সকল বালকই, বিরামের অবসর পাইলে, খেলায় আসক্ত হইত; কিন্তু, তিনি ঐ সময়ে, নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্ট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করিতেন। একদা, তিনি, একটী পুরাণ বাক্স লইয়া, জলের ঘড়ী নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ীর শঙ্কু, বাক্সের অভ্যন্তর হইতে অনবরত বিনির্গত জলবিন্দুর পাত দ্বারা নিমগ্ন কাষ্ঠখণ্ডের প্রতিঘাতে, পরিচালিত হইত; বেলাববোধনের নিমিত্ত, তাহাতে একটি প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।

নিউটন পাঠশালা হইতে বহির্গত হইলে, ইহাই স্থির হইয়াছিল, তাঁহাকে কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবেক। কিন্তু, অতিত্বরায় ব্যক্ত হইল, তিনি তাদৃশ পরিশ্রমসাধ্য-ব্যাপারে, কোনও ক্রমে, সমর্থ নহেন। সর্ব্বদা এরূপ দেখা যাইত, যে সময়ে তাঁহাকে পশুরক্ষণ ও ভৃত্যগণের প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবেক, তখন তিনি, নিশ্চিন্তমনে, তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া, অধ্যয়ন করিতেছেন। কৃষিলব্ধ দ্রব্যসমূহের বিক্রয়ার্থে, গ্রেণ্টমের আপণে প্রেরিত হইলে, তিনি, সমভিব্যাহারী বৃদ্ধ ভৃত্যের উপর সমস্ত কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া, পরিশুষ্ক তৃণরাশির উপর উপবেশনপূর্ব্বক, গণিতবিষয়ক প্রশ্নের সমাধান করিতেন। জননী, বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে তাঁহার এইরূপ স্বাভাবিক অতি প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে সমুৎসুকা হইয়া, পুনর্ব্বার, আর কতিপয় মাসের নিমিত্ত, তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে ১৬৬০ খৃঃ অব্দের ৫ই জুন, তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী ত্রিনীতি নামক বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থিরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

নিউটন, পরিশ্রম, প্রজ্ঞা, সুশীলতা ও অহমিকাশূন্য আচরণ দ্বারা আইজাক বারো প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গের সবিশেষ অনুগৃহীত ও স্নেহপাত্র এবং সহাধ্যায়িগণের প্রশংসাভূমি ও প্রণয়ভাজন, হইয়াছিলেন। তিনি, কেম্ব্রিজে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রথমতঃ, সণ্ডর্সন-রচিত ন্যায়শাস্ত্র, কেপ্লর-প্রণীত দৃষ্টিবিজ্ঞান, ওয়ালিস-লিখিত অঙ্কপাটীগণিত এই কয় গ্রন্থের অনুশীলন করেন; সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে, ডেকার্ট-রচিত রেখাগণিত গ্রন্থের অধ্যয়ন করেন, আর, তৎকালে নক্ষত্রবিদ্যার কিছু কিছু চর্চ্চা থাকাতে, তাহারও অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি ইউক্লিডের গ্রন্থ অত্যল্পমাত্র পড়িয়াছিলেন। এরূপ প্রসিদ্ধ আছে, প্রাচীন গণিতজ্ঞগণের গ্রন্থ উত্তমরূপে পড়া হয় নাই বলিয়া, তিনি, উত্তরকালে, অনুতাপ করিয়াছিলেন।

কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে, নিউটন, আলোক পদার্থের তত্ত্বনির্ণয়ার্থে, সাতিশয় যত্নবান হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে, এবিষয় লোকের অত্যল্প জ্ঞান ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ডেকার্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, অন্তরিক্ষব্যাপী স্থিতিস্থাপকগুণোপেত অতিবিরল পদার্থবিশেষের সঞ্চালনবিশেষ দ্বারা আলোকের উৎপত্তি হয়। নিউটন এই মতের খণ্ডন করিলেন। তিনি, অন্ধকারাবৃত গৃহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, বহু-কোণবিশিষ্ট একখণ্ড কাচ লইয়া, কপাটের ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা উহার উপর সূর্য্যের কিরণ পাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাইলেন, আলোক, কাচের মধ্য দিয়া গমন করিয়া, এপ্রকার ভঙ্গুর হইয়াছে যে, ভিত্তির উপর সপ্তবিধ বিভিন্ন বর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তর, অসাধারণ কৌশলসহকারে অশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া, তিনি এই কতিপয় মহোপকার বিষয় নির্দ্ধারিত করিলেন—আলোক-পদার্থ কিরণসমষ্টি; ঐ সকল কিরণকে বিভক্ত করিয়া অণু করা যাইতে পারে; শুক্ল আলোকের প্রত্যেক কিরণে রক্ত, পীত, নীল, এই তিন মূলীভূত কিরণ আছে; এই ত্রিবিধ কিরণ, অপেক্ষাকৃত ন্যূনাধিক, ভঙ্গুর হইয়া থাকে। নিউটনের এই অসাধারণ আবিষ্ক্রিয়াকে দৃষ্টি-বিজ্ঞান বিদ্যার মূলসূত্রস্বরূপ পরিগণিত করিতে হইবেক।

১৬৬৫ খৃঃ অব্দে, কেম্ব্রিজ নগরে ঘোরতর মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রকে স্থানত্যাগ করিতে হইয়াছিল। নিউটনও, ঐ সময়, আপন আলয়ে পলায়ন করিলেন। তথায়, পুস্তকালয়ের অসদ্ভাববশতঃ ইচ্ছানুরূপ পুস্তক পড়িতে পাইতেন না; এবং পণ্ডিতবর্গের অসন্নিধানবশতঃ, শাস্ত্রীয় আলাপেরও সুযোগ ছিল না; তথাপি, তিনি ঐ সময়ে গুরুত্বের নিয়ম, অর্থাৎ বস্তুমাত্রের ভূতলাভিমুখে পাতপ্রবণতার বিষয়, আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। এই মহীয়সী আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা, নিউটনের অনধ্যায় কাল তদীয় জীবনের শ্লাঘ্যতম ভাগ

ও বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় ইতিবৃত্তের চিরস্মরণীয় ভাগ, বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

একদিন, তিনি উপবনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে, দৈবযোগে, তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী আতাবৃক্ষ হইতে এক ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি, তৎক্ষণাৎ, বস্তুমাত্রের পতন-নিয়ামক সাধারণ কারণের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি, এ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে কারণবশতঃ আতা ভূতলে পতিত হইল, সেই কারণেই চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী স্ব স্ব কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে; এবং তাহাই পরমাদ্ভুত শক্তিসহকারে, অতিসহজে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি নিয়মিত করিতেছে। এইরূপে গুরুত্বের নিয়ম আবিষ্কৃত হইল; এই নিয়মের আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা, জ্যোতির্ব্বিদ্যার মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছে।

নিউটন, ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে, কেম্ব্রিজে প্রত্যাগমন করিয়া, ত্রিনীতি-বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। দুই বৎসর পরে, তাঁহার বন্ধু ডাক্তার বারো গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপকপদ ছাড়িয়া দিলে, তিনি তাহাতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি দৃষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ে যে যে অভিনব নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ কিছু দিন ঐ সকল লইয়াই অধিকাংশ উপদেশ দিলেন। আলোক ও বর্ণ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকাতে, আপনার নূতন মত এমন স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতেন যে, শ্রোতৃবর্গ, সন্তুষ্ট চিত্তে, ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৬৭১ খৃঃ অব্দে, রয়েল সোসাইটি-নামক রাজকীয় সমাজে ফেলো অর্থাৎ সহযোগী হইলেন। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে, সভার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য, অন্য অন্য সহযোগীর ন্যায়, প্রতি সপ্তাহে রীতিমত এক এক শিলিং দিতে অসমর্থ হওয়াতে, তাঁহাকে অগত্যা অদানের অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। তৎকালে বিদ্যালয়ের বৃত্তি ও অধ্যাপকের বেতন, এই দুই ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোনও অর্থাগম ছিল না; আর পৈতৃক

বিষয় হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইত, তাহা তাঁহার জননী ও অন্যান্য পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনেই পর্য্যবসিত হইত। তাঁহার ভোগতৃষ্ণা অতি অল্প ছিল; আবশ্যক পুস্তকের ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ক্রয়, এবং সময়ে সময়ে, অনাত্মীয় দারিদ্র্যদুঃখের বিমোচন, এ সমুদায় সম্পন্ন হইলেই, তিনি সন্তুষ্ট হইতেন, এতদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ে, অর্থের অভাব জন্য ক্ষুণ্ণমনা হইতেন না।

১৬৮৩ খৃঃ অব্দে তিনি প্রিন্সিপিয়া-নামক অতি প্রধান গ্রন্থ প্রচারিত করিলেন। ঐ গ্রন্থে, গণিতশাস্ত্র অনুসারে, পদার্থবিদ্যার মীমাংসা করা হইয়াছে। ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে, যখন রাজবিপ্লব ঘটে, তখন কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের প্রতিরূপ হইয়া পার্লিমেণ্ট-নামক সমাজে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, সকলে তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন; এবং ১৭০১ খৃঃ অব্দেও, ঐ মর্য্যাদার পদ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তি যথার্থ উপকার ও পুরস্কার করিতে সমর্থ, নিউটনের অসাধারণ গুণ ও ক্ষমতা তাঁহাদের গোচর হওয়াতে, তদীয় সহায়তাবলে, তিনি টাকশালের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান বিষয়ে, নিরতিশয় সহিষ্ণুতা ও সবিশেষ নৈপুণ্য থাকাতে, তিনি সর্ব্বাপেক্ষায় ঐ পদের উপযুক্ত ছিলেন। নিউটন, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত টাকশালের কার্য্য সম্পাদন করিয়া, সর্ব্বত্র সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর, নিউটন বহুতর প্রশংসা ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। লাইবনিট্স-নামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, নিউটনের, নব নব আবিষ্ক্রিয়ানিবন্ধন, অসাধারণ সম্মান দর্শনে, ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ঐ সম্মানের বিলোপবাসনায়, তাঁহার নিকট একপ্রশ্ন পাঠাইয়া দেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, নিউটন, কখনই, তাঁহার প্রেরিত প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিবেন না, এবং তাহা হইলেই, তাঁহার নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবেক। নিউটন, টাকশালের

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, সায়ন্থে ঐ প্রশ্ন পাইলেন, এবং শয়নের পূর্ব্বেই, তাহার সমাধান করিলেন। তৎপরে, আর কোন ব্যক্তি কখনও, নিউটনের কীর্ত্তিবিলোপের চেষ্টা করেন নাই। ১৭০৫ খৃঃ অব্দে, ইংলণ্ডেশ্বরী এন তাঁহাকে নাইট উপাধি দিলেন।

নিউটন, উদারস্বভাবতাবশতঃ সামান্য সামান্য লৌকিক ব্যাপারেও সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন; এবং তাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, সমুচিত সমাদর করিতেন; কথোপকথনকালে, কখনও আত্মপ্রাধান্য প্রখ্যাপিত হইত না। তিনি স্বভাবতঃ সুশীল, সরল ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন; এ নিমিত্ত, সকল লোক তাঁহার সহবাসের অভিলাষ করিতেন। লোকের সর্ব্বদা যাতায়াত দ্বারা, তাঁহার মহার্হ সময়ের বিলক্ষণ অপক্ষয় হইত, তথাপি তাঁহার আকারে বা ব্যবহারে, কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তভাব লক্ষিত হইত না; কিন্তু, প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের নিয়ম, এবং পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ সময়নিরূপণ, থাকাতে, অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনার জন্য, তাঁহার সময়ের অল্পতানিবন্ধন কোন ক্ষোভ থাকিত না। তিনি, অবসর পাইলেই, হস্তে লেখনী ও সম্মুখে পুস্তক লইয়া বসিতেন।

নিউটন সাতিশয় দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। তিনি কহিতেন, "যাঁহারা জাবদ্দশায় দান না করেন, তাঁহাদের দান দানই নয়"। নিতান্ত বৃদ্ধবয়সেও তদীয় অদ্ভুত ধীশক্তির কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। আহারনিয়ম সার্ব্বকালিক প্রফুল্লচিত্ততা ও স্বাভাবিক শরীরপটুতাবশতঃ জরা তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, নাতিস্থূলকায় ছিলেন। তাঁহার নয়নে সজীবতা, তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত। দেখিলেই, তাঁহার আকৃতি সজীবতা ও দয়ালুতাতে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীতি জন্মিত। অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত,

তাঁহার দর্শনশক্তি অব্যাহত ছিল। কেশ সকল শেষ বয়সে, তুষারের ন্যায়, শুভ্র হইয়াছিল। চরম দশাতে তাঁহার অসহ্য দৈহিক যাতনা ঘটে। কিন্তু, তিনি স্বভাবসিদ্ধ সহিষ্ণুতার প্রভাবে, তাহাতে নিতান্ত কাতর হয়েন নাই। অনন্তর, ১৭২৭ খৃঃ অব্দে ২০এ মার্চ্চ, চতুরশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, তিনি তনুত্যাগ করিলেন।

নিউটনের চরিত্র সাধারণ লোকের চরিত্রের ন্যায় নহে। উহা এমন সুন্দর যে চরিতাখ্যায়ক ব্যক্তি লিখিতে লিখিতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আর যে উপায়ে তিনি মনুষ্যমণ্ডলীতে অবসংবাদিত প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে, মহোপকার হইতে পারে। নিউটন নিরতিশয় বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন ; কিন্তু, তাঁহা অপেক্ষা ন্যূনবুদ্ধিরাও, তদীয় জীবনবৃত্তের অনুশীলনে, পদে পদে উপদেশ পাইতে পারেন। তিনি, অলৌকিক বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে, গ্রহগণের গতি, ধূমকেতুগণের কক্ষ, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, এ সকল বিষয়ের মীমাংসা, এবং আলোক ও বর্ণ, এ দুই পদার্থের স্বরূপনির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে, এ সকল বিষয় কোনও ব্যক্তির মনেও উদিত হয় নাই। তিনি সাতিশয় পরিশ্রম ও নিরতিশয় দক্ষতা সহকারে, অদ্ভুত বিশ্বরচনার যথার্থ তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; আর, তাঁহার সমস্ত গবেষণা দ্বারাই সৃষ্টিকর্ত্তার দয়া, প্রজ্ঞা, ও মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে।

ঈদৃশ লোকোত্তর বুদ্ধিশালী ও বিদ্যাসম্পন্ন হইয়াও, তিনি স্বভাবতঃ এত বিনীত ছিলেন যে, আপন বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান করিতেন না। তাঁহার এই এক সুপ্রসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগরূক আছে, আমি, বালকের ন্যায়, বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ডের সঙ্কলন করিতেছি, জ্ঞান-মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

সৎকথন ও সদাচার।

১। কোনও ব্যক্তি গ্রীস-দেশীয় এরিষ্টটল্-নামক জগদ্বিখ্যাত পাণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাশয়! অসত্যকথনে উপকার কি?" এরিষ্টটল্ উত্তর দিলেন, এই উপকার যে, যে সত্য বলিলেও লোক আর বিশ্বাস করে না।

২। কোনও ব্যক্তি স্পার্টা রাজ্যের অধীশ্বর এজেসিলস্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহারাজের বিবেচনায় বাল্যকালে কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করা উচিত?" নৃপতি উত্তর করিলেন, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় যে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, বাল্যকালে তাহাই শিক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা উচিত কর্ম্ম।

৩। একদা এণ্টোনাইনস পায়স্ নামে এক পরমদয়ালু সুশীল ব্যক্তি রোমক রাজ্যের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহার সভাস্থ কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে যুদ্ধবিষয়িণী জয়-শ্রীলাভে সমুৎসুক করিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এই উত্তর দিয়াছিলেন, সহস্র শত্রু নিধন করা অপেক্ষা একটি প্রজার প্রাণরক্ষা আমার অধিক

[illegible]ত।

[illegible] রাজ্যের কল্যাণ-

৪। রোমক রাজ্যের অধিপ[illegible]

[illegible]কর কোন কর্ম্ম করেন নাই, ইহা রজনীতে স্মরণ হওয়াতে তিনি

[illegible] করিয়া কহিলেন, মিত্রগণ! আমি একটি দিন

বশতঃ জরা তাঁহাকে পরাভূ[illegible]

নাতিখর্ব্ব, নাতিস্থূলকায় ছিলেন। [illegible] ফ্রেডের তুল্য জ্ঞানবান্ দয়াবান্

বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত। দেখিলে [illegible] বিবেচনা

ও দয়ালুতাতে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীতি [illegible] সময়কে বহুমূল্য সম্পত্তি [illegible]

ক্ষেপণ করিতেন না অহোরাত্রকে

ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া এক, এক প্রকার কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ এক এক ভাগ নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শরীরে প্রবল রোগ সত্ত্বেও আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম বিষয়ে, বিংশতি দণ্ডের অধিক ক্ষেপণ করিতেন না। অবশিষ্ট চল্লিশ দণ্ডের মধ্যে রাজকার্য্যে বিংশতি দণ্ড এবং লিখন, পঠন ও ঈশ্বরোপাসনায় বিংশতি দণ্ড ক্ষেপণ করিতেন। তিনি সময়কে সামান্য বস্তু জ্ঞান করিতেন না; প্রত্যুত, এইরূপ বিবেচনা করিতেন, পরমেশ্বর আমার হস্তে ঐ অমূল্য সম্পত্তি সমর্পণ করিয়াছেন; অতএব তদর্থে আমাকে তাঁহার নিকট দায়ী হইতে হইবে।

৬। লাইকর্গস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী স্পার্টা নগরের ব্যবস্থাপক ছিলেন। তথাকার এক দুর্ব্বিনীত যুবা রাজ-বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার এক চক্ষু উৎপাটন করাতে, নগরবাসীরা তাহাকে ধরিয়া, লাইকর্গসের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিল, আপনি ইহাকে স্বেচ্ছানুরূপ শাস্তি প্রদান করুন। লাইকর্গস্ তাহাকে শাস্তি প্রদান না করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সুশিক্ষিত ও সুবিনীত করিয়া, নগর-বাসীদিগের নিকট উপস্থিত করিয়া কহিলেন, যখন আমি তোমাদের নিকট এই ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তখন ইনি উগ্রস্বভাব ও পরদ্রোহী ছিলেন, এখন ইহাকে শান্ত ও সুজন করিয়া প্রত্যর্পণ করিতেছি। তাহারা লাইকর্গসের এতাদৃশ অসামান্য সৌজন্য-দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

৭। গ্রীস দেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী মোগারানগরে ষ্টিল্পো নামে এক পণ্ডিত বাস করিতেন। যে সময়ে ডেমিট্রিয়স উল্লিখিত নগর অধিকার করিয়া তদীয় ধন দ্রব্যাদি অপহরণ করেন, তখন ঐ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নগরলুণ্ঠন করাতে তোমার কি কিছু অপচয় হইয়াছে? পণ্ডিত উত্তর করিলেন, কিছুমাত্র হয় নাই। সংগ্রাম আমাদের ধর্ম্মও হরণ করিতে পারে না, এবং বিদ্যা ও বাক্‌পটুতাও নষ্ট করিতে পারে

না, আমার সম্পত্তি নির্ব্বিঘ্নে আছে, কারণ উহা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে নিহীত রহিয়াছে।

৮। কোনও নৃপতি কন্যা-শোকে সাতিশয় কাতর হওয়াতে, এক পণ্ডিত তাঁহাকে কহিলেন, কখন কোন শোকের বার্ত্তা জানে না, এই প্রকার ৩ তিনটি লোক যদি নিরূপণ করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার দুহিতাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিব। নৃপতি অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কুত্রাপি এরূপ লোক না পাইয়া মৌনী হইয়া রহিলেন।

৯। এপিক্টিটস্-নামক গ্রীক্-জাতীয় পণ্ডিত প্রথমে একজন ধনাঢ্য রোমকের দাসত্ব-ক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু দাসত্ব-মোচন হইলে পর, অত্যন্ত প্রাজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথায় ও কার্য্যে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ছিল না। যেরূপ উপদেশ দিতেন নিজে তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন। দাসত্বাবস্থায় তদীয় স্বামী এক দিবস অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে তাঁহার এক জঙ্ঘা ধরিয়া নোয়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার সহিষ্ণুতা শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত উত্তরোত্তর অধিক বল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সে সময় এপিক্টিটস কেবল এই কথাটি কহিয়াছিলেন, ইহাতে আমার জঙ্ঘা ভাঙ্গিয়া যাইবে। বাস্তবিক তদীয় স্বামীর নিষ্ঠুরাচরণে তাঁহার জঙ্ঘা ভগ্ন হইল। তখন নিতান্ত শান্তস্বভাব এপিক্টিটস্ কহিলেন, আমি ত বলেছিলাম, জঙ্ঘা ভাঙ্গিয়া যাইবে। কি আশ্চর্য্য! এতাদৃশ সহিষ্ণুতা ধরণীতলে অতীব

আহারানিয়ম ...

বশতঃ জরা তাঁহাকে পরাভূত... ইজাক্ নিউটন্ আপনার অসামান্য বুদ্ধিবলে নাতিখর্ব্ব, নাতিস্থূলকায় ছিলেন। ... শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত। দেখিয়াছেন ... কের ন্যায় বেলা ভূমি ও দয়ালুতাতে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীতিছ, কিন্তু জ্ঞান-মহার্ণব পুরোভাগে

অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।” সক্রেটিস্-নামক গ্রীসদেশীয় সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, “আমি কেবল এইটি নিশ্চিত জানি যে, কিছুই জানি না।”

১১। সক্রেটিস্ প্রকৃত জ্ঞানী ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি স্বদেশীয় কুরীতি সংশোধন, স্বজাতীয় পণ্ডিতদিগের ভ্রমনিরাকরণ ও বালকগণের সৎশিক্ষাসংসাধন বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পণ্ডিতেরা আপনাদিগের ভ্রান্তি স্বীকার না করিয়া সক্রেটিসের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিল, মিথ্যাপবাদ প্রচার দ্বারা অপরাপর লোকদিগকে তাঁহার বিপক্ষ করিয়া তুলিল, এবং চক্রান্ত করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইল। তাহারা অমূলক অপবাদ দিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করিল। এবং প্রাড়্বিবাকেরাও পক্ষপাত করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করিল। বিচার কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর, তিনি প্রাড়্বিবাকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এক্ষণে আমার প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত, আমি জীবন বিসর্জ্জন করিতে যাই, তোমরা জীবন যাপন করিতে যাও, কিন্তু ইহার মধ্যে কাহার ভাগ্য ভাল, তাহা পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্যে জানে না।

১২। তিনি প্রাণদণ্ড-বিষয়ক অনুমতি প্রাপ্তির পর ৩০ ত্রিশ দিন কারারুদ্ধ ছিলেন। ঐ কয়েক দিবস তদীয় মিত্র ও শিষ্যসমুদায় সতত তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিল। তিনি অবিষণ্ণহৃদয়ে ও অম্লানবদনে তাহাদের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া এবং জীবনান্ত পর্য্যন্ত নানাবিষয়ে উপদেশ দিয়া কালহরণ করিয়াছিলেন; ক্ষণমাত্র বিষণ্ণ ছিলেন না, বরং অন্যকে তাঁহার নিমিত্ত শোকান্বিত দেখিলে, হিতগর্ভ বচনে অনুযোগ করিতেন। নিরপরাধে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড হইল, এই কথা উল্লেখ করিয়া একজন শিষ্য সাতিশয় শোকাকুল হৃদয়ে

বিলাপ করিতেছিল। তাহা শুনিয়া সক্রেটিস্ কহিলেন, তোমার কি বাসনা, আমি সাপরাধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিব?

১৩। সক্রেটিসের মিত্রবর্গ মধ্যস্থ হইয়া তদীয় উদ্ধারের উপায় করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কোন মতেই সম্মত হন নাই। ক্রিটো-নামে তাঁহার এক শিষ্য কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ দিয়া কারাগার হইতে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া দিবার মন্ত্রণা স্থির করিয়াছিলেন, সক্রেটিস্ শুনিয়া কহিলেন, ক্রিটো! আমি এই সর্ব্বজনাধিগত, অপরিবর্ত্তনীয় নিয়তি পরিহারার্থে কোথায় পলায়ন করিব?

সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সুখের তারতম্য।

জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি! বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নয়। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানব-জাতি পশু-জাতি অপেক্ষায় যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞান-জনিত বিশুদ্ধ সুখ ইন্দ্রিয়-জনিত সামান্য সুখ অপেক্ষা তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্ল যামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুচারু-চিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত-ব্যক্তির অজ্ঞানতিমিরাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট সুখে ও নিকৃষ্ট কার্য্যে নিবৃত থাকিয়া নিকৃষ্ট-সুখাধিকারী নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে গণনীয় হয়, সুশিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞান-জনিত ও ধর্ম্মোৎপাদ্য পরিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিয়া আপনাকে ভূলোক অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর ভুবনাধিবাসের উপযুক্ত করিতে থাকেন।

এই উভয়ের মনের অবস্থা ও সুখের তারতম্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, উভয়কে একজাতীয় প্রাণী বলিয়া প্রত্যয় হওয়া সুকঠিন।

অশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ আবালবার্দ্ধক্য প্রায় অধম কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। তাহাকে উদরান্ন আহরণার্থ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরিচালনপূর্ব্বক শারীরিক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হয়; কিন্তু তাহার প্রধান মনোবৃত্তিসমুদায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া অথবা অযথাবিধানে পরিচালিত হইয়া অকর্ম্মণ্য ও দোষান্বিত হইতে থাকে। জীবিকাসংক্রান্ত কার্য্যই তাহার পক্ষে প্রধান কার্য্য, এবং প্রায়ই বর্ত্তমান কাল ও সন্নিহিত বিষয়মাত্র তাহার আলোচনার বিষয়। এরূপ ব্যক্তি স্বদেশ ব্যতিরিক্ত সর্ব্বদেশের সকল বিষয়েই প্রায় অনভিজ্ঞ। হয় ত, অবনিমণ্ডলকেই অসীম বলিয়া বিশ্বাস করে। পৃথিবীর আকৃতি কিপ্রকার ও আয়তন বা কত, তাহার জল-স্থলের ব্যবস্থাই বা কীদৃশ, তাহার অন্তঃপাতী কোন্ দেশের কিরূপ শোভা, কোন্ দেশে কিরূপ লোকের অধিবাস, তাহাদের আচারব্যবহার এবং ধর্ম্ম ও রাজনীতিই বা কিপ্রকার, নদ, হ্রদ, সমুদ্র, সরোবর, দ্বীপ, প্রায়োদ্বীপাদিই বা কিরূপ ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপিত এবং কিরূপ স্বভাবলম্বী কতপ্রকার ভূ-চর, খেচর ও জল-চর-প্রাণীতেই বা পরিপূর্ণ, এ সকল বিষয়ে সে ব্যক্তি বনচারী সিংহ ও শাখারূঢ় বিহঙ্গ অপেক্ষায় অধিক অভিজ্ঞ নয়। মানব-সমাজ কীদৃশ সামাজিক নিয়মে নিয়মিত হইতেছে, পূর্ব্বাবধি পৃথিবীতে সংগ্রামঘটন, ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন, রাজ-বিপ্লব-সংঘটন প্রভৃতি কত মহানর্থকর ঘটনা সংঘটিত হইয়া আসিয়াছে এবং মানব-জাতি বিজ্ঞানের কিরূপ প্রভাব ও শিল্পকার্য্যের কিরূপ উন্নতি সম্পাদন করিয়া উত্তরোত্তর অলক্ষিতপূর্ব্ব অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাহার কিছুই অবগত নয়। স্বকীয় নিবাসভূমি ভূমণ্ডলেরও বিষয়ে যেমন অজ্ঞ, অপরিসীম গগনমণ্ডলেরও বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক। পৃথি-

বীর অপেক্ষায় বহুসহস্র ও বহুলক্ষ গুণ বৃহত্তর যে সমস্ত জ্যোতিষ্মান্ মণ্ডল নভোমণ্ডলে প্রচণ্ডবেগে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের বিষয় কিছুই জ্ঞাত নয়। তৎসমুদায় জানিবার নিমিত্ত তাহার অন্তঃকরণে একবার মাত্রও কৌতূহল-শিখা উদ্দীপ্ত হয় না। দীপশিখা-সদৃশ প্রতীয়মান নক্ষত্রসমুদায় ক্ষুদ্র হউক, আর বৃহৎ হউক, দূরস্থ হউক, আর সমীপস্থ হউক, সে বিষয়ের অনুসন্ধান করা তাহার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। এ সকল বিষয়ে তাহার ভ্রূ-ক্ষেপও নাই। বিশ্বপতির বিশ্ব-রচনা-সংক্রান্ত যে সমস্ত পরম আশ্চর্য্য বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, যে সমস্ত পরম কল্যাণকর প্রাকৃতিক নিয়ম নিদ্ধারিত হইয়াছে এবং যাবতীয় প্রাকৃতিক বিদ্যার যাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, ও কি ভৌতিক, কি শারীরিক, কি মানসিক সৰ্ব্ব-শাস্ত্রসম্বন্ধায় যে সমস্ত অভিনব তত্ত্ব দিন দিন উদ্ভাবিত হইয়া বিশ্ব-বিধাতার যশঃ-সৌরভ বিস্তার করিতেছে, সে সমুদায় সে ব্যক্তির গোচর ও হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক নিয়মের অনুশীলনে যে কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অনুভব হয়, সে জন্মাবচ্ছিন্নে তাহার স্বাদগ্রহণকরণে সমর্থ হয় না। সুশিক্ষিত ব্যক্তি বুদ্ধি-বৃত্তি মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত করিয়া পরম পবিত্র সুখাদ-হৃদয়ে যেরূপ পরমাদ্ভুত পরিশুদ্ধ জ্ঞানারণ্যে বিচরণ করেন, অশিক্ষিত ব্যক্তি স্বপ্নেও একবার তথায় পদার্পণ করিতে পারগ হয় না। * * * *

করুণাময় পরমেশ্বর বিশ্বরাজ্য-পরিপালনার্থ যে সমস্ত মঙ্গলময় নিয়ম সংস্থাপন করিয়া সৰ্ব্বত্র প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, অশিক্ষিত ব্যক্তি সে সমুদয় অবগত নয়। তাহার অজ্ঞানাবৃত অন্তঃকরণ সৰ্ব্বস্থানেই নানা বিভীষিকা কল্পনা করে। ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি অবাস্তবিক পদার্থ তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রে নিরন্তর বিচরণ করে। সেই ব্যক্তি সদাই শঙ্কিত, নিয়তই কুণ্ঠিত, কতপ্রকার কুসংস্কার-পাশেই বদ্ধ হইয়া থাকে। * *

বিশ্বপতির বিশ্বরচনা মধ্যে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি, আশ্চর্য্য কৌশল, অপার মহিমা ও অত্যন্ত করুণার অসঙ্খ্য নিদর্শন দর্শন করিয়া পরমেশ্বর পরায়ণ ব্যক্তির যে আনন্দ রসের সঞ্চার হয় অশিক্ষিত অজ্ঞানাবৃত ব্যক্তির সে রসের স্বাদ-গ্রহে সমর্থ হইবার সম্ভাবনা কি ?

কিন্তু সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ব্যক্তির প্রশস্ত হৃদয় পরম পরিশুদ্ধ বিদ্যা-লোক লাভ করিয়া কি অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত হইয়া থাকে তাঁহার অন্তঃকরণ অকারণে শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইবার নয়, তিনি বিশ্বপতির বিশ্ব-রাজ্যের কৌশল-চক্রের মর্ম্মাবধারণ করিয়া তদীয় কার্য্য-প্রণালী অসংশয়িতচিত্তে সুস্পষ্ট দেখিতে পান। তিনি ভৌতিক, শারীরিক, মানসিক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়মের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া যে কার্য্যের যে কারণ তাহা সুন্দররূপে অবগত হইয়া, অকুণ্ঠিত হৃদয়ে সুখে কালহরণ করেন।* অকারণ উৎকণ্ঠা, অমূলক আশঙ্কা তাঁহার অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে পারে না। প্রসাদরূপ পবিত্র সমীরণ তাঁহার চিত্তে সতত সঞ্চরণ করিতে থাকে।

এতাদৃশ বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসঙ্খ্য-বিষয়ের অসঙ্খ্যভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ। যে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় ও মনো-হর ব্যাপার তাঁহার বোধ-নেত্রের গোচর থাকে, তাহা জানিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি নরলোক-নিবাসী হইয়াও কোন চমৎকারময়, সুচারু স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার অন্তকরণে নিরন্তর যে সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষয় নয়। তিনি আপনার মানস-নেত্রে এককালে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যাবলোকন করিতে পারেন। মহার্ণব পরিবৃত স্থলভাগ, সমুদ্রস্থিত দ্বীপপুঞ্জ, চতুর্দ্দিগ্বাহিনী নদী ও উপনদী, স্থানে স্থানে নীরদধারিণী পর্ব্বত-শ্রেণী, কন্দর ও ভৃগু-দেশ, শৃঙ্গ ও প্রস্রবণ, মহারণ্য ও মরুভূমি, জল-প্রপাত, উষ্ণ-প্রস্রবণ, তুষার-শৈল, তুষার-দ্বীপ, গন্ধক-দ্বীপ, প্রবাল-দ্বীপ

ইত্যাদি ভূতলস্থ সমস্ত পদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতে পারেন তিনি কল্পনাপথ অবলম্বন করিয়া অগ্নিময় আগ্নেয়-গিরির শৃঙ্গদেশে আরোহণ-করিতে পারেন, তৎসংক্রান্ত ভূগর্ভ-বিনির্গত গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিতে পারেন এবং তদীয় শিখর-দেশ হইতে অগ্নিময়ী নদী স্বরূপ ধাতু নিঃস্রব নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ করিতে দৃষ্টি করিতে পারেন; তিনি মানস-পথে পর্য্যটন-পূর্ব্বক হিমগিরি শিখরে উত্থিত হইয়া নতনয়নে নিরীক্ষণ করিতে পারেন, আপনার চরণতলে বিদ্যুল্লতা জ্বলিত হইতেছে, মেঘাবলী ধ্বনিত হইতেছে, জলপ্রপাত ত্বরিত হইতেছে এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন হইয়া অরণ্যসমুদায় উৎপাটন করিতেছে ও সমুদ্রসলিলে করালতম কল্লোল কোলাহল উৎপাদিত করিয়া ত্রাস ও সঙ্কট উপস্থিত করিতেছে। সর্ব্বকালের সমস্ত ঘটনাই তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। তিনি মনে মনে কত রাজ্য ও রাজার সংহার দেখেন, কত বীর ও বিগ্রহের বিষয় বর্ণন করেন এবং কত স্থানের কত প্রকার রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিয়া সুখী থাকেন। যে সময়ে তিনি মিত্রগণের সহবাস ও সদালাপ করেন, তখন দেশ বিশেষের জল, বায়ু, শীত, গ্রীষ্ম, গ্রাম, নগর, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম, শাসন, বিদ্যা, ব্যবসায়, সুখ, সভ্যতা, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ্, ধাতু প্রভৃতি বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। যে সময় তিনি গ্রাম ও গহন ভ্রমণ করেন, তখন বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদির কেবল পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাহাদের মূল, স্কন্ধ, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফলাদির অভ্যন্তরে কীদৃশ কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে ও কতপ্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়াই বা নির্ব্বাহিত হইতেছে, উদ্ভিদের মধ্যে কোন্ কোন্ জাতি কি কারণে কোন শ্রেণীতে বিনিবিষ্ট হইয়াছে, এবং কোন্ জাতি দ্বারা কিরূপ উপকারই বা উৎপন্ন হইতে পারে, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া চমৎকার-

সংবলিত সুখামৃতরসে অভিষিক্ত হন, এবং প্রত্যেক বিষয়ের অনুশীলন করিবার সময়ে করুণাময় পরমেশ্বরের পরমাদ্ভুত কৌশল প্রতীত করিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে মনের সহিত ধন্যবাদ করেন। যে তিমিরাচ্ছন্ন-নিশীথ-সময়ে অজ্ঞ লোকেরা অশেষবিধ বিভীষিকা ভাবনা করিয়া ভীত হইতে থাকে, সে সময়ে তিনি নিভৃত স্থানে অবস্থান-পূর্ব্বক গগনমণ্ডলে নয়নদ্বয় নিয়োজন করিয়া অসীম বিশ্বব্যাপারের অনুশীলনে অনুরক্ত হইতে পারেন। আমরা যে প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডের উপর অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, তাহা গিরি, কানন, পশু, পক্ষী, মেঘ ও বায়ু-সম্বলিত অপরিসীম আকাশমার্গে প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে ইহা চিন্তা করিয়া অন্তঃকরণ বিকসিত করিতে পারেন। তিনি বাসনা-বত্মে চন্দ্র-মণ্ডলে উপনীত হইয়া উচ্চ পর্ব্বত, গভীর গহ্বর, উন্নত শিখর, গিরিচ্ছায়া, বন্ধুর ভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে পারেন। ক্রমশঃ উদ্ধদিকে উত্থিত হইয়া চন্দ্র-চতুষ্টয়-পরিবৃত বৃহস্পতি, বৃহত্তর চন্দ্রাষ্টক ও বিশাল বলয়-ত্রয়-পরিবেষ্টিত শনৈশ্চর, ছয়-চন্দ্রসহকৃত হর্শেল গ্রহ এবং চন্দ্রদ্বয়-সম্বলিত নেপ্‌চ্যুন-নামক অপূর্ব্ব ভুবন দর্শন করিয়া পরম পুলকিতচিত্তে বিচরণ করিতে পারেন। পরে গ্রহমণ্ডলী পরিবেষ্টিত প্রচণ্ড সূর্য্যমণ্ডল পশ্চাৎ-ভাগে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সহস্র সহস্র কোটি কোটি নক্ষত্র-লোক অবলোকন করতঃ, অশৃঙ্খল-বদ্ধ ও অক্লিষ্টপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় অসীম আকাশ-মণ্ডল পর্য্যটন করিতে পারেন। গগনমণ্ডলের যাবতীয় ভাগ দূরবীক্ষণ সহকারে মানবজাতির নেত্রগোচর হইয়াছে; তদূর্দ্ধ সমস্ত নভঃ-প্রদেশ সঙ্খ্যাতিরিক্ত পরমাদ্ভুত জীবলোকে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীত করিতে পারেন, এবং অপার মহিমার্ণব মহেশ্বরের অখণ্ড রাজত্ব সর্ব্বত্র প্রচারিত দেখিয়া ভক্তি-রসাভিষিক্ত পুলকিতহৃদয়ে অর্চ্চনা করিতে পারেন।

তিনি কখনও বা গগন-মণ্ডলস্থ ভূরি সঙ্খ্যা বৃহদাকার পদার্থ-দর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ বাসনায় ধরাতলে অবতীর্ণ হইতে

পারেন, এবং অনুবীক্ষণ প্রদর্শিত অশেষবিধ অতি সূক্ষ্ম বস্তুর অশেষবিধ শোভা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতে পারেন। এইরূপ সৌভাগ্যশালী বিদ্যাবান ব্যক্তি জীবের শরীরে ও বৃক্ষের পল্লবে যেরূপ শোভা, যেরূপ শিল্প ও যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করেন, অণুবীক্ষণের সৃষ্টি না হইলে, তাহা মানবজাতির দৃষ্টি-পথে কদাচ আবির্ভূত হইত না। যে ব্যক্তি উক্ত যন্ত্র-সহকারে সে সমুদায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়া তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করিবার সম্ভাবনা নাই। বিদ্যা-লোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক এক জলবিন্দুতে কোটি কোটি জীবনের অবস্থান ও সঞ্চরণ দেখিয়া পুলকিত হইয়া থাকেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির যে স্থানে কিঞ্চিৎ কলঙ্ক-যুক্ত চিহ্নমাত্র বোধ হয়, তিনি সে স্থানে বৃহৎ অরণ্য দর্শন করেন। ইতর ব্যক্তিরা প্রজাপতির পক্ষ-সমূহে যে সমস্ত ক্ষুদ্র রেণু দৃষ্টি করে, তিনি তাহা বিহঙ্গগণের পক্ষ-সদৃশ, সুরাগ-রঞ্জিত, সুচারু পক্ষসমূহ জানিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া থাকেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি রাজ্যবিশেষের রাজধানী বিশেষ যেরূপ জনাকীর্ণ বোধ করে, তিনি কণা প্রমাণ স্থান তদপেক্ষা অধিকসঙ্খ্য জীবে পরিপূর্ণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন। অশিক্ষিত ব্যক্তি যে স্থান জীবশূন্য অকর্ম্মণ্য বোধ করে, তিনি সে স্থান জ্ঞান ও ক্রীড়া, রাগ ও বাসনা, সুখ ও সন্তোষের আধার বলিয়া প্রতীতি করেন, এবং প্রত্যেক অণু প্রমাণ স্থান পরমেশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় অভাবনীয় কীর্ত্তিতে পরি-পূরিত দেখিয়া ভক্তি সহকৃত পরমানন্দরসে অভিষিক্ত হইতে থাকেন।

যে মহাত্মার অন্তঃকরণ এতাদৃশ অতিমনোহর সুখরাজ্যে বিচরণ করিতে পারে, তাঁহার অনুভূতসুখ অজ্ঞানাবৃত অশিক্ষিত ব্যক্তির সুখাপেক্ষায় অশেষগুণে উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। যদি মার্জ্জিত-বুদ্ধি-পরিচালনে সুখোদয় হয়, যদি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এবং সুন্দর ও মহৎ অশেষবিধ পদার্থ-চিন্তনে সুখসঞ্চার হয়, এবং যদি মহিমার্ণব

পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তির ও অপার মহিমার অসংখ্য নিদর্শন দর্শনে প্রগাঢ় সুখের উদ্ভব হয়, তবে জ্ঞানালোকসম্পন্ন বিশুদ্ধচিত্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তির পরমোৎকৃষ্ট নিরুপম সুখের উপমা দিবার আর স্থল নাই এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

বিনয়ে বাধা।

এ জগতে বিনীত বলিয়া লোকের নিকট প্রশংসিত হইতে কাহার না সাধ হয়? কত কঠোর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা যায় না, যদি একটুকু মাথা নোয়াইলে, অথবা দু'টি মধুর কথা কহিলেই, সেই কীর্ত্তি সঞ্চয় করা যায়, তবে কাহার প্রবৃত্তি না তাহাতে আপনা হইতে উন্মুক্ত হয়? তবে সকলেই বিনয়ে অবনত হয় না কেন? ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য, এবং বোধ হয়, এই আলোচনায় হৃদয়রহস্য এবং দর্শনশাস্ত্রেরও দুই একটা কথা প্রসঙ্গতঃ আলোচিত হইতে পারে।

বিনয় সম্পর্কে বিচার করিতে হইলে, মনুষ্যকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লওয়া সুসঙ্গত। যাহারা মনুষ্যত্বের সমুদয় লক্ষণেই প্রথমশ্রেণীর লোক,—যাহাদিগকে সর্ব্বাংশেই বড় মানুষ অথবা মানব-জাতির অগ্রনায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাঁহাদিগের কথা আগে বলিব। তাঁহাদিগের সমস্ত মনোবৃত্তি সমানবিকাশিত, সমঞ্জসী-ভূত এবং সেই হেতু সর্ব্বপ্রকারে অতি সুন্দর-ভাবাপন্ন। তাঁহাদিগের প্রকৃতির সহিত বিনয়ের কোনরূপ বিরোধ কিংবা বিসংবাদ নাই। তাঁহাদিগের হৃদয় ভক্তিপূর্ণ;—ভক্তির পবিত্র অথচ প্রীতিপদ মাধুরীতে

মধুর। তাঁহারা উন্নত হইয়াও আপনাদিগের উন্নতি সম্বন্ধে অন্ধ কিংবা উদাসীন, এবং অন্যের সমুন্নতিতে অসূয়াশূন্য। সুতরাং, তাঁহারা অন্যদীয় গুণের নিকট অবনত হইতে স্বভাবতঃই অতি প্রগাঢ় আনন্দ অনুভব করেন। তাঁহারা প্রীতিমান্, পরসুখ-প্রিয় এবং দয়ার্দ্রচিত্ত। ইহার এই ফল, যেখানে ভক্তির তুলসী-চন্দন উপহার দেওয়া কঠিন, সেখানেও তাঁহারা প্রীতির প্ররোচনায় দু'টি প্রিয়কথা কহিতে সমর্থ হন; এবং প্রীতিও যাহার কাছে ভয়ে অগ্রসর হইতে চাহে না, তাঁহারা তথাবিধ দুস্পৃশ্য ব্যক্তিকেও, দয়ার দ্রবীভূত উদারভাবে আদর করিয়া থাকেন। তাঁহারাই মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্য, এবং তাঁহারা স্বভাবগুণেই বিনীত। তাঁহাদিগকে প্রায়শঃ কখনও শিক্ষা করিয়া বিনীত হইতে হয় না; অথচ, লোক চরিত্রের নানারূপ বৈচিত্রের সহিত নিজ চরিত্রকে মিলাইবার জন্য, বিনয়বিষয়ে নূতন শিক্ষার প্রয়োজন দেখিলেও তাহাতে তাঁহারা বিরক্তি অনুভব করেন না। যাঁহারা, বিবিধ মহার্হ বিদ্যায় এবং নানারূপ মানসিক ক্ষমতায়, বড় হইয়াও, হৃদয়াংশে অতি নিম্নশ্রেণীর লোক, তাঁহাদিগের পক্ষে বিনীত হওয়া সেইরূপ আবার স্বভাবতঃই অশক্য স্বভাবতঃই অসম্ভব। তাঁহাদিগের বুদ্ধি, সুতীক্ষ্ণ অসির ন্যায়, অতি সমুজ্জ্বল। যাহা কিছু সম্মুখে ফেলাইয়া দেও, সেই বুদ্ধি তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে। হয় ত, তাঁহারা অসাধারণ তার্কিক, অসামান্য বাগ্মী। হয় ত তাঁহারা সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সকল বিষয়েই গুণবান্ ও প্রধান। কিন্তু, যে সকল বস্তু লইয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, তাঁহাদিগের সেইগুলিই নাই। তাঁহারা ভক্তিহীন, প্রীতিহীন এবং কেহ বা দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্পূর্ণরূপেই দয়াদাক্ষিণ্যহীন। তাদৃশ ব্যক্তিরা মনুষ্যসমাজে আর যেরূপেই কেন যশস্বী হউন না, ইহা অবধারিত যে, তাঁহারা কখনও কাহারও কাছে বিনীত হইতে পারিবে না;—যদি বিনয়নম্রতায় কোনরূপ মধু থাকে, তাঁহারা কখনও সে মধুর স্বাদলাভে

অধিকারী হইবেন না। তাঁহাদিগের প্রকৃতিই বিনয় বিরোধিনী—বিষবর্ষিণী,—ছিন্নতার বীণার মত নিত্য-বিসংবাদিনী। তাঁহারা কথা কহিলেই, সে কথা নীরস কিংবা কর্কশ হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগের দৃষ্টি যখন যাহার দিকে নিপতিত হয়, সেই তখন আপনাকে দগ্ধশলাকা দ্বারা বিদ্ধ মনে করে। বিনয় সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, স্বভাবে যাহার অঙ্কুর নাই, শিক্ষায় তাহার বিকাশের আশা কি? বিকাশের সম্ভাবনা কোথায়?

যাহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্যস্থল, তাঁহারা উল্লিখিত উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী লোক। তাঁহারা না বিদুর না দুর্য্যোধন; না লুই, না মিলেংথন। তাঁহাদিগের হৃদয় অতি দুর্ব্বল। উহা ঘটিকাযন্ত্রের দোলকের ন্যায় সতত দোদুল্যমান। তাঁহাদিগের সেই দুর্ব্বলহৃদয়, কখনও ভক্তি কিংবা প্রীতির আকর্ষণে, একটুকু কোমল হইয়া নুইয়া পড়ে, কখনও আবার দম্ভের দিকে গড়াইয়া পড়িয়া একটা বিকট মূর্ত্তি ধারণ করে। আমরা যতদূর চিন্তা করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের এই বোধ জন্মিয়াছে যে, এই মধ্য শ্রেণীস্থ নানা ব্যক্তির মনে বিনয় সম্বন্ধে নানা-রূপ কল্পিত বাধা আছে। সেই বাধাগুলি পায়ে ঠেলিয়া, বাধাগুলির মূলপর্য্যন্ত উঠাইয়া ফেলিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে বিনীত হওয়া যায় কি না, তাহাই এক্ষণে আমরা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করি।

কাহারও মন কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিনয়ের স্বভাব সুন্দর মাধুরীর দিকে কিন্তু তিনি বিনীত হন না;—লজ্জায়। সে লজ্জা অভিমানে স্ফুরিত, অভিমানে জড়িত। লোকের নিকট ছোট হইয়া চলিতে হইলে, তাঁহার আত্মা লজ্জায় একেবারে ম্রিয়মাণ হয়। পাছে লোকে তাঁহাকে শক্তি-হীন, সামর্থহীন, ক্ষমতাশূন্য কিম্বা সমাজের নিম্নশ্রেণিস্থ বিবেচনায় উপেক্ষা করে, এই লজ্জাতেই তিনি সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকেন, এবং যেখানে ঔদ্ধত্যের কিছুমাত্র সার্থকতা নাই, সেখানেও ঔদ্ধত্য দেখাইয়া,

যেখানে দুরক্ষরের কোন প্রয়োজন নাই, সেখানেও তুরক্ষর বলিয়া, কিংবা দাম্ভিক ভাবভঙ্গি ও কঠিনতা প্রদর্শন করিয়া, বৃথা দুর্ব্বিনীত হন। এই শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা পর-চিত্ত-পরিজ্ঞানে নিতান্তই মূর্খ। বিধাতা যাঁহাদিগের অঙ্গে জ্যোৎস্নারাশির ন্যায় রূপরাশি ঢালিয়া দিয়াছেন, রূপের কৃত্রিমছটা দেখাইবার জন্য তাঁহাদিগের যত্ন থাকে না; এবং বিধাতা যাহাদিগকে শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা ও অন্য প্রকারের বৈভব দিয়াছেন, কৃত্রিম অভিমানের আবরণ দিয়া অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতেও তাঁহাদিগের মতি জন্মে না। যাহাদিগের আছে. তাঁহাদিগের আবার প্রদর্শন কি? প্রদর্শন দরিদ্রের জন্য। যাঁহাদিগের অন্তরে মনুষ্যোচিত উচ্চতার অমলজ্যোতিঃ সাগরগর্ভ-নিহিত অমূল্যরত্নের ন্যায়, লোক-চক্ষুর অগোচরে, লুক্কায়িত রহে, বিনয়ে তাঁহাদিগের আবার লজ্জা কি? লজ্জা দীনজনের জন্য। মহাত্মা নিয়ুটনকে মনুষ্যমাত্রেই জ্ঞান-গুরু দেবতা বলিয়া পূজা করে, এবং তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার কথা চিন্তা করিয়া, মানবজাতির গৌরব ও উন্নতির ধ্যানে, আনন্দে পুলকিত হইয়া থাকে। তিনি বুদ্ধিবলে বিশ্বরচনার যথার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; দূরাস্তত গ্রহ ও উপগ্রহগণকে, অতিনিকটস্থ বস্তুর ন্যায়, নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদিগের গতির পথ আঁকিয়া দেখাইয়াছেন; এবং নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলকে আদিকবি জগদীশ্বরের করলেখা জ্ঞানে পাঠ করিয়া, বিজ্ঞানের অতিকঠোর তত্ত্বেও কাব্যের অমৃতস্বাদলাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। এই পর্ব্বতপ্রতিম উচ্চ পুরুষ, জ্ঞানে সাধারণের ঐরূপ অনধিগম্য হইয়াও, বিনয়ে সকলের কাছেই এত অবনত ছিলেন যে, যে তাঁহার সন্নিহিত হইত. সেই তাঁহার শিশুসমুচিত সরল নম্রতায় মোহিত হইত, এবং অতি সামান্য লোকও, তাঁহাকে আপনাদিগের সমান-শ্রেণিস্থ মনে করিয়া নির্ভয়ে এবং নিঃসঙ্কোচপ্রাণে তাঁহার সহিত আলাপ করিত।

বিনয়ের আর এক বাধা ভয়। অনেকের বিনয়ী হইতে লজ্জা নাই। তাঁহারা জানেন যে, গরিমা আর বিনয়, কাঞ্চনময়ী প্রতিমার কান্তি ও দৃঢ়তার ন্যায়, অনায়াসে ও অতিসুখে একত্র অবস্থান করিতে পারে। তথাপি তাঁহারা বিনীত হন না,—ভয়ে; ভয় এই, পাছে বিনয়ের দিকে নাবিতে নাবিতে ক্রমে আত্মাবমাননা হয়, এবং অভ্যান্তরীণ সামর্থ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই ভয়ের অর্থ—আপনাতে অবিশ্বাস। মনুষ্যের মন ভ্রান্তির বিপাকে পড়িয়া কতরূপে, বিড়ম্বিত হইতে পারে, এই ভয়, এই অবিশ্বাস, তাহারই এক নিদর্শন। নতুবা, যাহার বুদ্ধি আছে, সে কেন বিনীত হইতে ভীত, এবং বিনয়ে আত্মাবনতির শঙ্কা করিয়া, কুণ্ঠিত হইবে? মানবপ্রকৃতির যে সমস্ত ক্ষমতা পৃথিবীতে 'শক্তি' নামে অভিহিত এবং প্রত্যেক 'শক্তি' বলিয়া পূজিত হইয়াছে, বিনয় ও সৌজন্যশিক্ষায় তাহার ক্ষয় হয়, না বৃদ্ধি হয়? বুদ্ধির স্বাভাবিকী প্রতিভা, মনস্বিতার অপরিহার্য্য গৌরব, আত্মার উচ্চতা, উদার হৃদয়ের মহিমা, এ সকল যদি বিনয়েই কমিবার বস্তু হয়, তবে আর ইহাদের দুর্ব্বহ ভার বহনের প্রয়োজন কি? তোমাতে যদি যথার্থই এ সকল গুণ থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে, লোকের পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিলেও, তুমি মুকুট-মণির শোভা পাইবে, এবং সকলকে আপনার ক্ষমতায় বাধিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে। আর, তোমাতে যদি এ সকল অথবা অন্যান্য সম্মাননীয় গুণের কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চয় জানিও যে, তোমায় লোকের মস্তকে কিম্বা স্বর্ণ সিংহাসনে শীর্ষস্থলে তুলিয়া দিলেও, তোমার স্বাভাবিকী ক্ষুদ্রতা, সমস্ত আচ্ছাদন ভেদ করিয়া, বাহির হইয়া পড়িবে।

যখন রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার সুহৃৎ স্বজন ও বন্ধুবান্ধব দিগের মধ্যে যজ্ঞীয় বিবিধ কার্য্যের ভার পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিন্যস্ত করা হইল; কেহ ভাণ্ডারের ভার লইয়া

দানাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। কেহ ভোজ্যান্ন বিতরণের ভার লইয়া বহুলোকের সুখ-সন্তৃপ্তি সাধনের সুযোগ পাইলেন। কেহ দ্বার-রক্ষা, কেহ পুররক্ষা এবং কেহ বা শান্তিরক্ষার ভার লাভ করিয়া আপনাকে যথোচিতরূপে সম্মানিত মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু যিনি যজ্ঞাবসানে যজ্ঞেশ্বর বলিয়া অর্ঘ্য পাইয়াছিলেন, সেই পুরুষোত্তম কৃষ্ণ আপনা হইতে প্রস্তাব করিয়া, আহুত ব্যক্তিদিগের পাদপ্রক্ষালনের ভারমাত্র গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই বিচিত্র বিনয়-নম্রতা, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তিপরম্পরার সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা করিলে, কাহার চিত্ত না ভয় ও ভক্তির মিশ্রিত ভাবে অবসন্ন হইয়া পড়ে? অদীন-সত্ত্ব ও আলোকসাধারণ খ্রীষ্ট ও তাঁহার শিষ্যদিগের পাদ-প্রক্ষালন করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র-মুগ্ধ শিষ্যেরা, সেই আশ্চর্য্য অনুষ্ঠান দর্শনে, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, যেন কি একভাবে, একবারে জড়সড় হইয়া, অধিকতর তদ্গত-চিত্তে তদীয় আজ্ঞাপালন করিতেন; এবং তাঁহাদিগের পরবর্ত্তীরা, অদ্যাপি তাঁহাকে জগতে অতুল জগন্ময় শক্তির অবতার বলিয়া, আরাধনা করিয়া থাকেন। অপিতু, নীরো রোমবাসীদিগকে তাঁহার প্রতি-মূর্ত্তি পূজা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তাঁহার সমকালবর্ত্তী রোমকেরা তাঁহাকে নরকের কীট বলিয়া ঘৃণা করিত, এবং লোকে এখনও তাঁহার নাম হইলেই, ঐ নামের উপর, অন্ততঃ কল্পনায়ও, পাদুকাঘাত করিতে ভালবাসে। বড় আর ছোট, লৌহ আর চৌম্বক। চৌম্বককে ঊর্দ্ধে রাখ, অধোতে রাখ, উত্তরে রাখ, দক্ষিণে রাখ, লৌহ অবধারিতই উহার আকর্ষণীর অধীন হইবে। কারণ চৌম্বকে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। বড় আর ছোট, বহ্নি আর তৃণস্তূপ;—বহ্নিস্ফুলিঙ্গকে তৃণস্তূপের উপর রাখ, আর নীচে রাখ, তৃণসংযোগে বহ্নি আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিবে। কারণ, বহ্নিতেও চৌম্বকের মত অদৃষ্ট শক্তি আছে। অতএব ইহাতে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে

বড়, বিনয়ের কোনরূপ কার্য্যই তাঁহাদিগকে ছোট করিতে পারে না; এবং যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ছোট,—প্রকৃতির গঠনে খাট, তাহারা দুর্ব্বিনয় ও দাম্ভিকতার কোনরূপ অভিনয়ের দ্বারাই আপনাদিগকে বড় বলিয়া লোকের ভ্রান্তি জন্মাইতে সক্ষম হয় না।

উল্লিখিত ভয়ের ভাব, কতকগুলি লোকের হৃদয়ে, ঠিক ইহার বিপরীতদিকে কার্য্য করিয়া, আর এক প্রকারে বাধার মূর্ত্তিধারণ করে। ইহারা বিনয়কে কোন অংশেও আত্মাবমাননার কারণ মনে করেন না; এবং মনুষ্য বিনয়ের দিকে নাবিতে নাবিতে কোনরূপেও হৃদয়ে কি মনে দুর্ব্বল হইতে পারে, এমন ইহাদিগের ধারণা নহে। ইহাদিগের ভয়ের মুখ্য কারণ এই যে, সামাজিকেরা বিনয়ের ব্যবহারকে সাধারণতঃ কপটব্যবহার বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং, ইহারা যদি হৃদয়ের স্বাভাবিক স্ফূরণে, অতি সবল ভাবেও, বাহিরে বিনয়নম্রতা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে, ইহারাও সম্ভবতঃ কৃত্রিম বিনয়ী ও কপট লোক বলিয়াই উপেক্ষিত হইতে পারেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, এইরূপ ভয় ভ্রম অমূলক নহে, ইহা যথার্থ। ছলগ্রাহী মনুষ্য মনুষ্যচরিত্রের বিনয়শীলতায় যেমন অবিশ্বাস করে, মনুষ্য হৃদয়ের ভক্তি, প্রীতি, দয়া ও সরলতায়ও তেমনই অবিশ্বাস দেখাইয়া থাকে। কিন্তু, তাই বলিয়া কি প্রকৃত হৃদয়বান ব্যক্তিরা ভক্তি ও প্রীতি প্রভৃতি পূজার্হ ভাবকুসুমগুলিকে পদতলে দলন করিতে সাহস পাইয়াছেন? লোকে অবিশ্বাস করিবে বলিয়া কি প্রকৃত দয়াশীল ব্যক্তির দয়ার উপযুক্ত পাত্রকে দয়া করিতে, অথবা দয়ার উচ্ছ্বাসে নয়নের জল উপহার দিতে, বিরত হইবেন? বিনয়ের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। মনুষ্য হয় তোমাকে বিশ্বাস করিবে, না হয় তোমাকে অবিশ্বাস করিবে। যে অন্যকে বিশ্বাস করিতে পারে না, সে অবশ্য অবিশ্বাসীর ক্রূর চক্ষেই তোমার সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবে। কিন্তু, পাছে মনুষ্য অবিশ্বাস

করে, তুমি এই ভয়ে, আপনার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য এবং ব্যবহারের সৌষ্ঠব বিনাশ করিয়া, লঘুচিত্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় দুর্ব্বিনীত হইবে? বিনয়ে যদি প্রকৃত কোন সৌন্দর্য্য থাকে, সেই সৌন্দর্য্যের উপাসনা কর ; সত্যনিষ্ঠা ও সারল্যের সহিত বিনীত হও। লোকে তাদৃশ বিনীত ভাবের ভাল কি মন্দ কিরূপ ব্যাখ্যা করিবে, তাহা চিন্তা করিয়া বিচলিত কিংবা কর্ত্তব্যবিমূঢ় হওয়া কাপুরুষতার পরিচয় মাত্র।

বিনয়ের তৃতীয় বাধা স্বার্থচিন্তা। মনে অভিমান-জনিত লজ্জা নাই, অথবা অন্য কোনরূপ অহেতুক ভয়ও নাই, অথচ এই বিশ্বাস অতি প্রবল যে, বিনয়ের একান্ত অধীন হইলে স্বার্থ-রক্ষা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। যাহারা বিনয় ও স্বার্থরক্ষার উপযোগী কর্ম্মপরতার ভাবকে পরস্পরবিরোধী বলিয়া অবধারণ করেন, তাহারা কখনও কখনও গৌরব করিয়া এইরূপও বলিয়া থাকেন যে, যখন বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর আঘাত না করিলে, কোথাও কোন কঠিন কার্য্যের উদ্ধার হয় না, তখন বৃথা আর লোকের কাছে বিনয়ের মধুধারাসেচনে কি পুণ্যলাভ হইতে পারে? বিনয়ের পক্ষে এই প্রতিবন্ধককেও আমরা উপযুক্ত প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বীকার করি না। লৌকিক কার্য্যভূমিতে বজ্রের ন্যায় আঘাত করা যে সময়ে সময়ে অনিবার্য্য হইয়া উঠে, তাহা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাহারা মানব-জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বজ্রসার পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন, এবং যাহারা গুরুতর কর্ত্তব্য কিম্বা অভিঘটিত গুরুতর প্রয়োজনের অনুরোধে বিপক্ষের মস্তকে সময়বিশেষে শতবজ্রের সম্মিলিত-শক্তিতে আপতিত হইয়াছেন, তাহারা কেহই কি বিনয়হীন ছিলেন? অথবা বিনয়ের আভরণে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়া তাহারা কেহই কি কখনও ন্যায্য স্বার্থ ও উপযুক্ত সম্মানরক্ষায় উপেক্ষা কিম্বা অক্ষমতা দেখাইয়াছেন? যিনি রোমসাম্রাজ্যের সংস্থাপিতা বলিয়া পৃথিবীতে কীর্ত্তিলাভ

করিয়াছেন, এবং কাব্য-সাহিত্যের উৎসাহ দান ও পুষ্টিবর্দ্ধন হেতু পুরাতন ইয়ুরোপের বিক্রমাদিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, রোমের কোন্ পুরুষ সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ অগষ্টস্ সীজরের সহিত বিনয়নম্রতায় উপমিত হইতে পারে? অথবা রোমের কোন্ বীর শক্রশাসন, শক্রঘাতন এবং আঘাতের বজ্রনিভ কঠিনতায়, তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া সম্মান পাইবার যোগ্য? আগষ্টস্ সীজর, রাজ্যের দৃঢ়তা-রক্ষার জন্য, অতি কঠোর কার্য্যও বিনয়ের কৌশলে সম্পাদন করিতেই প্রয়াস পাইতেন এবং তদানীন্তন সভ্যজগতের সর্ব্বাধিকারী প্রভু হইয়াও, আশ্রিত ও আশ্রয়প্রার্থী প্রভৃতি সকলের কাছেই সতত বিনীত রহিতেন। তিনি কখনও সম্রাটের বেশভূষা গ্রহণ করিতেন না, এবং রাজকীয় সভ্যসমিতিতে উপস্থিত হইবার সময়েও একটি সৈনিক কিংবা সেবককে সঙ্গে লইয়া যাইতেন না। কিন্তু, তাঁহার ধীর গভীর, বিনীত ব্যবহারের এমনই এক বিচিত্র শক্তি ছিল যে, তিনি যতই বেশী নত হইয়া চলিতেন, লোকে সততই তাঁহার অনুগত হইত, এবং তিনি যাহাদিগকে প্রিয়বয়স্যজ্ঞানে প্রণয়ের সুখ-মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেন, তাহারাও তাঁহার কাছে প্রীতি ও ভক্তিতে সতত বদ্ধাঞ্জলী রহিয়া, তাঁহার স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাণপণে কার্য্য করিত।

বীরচূড়ামণি বোনাপার্টি, তাঁহার সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও বীরপুরুষদিগের নিকট, বজ্রপুরুষ বলিয়াই অভিহিত হইতেন, এবং সকলেই তাঁহাকে বজ্রের মত ভয়ঙ্কর মনে করিত। কিন্তু, যাঁহারা এই জগতে, যশ ও মানের জন্য বড় বড় রাজ্য ও সাম্রাজ্য লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিয়াছেন,—যাঁহাদিগের দৃষ্টিমাত্রনিক্ষেপে একটা দেশে হয় আনন্দের কল-কোলাহল, না হয় রোদনের বিকলধ্বনি উঠিয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে কে বোনাপার্টির মত বিনয়নম্র ছিলেন? বোনাপার্টির প্রশান্ত-

গাম্ভীর্য্য ও সুস্থিরভাবকে লোকে বজ্রপাতের প্রাক্‌কালীন সুন্দর সুখ-দর্শন ও প্রশান্ত মেঘমালার সহিত তুলনা করিত;—এবং তাঁহার অধরপ্রান্তে হাসির রেখা দৃষ্ট হইলেই বিরুদ্ধচারী বিদ্বেষীদিগের মনে বজ্রসঙ্গিনী বিদ্যুতের রেখা প্রতিভাত হইত। কিন্তু, যাহারা অহো-রাত্র তাঁহার সঙ্গে একত্র অবস্থান করিয়া তাঁহাকে একখানি কাব্যের ন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছিল, তাহারা প্রকৃতই তাঁহাকে কুসুমের মত কোমল এবং নিরতিশয় বিনীত প্রকৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিত। কবিবর ভবভূতি লোকোত্তর-পুরুষদিগের চরিত-রহস্য চিন্তা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাদিগের হৃদয় বজ্র হইতেও কঠোর, এবং কুসুম হইতেও কোমল। এই কথাগুলি বোনাপার্টির বিস্ময়াবহ জীবনচরিতে অক্ষরে অক্ষরে প্রযুজ্য। সমরনায়ক সেনাপতিরা, যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রার সময়ে, আপনা-দিগের সম্পদ ও বৈভবের কতই ঘটা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বোনা-পার্টির এ সকল কিছুই ছিল না। তিনি ঐরূপ সময়ে প্রায়শঃই সামান্য সৈনিকের বেশে সৈনিকদিগের সঙ্গে পাদচারে পথপর্য্যটন করিতেন,—তাহারা যাহা খাইতে পাইত, তাহাই খাইয়া পরিতৃপ্ত রহিতেন, এবং সময়বিশেষে তাহাদিগের মত শ্যামল দূর্ব্বাদলে শয়ন করিয়াই নিদ্রার সুখশীতল শান্তিলাভে চরিতার্থ হইতেন। ফলতঃ, তাঁহার অসংখ্য পরিচরেরা যে উন্মত্তের মত তাঁহার উপাসনা করিত, তদীয় বিনয়নম্রতাই, অন্য দশপ্রকার কারণের মধ্যে, তাহার এক প্রধান কারণ। তাঁহার এই রীতি ছিল, তিনি যুদ্ধের পূর্ব্বে, সন্ধিসূত্রে শান্তিস্থাপনের জন্য, শত্রুর নিকট পুনঃপুনঃ অতি কাতরকণ্ঠে পত্র লিখিতেন, এবং যুদ্ধ যদি একান্তই অপরিহার্য্য হইয়া উঠিত, তাহা হইলে, সমরাবসান বিজয়-বৈজয়ন্তী দোলাইয়া, তৎক্ষণাৎ শত্রুপক্ষের নিকট পুনরায় সন্ধি-সংস্থাপনের জন্য প্রার্থী হইতেন। তিনি পুনঃ পুনঃ জয়লাভের পরেও বিরুদ্ধচারী রাজাদিগের নিকট স্বহস্তে যে সকল বিনয়পূর্ণ কাতরোক্তি

লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, অন্য কোন সাধারণ লোক কথনও তদনুরূপ বিনয় দেখাইতে সাহস পায় না। বোনাপার্টি এইরূপ বিনীত ছিলেন বলিয়া স্বার্থসংরক্ষণবিষয়ে কেহই কি তাঁহাকে শুকদেব অথবা শঙ্করাচার্য্যের মত উদাসীন মনে করিয়াছে?

পুরুষসিংহ প্রথম রিচার্ড সামাজিকদিগের সহিত কথোপকথন ও ব্যবহারে যার-পর-নাই বিনয়াবনত থাকিতেন। তিনি আপনার অমিত পরাক্রমকে এমনই এক দুর্ভেদ্য বর্ম্ম বলিয়া জানিতেন যে, স্বকীয় দৃঢ় দুই ভুজ এবং প্রশস্ত ললাট ভিন্ন রাজপরিচ্ছদের কিছুই আর আবশ্যক জ্ঞান করিতেন না কিন্তু, ইহাতেই তাঁহার সিংহের প্রতাপ সর্ব্বত্র অনুভূত হইত, এবং সকলে আপনা হইতে আসিয়া তাঁহার চরণোপান্তে গড়াইয়া পড়িত। অতি দুর্দ্ধর্ষ অভিমানীরাও তাঁহার বিনয়াবৃত ও প্রীতিকর অভিমানের নিকট পরাভব স্বীকার করিত। এদিকে, তাঁহার কনিষ্ঠ ক্ষুদ্রকর্মিত জন, মানের কাল্পনিক অনুরোধে দুর্ব্বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও, লোকের নিকট অনন্তপ্রকার নিগৃহীত ও অপমানিত হইত। যে মাধুরী, তদীয় অগ্রজের অনবদ্য পৌরুষদেহে, গুণমুগ্ধা কামিনীর ন্যায়, যেন একবারে নিলীন থাকিত, জন মণিমুক্তার রমণীয় মালা পরিয়াও তাহার ছায়ালাভে বঞ্চিত রহিত।

পুরাকালে, ইয়ুরোপের তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান সম্রাট তেজঃপুঞ্জ সার্‌লিমেন, একদা পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে, রাজপথে পাদচারে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। একটি দীনমূর্ত্তি ভদ্রসন্তান, সেই সময়ে, দূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া, তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। সার্‌লিমেন প্রত্যভিবাদনে তাঁহাকে তাহা হইতেও অধিকতর অবনতি এবং সাদর অনুগ্রহের ভাব দেখাইলেন। পারিষদদিগের মধ্যে একজন, এই আচরণের অর্থগ্রহণ করিতে না পারিয়া, একটুকু হাসিতেছিলেন। সম্রাট্ হাসির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া, একটুকু

ব্যথিত হইলেন এবং সম্মুখস্থ সকলকেই স্মিতমুখে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন যে, যাঁহারা বিধাতার কৃপায় অবনীতে অতি উচ্চস্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহারা যদি, নিজ নিজ স্বভাবের বিকৃতি কিংবা বিড়ম্বনায়, বিনয়-নম্রতার বিবিধ অনুষ্ঠানে একান্ত নীচাশয় কিংবা নিম্নস্থানীয় হন, তাহা হইলে কে তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবপোষণ করিতে সমর্থ হয়? কে তাঁহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া নিবৃত্ত রহিতে পারে?

বিনয়ে যাঁহাদিগের লজ্জা হয়, ভয় অথবা সাহসের অভাব হয়, বুদ্ধি থাকিলে তাঁহারা এই স্বনাম-ধন্য সম্রাটের নিকট শিক্ষা লইবেন। আর, যাঁহাদিগের আস্থা, ভক্তি ও প্রীতি প্রভৃতি উচ্চতর মনোবৃত্তির অস্বাভাবিক অবনতি হেতু বিনয়ের সুখ সৌন্দর্য্যে বিরক্ত,—বিনয়ের দিকে আকৃষ্ট হইতে অসম্মত, ভরসা করি তাঁহারাও পৃথিবীর সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মবীরদিগের জীবনবৃত্ত সমালোচনা করিয়া, বিনয়ের সহিত কর্ম্মফলা নীতি ও উন্নতির কিরূপ গূঢ় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা বুদ্ধিস্থ করিতে যত্নপর হইবেন।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

খুল্লনার চণ্ডিকা-দর্শন।

প্রচণ্ড তপনে রামার গায়ে ঘর্ম্মজল।
পল্লব-শয্যায় রামা শোয় তরুতল॥
নিদ্রায় আকুল রামা হয় অচেতন।
কোমল পল্লব লোভে ধায় ছেলিগণ॥
আকাশ-গমনে মাতা যান মহেশ্বরী।
জয়া বিজয়া পদ্মা সঙ্গে সহচরী॥
অধোমুখ হৈতে তারে দেখিলা পার্ব্বতী।
বলেন তরুর তলে কাহার যুবতী॥
পরম রূপসী কন্যা দেব অবতার।
পরিতে নাহিক বস্ত্র নাহি অলঙ্কার॥
পদ্মাবতী বলে মাতা শুন নারায়ণী।
রত্নমালা এই কন্যা ইন্দ্রের নাচনী॥
তাল ভঙ্গ ছলা করি আনিলে অবনী।
এবে অবধান নাহি করহ ভবানি॥
সতিনের হাতে রামা পড়িল সঙ্কটে।
কাননে ছাগল রাখে তোমার কপটে॥
এমন শুনিয়া মাতা পদ্মার ভারতী।
খুল্লনার শিয়রে আসি বসিলা পার্ব্বতী॥
কপটে ধরিল তার মায়ের মুরতী।
কান্দিয়া কান্দিয়া কিছু বলে ভগবতী॥

কত দুঃখ আছে ঝিয়ে তোমার কপালে
সর্ব্বশী ছাগল তোর খাইল শৃগালে ॥
তোর দুঃখ দেখিয়া পাঁজরে মোর ঘুণ।
আজি লহনা তোকে করিবেক খুন ॥
এমন স্বপন দিয়া দেবী মহেশ্বরী।
অষ্টরথে নিরমিল অষ্ট বিদ্যাধরী ॥
বিদ্যাধরীগণ ব্রত করে সরোবরে।
ছেলি লুকাইয়া মাতা রহিলা অন্তরে ॥
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিলেন খুল্লনা সুন্দরী।
ধরণী লোটায়া কান্দে জননী সোঙরি ॥

মাতৃস্মরণে খুল্লনার আক্ষেপ।

নিদয়া নিষ্ঠুর হৈয়া অভাগীরে ছাড়িয়া
ঘর গেলা না দিয়া বোলান।
খাইয়া আমার মাথা না শুনিলে দুখ-কথা
তোর কোলে যাউক পরাণ ॥
দুঃখ পায়া দশমাস দিলে মোরে গর্ভ বাস
কোলে কাখে করিলে পালন।
নিরপেক্ষে এক দণ্ডে ফেলিলে অনল কুণ্ডে
মা হৈয়া ছেলে অভাজন ॥
না শুনিলে এই কথা যে ঘরে লহনা সতা
একচারি ভুখিল বাঘিনী।
বিচারে হইয়া অন্ধ পদ গলে দিয়া বন্ধ
ভেট দিলে খুল্লনা হরিণী ॥

জলে ঝাঁপ দিই যদি শুকায় অগাধ নদী
অভাগীরে বাঘে নাহি খায়।
ভুজঙ্গ করিনু কোলে সেহ নাহি মুখ মেলে
নিদারুণ প্রাণ নাহি যায়॥
এখনি শিয়রে ছিলা না বলিয়া কোথা গেলা
তুয়া পায় হতাম বিদায়।
সর্ব্বশী মরিল যদি প্রাণ মোর নিল বিধি
জল দানে হইবে সহায়॥
উঠিয়া পর্ব্বত পাড়ে নিহালয়ে ঝোপ ঝাড়ে
দরী গিরি শিখর কানন।
এক ঠাঁই হৈল ছাগ সর্ব্বশীর নাহি লাগ
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কন॥

অচেতন হৈয়া কান্দে হারয়া সর্ব্বশী।
নয়নের জলেতে মলিন মুখশশী॥
উভরায় কান্দে রামা শিরে দিয়া হাত।
বলে রামা কোন খানে গেলা প্রাণনাথ॥
একে একে ভ্রমে রামা সকল কানন।
সর্ব্বশীর সনে নাহি কভু দরশন॥
উছটে ছিঁড়িল মাংস রক্ত পড়ে ধারে।
সর্ব্বশী বলিয়া রামা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
কত দূরে সরোবরে শুনি হুলাহুলি।
খুল্লনা বলেন কেবা ছাগ দিছে বলি॥

ঘন শ্বাস মুখে রামা গেল সরোবরে।
কহিল ছেলির কথা যোড় করি করে॥
ইন্দ্রের কুমারী বলে নাহি দেখি ছাগী।
পরিচয় দেও কন্যা কেন দুঃখভাগী॥
উর্ব্বশী সমান রূপ জাতিতে পদ্মিনী।
কিসের কারণে বনে ভ্রমে একাকিনী॥
যদি সত্য বল তবে খণ্ডাব সন্তাপ।
মিথ্যা যদি বল তবে দিব অভিশাপ॥
এ বোল শুনিয়া রামা দেয় পরিচয়।
অম্বিকা মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে কয়॥

খুল্লনার পরিচয়।

কহিব কি আর কুশল বিচার
কহিতে বিদরে বুক।
স্বামী দেশান্তর সতা স্বতন্তর
নিত্য মোরে দেয় দুখ॥
গন্ধবেণে জাতি পিতা লক্ষপতি
স্বামী সাধু ধনপতি।
আনিতে পিঞ্জর গৌড়ের নগর
গেলেন রাজ-আরতি॥
কাম-সম বরে দেখি বড় ঘরে
বিবাহ দিল বাপ মায়।
সতিনী দুর বার যেন ক্ষুর-ধার
আমারে ছেলি রাখায়॥

করিয়া প্রহার অঙ্গ অলঙ্কার
সতিনী লইল বলে।
পাট-শাড়ী লৈয়া মোরে দিল খুয়া
নিয়োজিত কৈল ছাগলে॥
কুবের-সমান স্বামী ধনবান্
উজানীতে সবে জানে।
পরিতে বসন না মিলে ওদন
ছেলি লৈয়া ভ্রমি বনে॥
লহনার ভয়ে উচিত না কয়ে
যে আছে পাড়া-পড়শী।
কহিতে উচিত করে বিপরীত
লহনা পাপ-রাক্ষসী॥
মোর পিতা মাতা না গণিল সতা
লহনা কাল-সাপিনী।
এক সঙ্গে খেলা রাহু শশিকলা
বাঘিনী সঙ্গে হরিণী॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা বশে নিদ্রার আবেশে
শুইলাম তরুতলে।
হারাইলাম ছাগ পাপিনী অভাগী
চাহি ভ্রমি তরুতলে॥
হইয়া আকুল নাহি বান্ধি চুল
না পাই বনে ছাগলে।
যদি ছাগ পাই সুখে ঘর যাই
নতুবা মরিব জলে॥

নিরবধি ফিরি ঝোপ দরী গিরি
সাপে বাঘে নাহি খায়।
বঞ্চেল গোঁসাই হেন জন নাই
সতিনে কেহ বুঝায়॥
উদর দহন পোড়ে যেন বন
তৈল বিনে ঘুরে মাথা।
কি বিধি নিঠুর লবণ কর্পূর
কারে কব দুখ-কথা॥
আপনি লহনা করয়ে গণনা
সন্ধ্যাকালে যত ছোল।
সর্ব্বশী হারায়া বনে ফিরি চায়া
শুনি আসি হুলাহুলি॥
লহনার ভয় প্রাণ স্থির নয়
কেমনে ক'র উপায়
হইয়া সদয় দেহ পরিচয়
শ্রীকবিকঙ্কণ গায়

দেবকন্যাগণের পরিচয়।

আমরা ইন্দ্রের সুতা সকল ভগিনী।
করিতে চণ্ডীর ব্রত এসেছি অবনী॥
পূজার উচিত স্থান ভারতের ভূমি।
বিপদ নাশিবে যদি ব্রত কর তুমি॥
পূজিবে মঙ্গলা প্রতি মঙ্গল বাসর।
বিপদ-সাগরে চণ্ডী হইবে কাণ্ডার॥

দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মী ছাড়ে সুরপতি।
পুনরপি শ্রী পাইল করি দেবীস্তুতি ॥
সুরলোকে সুস্থির করিল সুররায়।
প্রথমে সম্মান পাইল ইন্দ্রের সভায় ॥
এই ব্রত কৈলে তব আসিবেন পতি।
পতির প্রেম-বিধানে হবে পুত্রবতী ॥
লহনা মানিবে তোমা প্রাণের সমান।
হারান ছাগল পাবে ইথে নাহি আন ॥
সবে মিলি দিল তার পূজা আয়োজন।
পরিবারে দিল তারে উত্তম বসন ॥
খুল্লনা করয়ে ব্রত দেবকন্যা সনে।
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে ॥

খুল্লানার চণ্ডীপূজা।

গোময়ে লেপিয়া সদ্ম লিখে অষ্টদল পদ্ম
করিল সুগন্ধি চন্দনে।
মধ্যে হেমঝারী খুল্লনা সুন্দরী
রাখয়ে অভয়া পূজনে ॥
খুল্লনা পূজে চণ্ডী শোক-দুখ-খণ্ডী
মিলিয়ে ইন্দ্রের নন্দিনী।
কুমারীগণ মিলি দেয় হুলা-হুলি
সঘনে করে শঙ্খধ্বনি ॥

কুমারী করি বিধি খুল্লনা ভূতশুদ্ধি
কৈল আগম-বিধানে।
আসনজলশুদ্ধি করিল যথাবিধি
মাতৃকা কৈল আবাহনে॥
প্রথমে লম্বোদর পূজিল দিবাকর
রথাঙ্গপাণি উমাপতি।
ময়ূরবাহন পূজিল ষড়ানন
পূজিল লক্ষ্মী সরস্বতী॥
তণ্ডুল অষ্ট দূর্ব্বা জাহ্নবী-জল গভা
কাঞ্চনে বিরচিত ঝারী।
অঞ্জলি সরসিজে চণ্ডিকা রামা পূজে
নাচে গায় বিদ্যাধরী॥
খুল্লনার পুষ্পপাণি উরিলা নব্রাহ্মণী
অভয়া বর-দায়িনী।
শ্রীকবিকঙ্কণ পাচালি বিরচন
বদনে নাচে যার বাণী॥

চণ্ডীকার বরদান।

ব্রাহ্মণী বলেন কেন পূজ মহামায়া।
এই ত অরণ্যে দেবী বড়ই নিদয়া॥
না নিন্দ ব্রাহ্মণী তুমি না নিন্দ অভয়া।
যদি মোর কর্ম্ম ফলে হয় তাঁর দয়া॥
কি তোরে করিবে দয়া অভয়া পার্ব্বতী।
দ্বাদশ বৎসরাবধি করিনু ভকতি॥

খুল্লনা বলেন বিধি এথাও লাগিল।
অভাগীর কপালে কিবা লিখন আছিল॥
ভবানী বলিয়া রামা কান্দিতে লাগিল।
আচম্বিতে ব্রাহ্মণী সে চতুর্ভুজা হৈল॥
মাগ ঝিয়ে খুল্লনা মাঙ্গিয়া লহ বর।
কামনা করিব পূর্ণ কানন-ভিতর॥
অষ্টতণ্ডুল দূর্ব্বা নিত্য নিরমিয়া।
পূজিও মঙ্গল বারে জয় জয় দিয়া॥
মঙ্গলবারে পূজিব মা কোন দেবতাকে।
তোমারে চিনিতে নারি তুমি বটহ কে॥
আমা নাহি চিন তুমি সাধুর সাধুয়ানী।
আমি মঙ্গল-চণ্ডী দুর্গতি নাশিনী॥
কি বর মাগিব মাতা তুমি অনুকূলা।
দুই সন্ধ্যা পাই যেন হারাইলে ছেলি॥
হাসিতে লাগিল মাতা সেবক বৎসল।
দানা হাকারিয়া যত আনিল ছাগল॥
ছাগল দেখিয়া রামা চিত্তে উতরোল।
সর্ব্বশী দেখিয়া সঘনে দেই কোল॥
জন্মে জন্মে ছেলি তুমি হও নিয়োজন।
তোমা হৈতে দেখিলাম চণ্ডীর চরণ॥
শুন ঝিয়ে খুল্লনা মাঙ্গিয়া লহ বর।
যেই বর চাহ দিব অরণ্য ভিতর॥
যদি বর দিবে মাতা সেবক-বৎসলে।
অনুক্ষণ রহে মতি তব পদতলে॥

মরীচি বিরিঞ্চি যারে না পায়ে ধেয়ানে।
হেন বর খুল্লনা মাঙ্গিলা লয় বরে॥
খুল্লনার শিরে চণ্ডী অরোপিল পাণি।
অভিপ্রায় পুত্রবর দিল নারায়ণী॥
দিল বর তারে চণ্ডী যত কৈল আশা।
ইন্দ্র কন্যা সঙ্গে রামা গোঙাইল নিশা॥
অষ্ট বিদ্যাধরী গৌরী চাপিলেন রথে।
কনকের ঝারি দিয়া খুল্লনার হাথে॥
জল দিয়া খুল্লনা চণ্ডিকা পুজে বনে।
বিদ্যাধরীগণ যান আকাশ বিমানে॥

অন্নদামঙ্গল।

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসকে ছলনা।

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা।
বেদে সীমা দিতে নারে॥
কত মায়া কর কত মায়া ধর
হেরি হরিহর হারে।
জিতজরামর হয় সেই নর
তুমি দয়া কর যারে॥
এ ভব-সংসারে যে ভজে তোমারে
যম নাহি পারে তারে।
যদি না ভাবিবে যদি না চাহিবে
ভারত ডাকিবে কারে॥ ধ্রু॥

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানি করে ভাঙ্গা নড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ী॥
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধুলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি॥
ডেঙ্গর উকুন নীকি করে ইলিবিলি।
কোটি কোটি কাণকোটারির কিলিকিলি॥
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থিচর্ম্ম সার॥
শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান॥
ফেলিয়া ঝপড়া নড়ী আগা উচু করে।
জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে॥
ভূমে ঠেকে থুথি হাঁটু কাণ ঢেকে যায়।
কুজভরে পিঠদাঁড়া ভূমেতে লুটায়॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল॥
মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া।
ওরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া॥
তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে॥

বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই।
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই ॥
কাশীতে মরিলে তাহে পাপ ভোগ আছে।
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে ॥
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাধ নাই।
মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাঁই ॥
তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়।
সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয় ॥
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়।
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড় ॥
বুদ্ধি যদি থাকে বুড়া এথা বাস কর।
সদ্য মুক্ত হবি যদি এইখানে মর ॥
ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া।
মরণ টাঁকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া ॥
তোর মনে আমি বুড়া এখনি মরিব।
সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব ॥
উদ্বেগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত।
অম্ল বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছে আঁত ॥
বায়ুতে পাকিয়া চুল হইল শণ নুড়ি।
বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়ি গুড়ি ॥
শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা কৈল কুঁজে।
কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুঝে ॥
কাণ কোটারিতে মোর কাণ হইল কালা।
কেটা মোরে বুড়া বলে এত বড় জ্বালা ॥

এত বলি ছলে দেবী ক্রোধ ভরে যান।
আর বার ব্যাসদেব আরাম্ভিলা ধ্যান॥
জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের।
শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের॥
ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া॥
বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকুল হও।
এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও॥
বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ॥
মনে পড়ে না রে বাছা কি কথা কহিলে।
পুন কহ কি হইবে এখানে মরিলে॥
ব্যাসদেব কন বুড়া বুঝিতে নারিলে।
সদা মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে॥
বুড়ী কন হায় বিধি করিলেক কালা।
কি বল বুঝিতে নারি এত বড় জ্বালা॥
পুনশ্চ চলিলা দেবী ছলে ক্রোধ করি।
ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি॥
ধ্যানের অধীনা দেবী চলিতে নারিলা।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা॥
এইরূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত।
ব্যাসের নিকটে করিলেক যাতায়াত॥
দৈবদোষে ব্যাসদেব উপজিল ক্রোধ।
বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ॥

একে বুড়া আরো কালা চক্ষে নাহি সুঝে।
বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে॥
ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কাণের কুহরে।
গর্দ্দভ হইবে বুড়া এখানে যে মরে॥
বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কাণ।
তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান॥
বুড়ী না দেখিয়া ব্যাস আন্ধার দেখিলা।
হায় বিধি অন্নপূর্ণা আসিয়া ছলিলা॥
নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু।
হায় মে আপনা খেয়ে কি কথা কহিনু॥
বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায়
মৃণালের তন্তুমধ্যে সদা আসে যায়॥
প্রকৃতিপুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল॥
বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তি-যোগে শিবসংজ্ঞা শক্তি-লোপে শব॥
নিজ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব।
তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব॥
শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া॥
ব্যাসবারাণসী হবে ভাবিলাম বসি।
বাক্য-দোষে হইল গর্দ্দভ বারাণসী॥
অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অন্যথা না হয়।
ভবিতব্যাং ভবত্যেব গুণাকর কয়॥

অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা।

কে জানিবে তারা নাম মহিমা গো।
ভীম ভজে নাম ভীমা গো ॥
আগমে নিগমে পুরাণ নিয়মে
শিব দিতে নারে সীমা গো।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষধাম নাম
শিবের সেই যে অণিমা গো ॥
নিলে তারা নাম তরে পরিণাম
নাশে কলির কালিমা গো।
ভারত কাতর কহে নিরন্তর
কি কর কৃপাবিক্রমা গো ॥ ধ্রু ॥
অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে ॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি ॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটান।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফের ফার ॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥

গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিল মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥
পাটনী বলিছে মাগো বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল॥
যার নামে পার করে ভব পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটনী তাহারে করে পার॥
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
পাটুনি বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুম্ভীরে যাবে লয়ে॥

ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥
পাটুনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা তুখান পদ সেঁউতী উপরে॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তাপ সঞ্চরে॥
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোণা দেখিতে দেখিতে॥
সোণার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥
তীরে উত্তরিল তরি তারা উত্তরিলা।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা॥
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি॥
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল॥
হের দেখ সেঁউতীতে থুয়েছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতী মোর হৈল অষ্টাপদ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়॥

তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়॥
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে॥
কত দিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ী কন্দলের ত্রাসে॥
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব॥
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥
বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়া ঘাটে যায়।
পুনর্ব্বার ফিরি চাহে দেখিতে না পায়॥
সাত পাঁচ মনে করে প্রেমেতে পূরিল।
ভবানন্দ মজুন্দারে আসিয়া কহিল॥
তার বাক্যে মজুন্দারে প্রত্যয় না হয়।
সোণার সেঁউতী দেখি করিলা প্রত্যয়॥
আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি।
দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি॥

গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান।
কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান॥
পুলকে পূরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা।
হইল আকাশ-বাণী অন্নদা আইলা॥
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধান থাকিবে॥
আকাশ-বাণীতে দয়া জানি অন্নদার।
দণ্ডবৎ হৈল ভবানন্দ মজুন্দার॥
অন্নপূর্ণা পূজা কৈল কত কব আর।
নানা মতে সুখ বাড়ে কহিতে অপার॥
করুণাকটাক্ষচয় উত্তর উত্তর।
সঙ্ক্ষেপে রচিত হৈল কহিতে বিস্তর॥

উমার শৈশব।

গিরিবর! আর আমি পারি নে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষে নিশি গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥

আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে॥
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি ধর মা এই লও শশী
মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥

* * * *

শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
জগত-জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিত জগন্মাতা
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে॥

মেনকার স্বপ্ন।

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি তোমারি কুমারী তা নয় তা নয়।
স্বপ্নে যা দেখিছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয়
ওহে কার চতুর্মুখ, কার পঞ্চমুখ,
উমা তাদের মস্তকে রয়।
রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাস্যবদনে কথা কয়।
ওকে গরুড়-বাহন কালবরণ,
যোড়-হাতেতে করে বিনয়।

প্রসাদ ভণে মুনিগণে, যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্য, হেন কন্যা পেয়েছ কি পুণ্য উদয়॥

উমা ও মেনকা।

কোন জন বুঝে মায়া বিশ্বমোহিনীর।
জগদম্বা মন্দিরে চলিলেন কর ধরি জননীর॥
নিরখি জননী-মুখ মৃদু মৃদু হাসে।
ধরণীধরেন্দ্র-রাণী প্রেমানন্দে ভাসে॥
তুরিয়া চৈতন্যরূপা বেদের অতীতা।
মা বিদ্যা অবিদ্যা রাণী ভাবে সে দুহিতা॥
অঙ্গনে বৈঠল রাণী ব্রহ্মময়ী কোলে।
আনন্দে আনন্দময়ী হাসি হাসি দোলে॥

নিরখি নিরখি বদন ইন্দু।
পুলকে উথলে প্রেমসিন্ধু॥
ছল ছল ছল নয়ন।
লোল চন্দ্র বদনে চুম্বন॥
মধুর মধুর বিনয়-বাণী।
গদ গদ গদ কহত রাণী॥
কোটি জনম পুণ্য জন্য।
কোলে কমললোচনা॥

মেঘনাদবধ কাব্য।

দ্বিতীয় সর্গ।

অস্ত গেলা দিনমণি ; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী ;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী, কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে ;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হম্বা রবে।
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি,
শর্ব্বরী ; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রাদেবী, ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লাভিলা।

উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেবসভা-মাঝে,
হৈমাসনে ; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা। রাজছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী
আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে

ত্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত। উর্ব্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ!
যোগায় গন্ধর্ব্ব স্বর্ণ-পাত্রে সুধারসে।
কেহ বা দেব-ওদন; কুঙ্কুম, কস্তুরী,
কেশর বহিছে কেহ; চন্দন কেহ বা;
সুগন্ধ মান্দার দাম গাঁথি আনি কেহ।
বৈজয়ন্ত ধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিব নিবাসী সহ; হেন কালে তথা,
রূপের আভায় আলো করি সুরপুরী,
রক্ষঃ-কুল রাজলক্ষ্মী আসি উত্তরিলা।

সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ বক্ষোনিবাসিনী
কহিলা; "হে সুরপতি, কেন যে আইনু
তোমার সভায় আজি, শুন মন দিয়া।"

উত্তর করিলা ইন্দ্র; "হে বারীন্দ্র সুতে,
বিশ্বরমে এ বিশ্বে ও রাঙ্গা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো! যার প্রতি তুমি,
কৃপা করি, কৃপাদৃষ্টি কর, কৃপাময়,
সফল জনম তারি! কোন্ পুণ্যফলে,
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা দাসেরে?"

কহিলেন পুনঃ রমা, বহুকালাবধি
আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
বহুবিধ রত্নদামে বহু যত্ন করি,
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম্মদোষে,
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে! যত দিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ি,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে; আর বীর যত, হত এ সমরে।
বিক্রম-কেশরী শূর আক্রামবে কালি
রামচন্দ্রে; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয়-
রাঘব: কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম শঙ্কটে
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃকুল শ্রেষ্ঠ শূরমণি।"

এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা ; আহা মরি, নীরবে যেমতি
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে !
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত,
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম্ম ; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,
মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর ধ্বনি !
কহিলেন স্বরীশ্বর ;—এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ কে আর রাখিবে
রাঘবে ; দুর্ব্বার রণে রাবণ নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি ! এ দম্ভোলি
বৃত্রাসুর শিরঃচূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্র-বলে মহাবলী ; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার, সর্ব্বশুচি-বরে,
সর্ব্বজয়ী বীরবর, দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে।”
কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারিন্দ্রনন্দিনী ;—
“যাও তবে, সুরনাথ, যাও ত্বরা করি।
চন্দ্র শেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
নিবেদন কর দেব, এ সব বারতা।
কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী,
না পারি সহিতে ভার ; কহিও, অনন্ত
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্ম্মূল সমূলে

রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে
কহিও বৈকুণ্ঠপুরী বহু দিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে,
ভাবয়ে সে অবিরল, একবার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে!
ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা।"— এতেক কহিয়া
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে সুকেশিনী,
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে
সোণার প্রতিমা, যথা! বিমল সলিলে
ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে!

বৃত্রসংহার।

অষ্টাদশ সর্গ।

কুলুকুলুধ্বনি !—চলে মন্দাকিনী ;
দেবকুল প্রিয়, পবিত্র তটিনী ;
লতায়ে লুটিছে সুর-মনোহর
মন্দার দুকুলে—দুকুল সুন্দর
সুরাভ বিমল ফুল-শোভায়।
যে ফুলের দলে সুরবালাগণে
হেলাইতে তনু বিহ্বলিত মনে ;
না হেলিত ফুল সুর-তনু ধরি,
খেলিত যখন অমর অমরী
পীতপুষ্পরেণু মাখিয়া গায় ॥
যখন অমরা ছিল অমরের,
সুরধামে দম্ভ ছিল না দৈত্যের :
সুরবালা-কণ্ঠে সঙ্গীত ঝরিত,
যে গীত শুনিয়া কিন্নরী মোহিত ;
কন্দর্প অনঙ্গ যে গীত শুনে।
যখন পৌলোমী আখণ্ডল বামে
বসিত আনন্দে চিরানন্দধামে ;
দেব-ঋষিগণ আনি পুণ্ডরীক
অমৃত হ্রদের—বাক্যে অমায়িক
দিত শচী-করে গরিমা গুণে ॥

সেই মন্দাকিনী তীরে ম্রিয়মাণা,
মন্দির অলিন্দে, শচী সুলোচনা ;
কাছে সুহাসিনী চপলা সুন্দরী
রতি চারুবেশে, বসি শোভা করি—
ঘেরেছে মাধুর্য্যে অমরা নগরী !

প্রভাতের শশী চারু ইন্দুবালা
শচী পদতলে, বসি কুতূহলা
হেরিছে শচীর বিমল বদন
শুনিছে কৌতুকে—বালিকা যেমন—
ইন্দ্রাণীর মৃদু মধুর বাণী ॥

কহিছে পৌলোমী কোথা ব্রহ্মলোক,
দেখিতে কি রূপ কিরূপ আলোক
প্রকাশে সেখানে ; কিরূপ উজ্জ্বল
কনক-নির্ম্মিত ব্রহ্মার কমল.
সতত চঞ্চল কারণ জলে !

কিবা অদভুত সে রেণু সমুদ্র ;
বীচিমালা তায় কি বিপুল ক্ষুদ্র ;
কত অপরূপ সৃজনের লীলা
প্রকাশ তাহাতে ; কিরূপ চঞ্চলা
পরমাণুময়ী মহী সে জলে ॥

কোথা বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ ভুবন ;
ভকতবৎসল কিবা জনার্দ্দন ;
কিবা সে লক্ষ্মীর অক্ষয় ভাণ্ডার,
কতই অনন্ত দান কমলার ;
কিবা শ্রীপতির পালন-প্রথা ;

দেখিতে কিরূপ শ্রীবৎসলাঞ্ছন;
কি শোভা কৌস্তভে—কেশব-ভূষণ;
কমলা লাবণ্যে কি চারু মাধুরী,
ক্ষীরোদ মধুর যে মাধুর্য্যে পুরি;
কি বা সুধাময় রমার কথা।
কৈলাস ভুবন কিরূপ ভৈরব;
ভৈরব কিরূপ জটাধারী ভব;
কিরূপে ত্রিশূলী করেন প্রলয়—
ত্রিলোক ব্রহ্মাণ্ড যবে রেণুময়—
প্রলয় বিষাণ কিবা সে ঘোর!
কিবা দয়াময়ী শঙ্কর-গৃহিণী
ভবে শুভঙ্করা, দুর্গতিহারিণী;
জীবদুঃখে উমা কতই কাতর,
কি দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, নর,
ভক্তজন স্নেহে সদাই ভোর॥
আগে সে কিরূপে বাসবে তুষিতে
বিধি, হরি, হর অমর-পুরীতে
আসিতেন সুখে—আসিতেন উমা,
রাগ-মাতা বাণী, রমা পদ্মালয়া
ইন্দ্রত্ব উৎসব যে দিন স্বরে।
ঘুচাইতে ইন্দুবালা-মনোব্যথা
শুনাইলা শচী সে অপূর্ব্ব কথা,
হরষে ত্রিদিব মাতিত যখন,
ধরি পঞ্চতাল নিজে পঞ্চানন
গায়িতেন যোগী গভীর স্বরে;

গণপতি জ্ঞানী সে গীত শুনিয়া,
ছাড়ি যোগধ্যান,—ভাবেতে ডুবিয়া
মিশাতেন স্বর সে স্বর সহিত ;
কমলা উতলা, বিধি রোমাঞ্চিত
আনন্দে অধীরা ভবেশ-জায়া।

শুনি গূঢ় তন্ত্র হরিগান ভুলি,
ছাড়ি তুম্ব-যন্ত্র উর্দ্ধে বাহু তুলি,
নাচিত নারদ হরষে বিহ্বল,
পঞ্চতালে ঘন ঘাতি করতল,
আনন্দে সলিলে ভিজায় কায়া॥

শুনাইলা শচী দনুজ-বালায়—
ত্রিদিবে আসিয়া থাকিত কোথায়
মনুষ্য জীবনে সফল সাধন
সাধু, পুণ্যশীল প্রাণী যত জন—
আত্মা সুখ ভোগ কিবা সেথায়।

কহিলা ইন্দ্রাণী "শুন রে সরলে,
এই স্বর্গধামে আছে কত স্থলে,
সুপবিত্র ঋষি আত্মা মোহকর
কত নিরুপম মাধুরী সুন্দর,
দিতিসুতগণ না যানে যায়॥"

শুনি ইন্দুমুখী ইন্দুবালা বলে
"হে অমর রাণি, আমি সে সকলে,
শুনাইলে যাহা মধুমাখা স্বরে,
পাব কি দেখিতে ? শুনিয়া অন্তরে
কত কুতূহল উথলে, হায় !"

কাতর-হৃদয়ে কহে ইন্দ্রপ্রিয়া,
চারু ইন্দুবালা চিবুক ধরিয়া,
মৃদুল নিশ্বাসে নাসিকা কম্পিত,
মৃদুল মধুর অধর স্ফুরিত
বাষ্পবিন্দু ধীরে নয়নে ধায় ;—
রহিল এ খেদ শচীর অন্তরে—
অনুগত জনে, মনে আশা ক'রে,
না পাইল ফল তাহার নিকটে !
বল, ইন্দুবালা, বল অকপটে
কি দিয়া এখন তুষি তোমায় ।"
কহিলা সরলা সুশীলা দানবী,
(যেন নিরমল সরলতা ছবি)
"ইন্দ্রপ্রিয়ে, মম চিত্তে অভিলাষ—
চির দিন তব কাছে করি বাস,
বচনে তোমার সুখেতে ভাসি !
চল, দেবি, চল আমার আলয়ে,
আমি নিত্য তোমা গন্ধ পুষ্প লয়ে
করিব শুশ্রূষা ; হৃদয়ের সুখে
হেরিব সতত, শুনিব ও মুখে
বাণী বিনোদন বচন-রাশি ।
কেন ইন্দ্রপ্রিয়ে এ কারা-মন্দিরে
দুঃখে কর বাস ? আসি মহিষীরে
করি অনুনয়, রাখিব তোমারে
আপন আলয়ে—অশেষ প্রকারে
করিব যতন তোমার লাগি ।

স্বামী গেলা রণে কাতর হৃদয়,
তোমা কাছে পেলে তবু স্নিগ্ধ হয়
এ দগ্ধ অন্তর—চল, সুরেশ্বরি,
আমার আলয়ে ; হে সুর-সুন্দরি
নিকটে তোমার ইহাই মাগি।
শুনি ইন্দ্রজায়া বাক্যেতে মৃদুল,
"হায় রে সৈরলে, তুই দৈত্যকুল
করিলি উজ্জল" কহিলা বিস্ময়ে,
নেহারী সঘনে, ব্যথিত হৃদয়ে,
তরুণীর আর্দ্র নয়নদ্বয়।
হেন কালে রতি চকিত, চঞ্চল,
(হরিণী যেমন কিরাতের দল
হেরিলে নিকটে) বলে, "ইন্দ্রপ্রিয়া
হের দেখ অই—চেড়ীদল নিয়া
ঐন্দ্রিলা আসিছে বাঘিনী প্রায় ;
"ইন্দুবালা, হায়, লুকা কোন (ও) স্থানে
এখনি দানবী বধিবে পরাণে ;
না জানি ললাটে আমার (ই) কি ঘটে—
মহেন্দ্ররমণি, এ ঘোর শঙ্কটে
কি করি, সত্বর কহ উপায় ?
ইন্দুবালা ভয়ে, রতির বচনে,
চাহি শচীমুখ কহে, "কি কারণে
লুকাইব আমি ; কেন, সুরেশ্বরি,
বধিবে আমায় দৈত্যেশ-সুন্দরী ?
কোন্ দোষে আমি দোষী গো তাঁয় ?

উত্তর করিলা সুরেশ-রমণী,
(তানপুরাতারে যেন তার-ধ্বনি)
মীনকেতু জায়া কি হেতু এ ভয়,
ইন্দ্রপ্রিয়া শচী অমরী কি নয় ?
নারিবে রক্ষিতে আশ্রিতে তার ?
যাও, লো চপলে, যেখানে অনল
রণজয়ী সুর—কহিও সকল,
কৈও তাঁরে মম আশিষ বচন,
সত্বরে এথায় করিয়া গমন
করুন দনুজ বালা উদ্ধার।
থাকো অই খানে থাকো ইন্দুবালা,
কি ভয় তোমার ? কপটীর ছলা
শিখো না কখন (ও), মেখো না হৃদয়ে
পাপ-পঙ্ক হেন, কোন (ও) প্রাণী ভয়ে ;—
কপট-আচারে অনন্ত জ্বালা।
যাও কামবধূ, প্রাণে যদি ভয়,
লুকাইয়া থাকো ; শচী রতি নয়,
দানবী ঝঙ্কারে নহে সে অস্থির,
আছে সে সাহস এখন (ও) শচীর,
পারিবে রক্ষিতে এ চারু বালা।
লুকাইত রতি। হেরে ইন্দ্রজায়া,
হেরে ইন্দুবালা, (যেন প্রাণী-ছায়া),
আসিছে সাজিয়া চেড়ীরা করাল,
কিরণে জ্বলিছে প্রহরণ-জাল,
ভানু মাখি যেন তরঙ্গ থর।

চলেছে কালিকা ঘন-নিতম্বিনী
মৃদু মন্দ গতি—যেন কাদম্বিনী
বিজুলি পরিয়া করিছে নর্ত্তন—
জ্বলিছে কবচ ভীমদরশন,
হাতে প্রভান্বিত শাণিত শর।
চলেছে ত্রিজটা বিশাল লোচনা,
সিন্দূরের ফোঁটা ভালে বিভীষণা,
ভীম ভল্ল হাতে—মদমত্ত করী
ধায় যেন রঙ্গে শুণ্ড উচ্চে ধরি—
দুলিছে ত্রিবেণী চলেছে বামা।
প্রচণ্ডা-কপালা চলে খড়্গ তুলি,
পৃষ্ঠদেশে কেশ পড়িয়াছে খুলি;
চামুণ্ডা-করেতে অসি খরশাণ,
ধূম্রাক্ষী পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গেতে বাণ—
চলে মহাদম্ভে শতেক রামা।
চেড়ীদল সঙ্গে চলেছে রে রঙ্গে
ঐন্দ্রিলা সুন্দরী, লাবণ্য তরঙ্গ
সুবর্ণ উজলি; ঝরে যেন অঙ্গে
বিদ্যুত-লহরী—নয়ন অপাঙ্গে
খেলে কাল-কূট গরল-শিখা।
নিকটে আসিয়া, চিত্ত চমকিত,
নেহারে ঐন্দ্রিলা হইয়া স্তম্ভিত,
অমরার রাণী ইন্দ্রাণী-বদন;
চারু দীপ্তিময় অতুল কিরণ
সুচিত্রে যেমন স্বপনে লিখা!

কোথা রে ঐন্দ্রিলে তোর বেশভূষা ?
অভূষিত তনু জিনি চারু উষা
ভাতিছে আপনি ; প্রকাশিয়া বিভা
তনু-শোভাকর, মনের প্রতিভা
উছলি হৃদয় জ্বলিছে মুখে।"
হায় রে মলিন শশাঙ্ক যেমন
হেরি দিনমণি, দানবী তখন
মলিন তেমতি শচীর উদয়ে,
ঈর্ষা-বিষ-দাহ জ্বালল হৃদয়ে,
সচারে নেহারি অধীর দুখে।
ক্ষণে ধৈর্য্য পেয়ে চাহি ইন্দুবালা,
ঢালি নেত্রকোণে অনলের জ্বালা
কহিলা—"দানবকুলকলঙ্কিনি,
বধূবেশে তুই কাল ভুজঙ্গিনী,
বসিলি রিপুর চরণতলে ?
আমার কিঙ্করী,—তার পদতলে
স্থান নিলি তুই ? অসুরমণ্ডলে
অশ্রাব্য করিলি ঐন্দ্রিলার নাম,
পুরাইলি, হায়, শচী মনস্কাম ?
কি রূব হৃদয়ে গরল জ্বলে !
এখনি মুছায়ে এ কলঙ্ক মসি,
ভিজাতাম তোর শোণিতে এ অসি,
কি বলিব, হায়, পুত্র অনুরোধ
না দিলা লইতে সেই পরিশোধ—
চেড়ী-হস্তে তোর বধিব প্রাণ।"

পরে ব্যঙ্গস্বরে বলিলা—ইন্দ্রাণি,
জানিতাম তুমি অমরার রাণী ;
বালিকা ছলিতে শিখিলা সে কবে ?
ঐন্দ্রজাল শিক্ষা স্বর্গে আছে তবে ?
হায় এ ত্রিদিব অপূর্ব্ব স্থান!—
বলি, ক্রোধে ভীমা তুলিলা চরণ
শচী বক্ষঃস্থল করি নিরীক্ষণ ;
বন্ধন ছিঁড়িয়া ছুটিল কুন্তল,
যেন ফণা তুলি দোলে ফণিদল ;—
সুন্দরী রমণী ক্রোধ কি কটু।
চেড়ীদলে আজ্ঞা করিলা নিদয়া
বান্ধি আনি দিতে রুদ্রপীড়-জায়া,
বাঁধিতে শৃঙ্খলে ইন্দ্রের অঙ্গনা ;—
ছুটিল কিঙ্করী করালবদনা,
ভীমাজ্ঞা পালিতে সতত পটু।
হেনকালে রণবেশে বৈশ্বানর,
চপলার সনে, আসিয়া সত্বর
বন্দিলা শচীরে ; জয়ন্ত কুমার
করতলে অসি ধরি খরধার,
নমিলা আসিয়া জননী-পদে।
পুত্রে কোলে করি শচী শুলোচনা,
বহ্নিরে তুষিলা, পীযুষ তুলনা
বচনে মধুর ; চাহি ইন্দুবালা
অনলে কহিলা—"সত্বরে এ বালা
লয়ে কোনও স্থানে রাখ বিপদে ;

বধিতে উহারে দানব-মহিলা
দেখ দাঁড়াইয়া," বলি সুধাইলা
চাহি পুত্রমুখ, কুশল সংবাদ ;
কোলে পেয়ে পুনঃ অসীম আহ্লাদ
যতনে নয়নে হৃদয়ে ধরে।
ইন্দ্রজায়া-বাক্যে হ'য়ে অগ্রসর
ইন্দুবালা পাশে উগ্র বৈশ্বানর
চলিলা তখনি ; সতৃষ্ণ নয়নে
হেরে দৈত্যবধূ শচীর বদনে ;
কপোল বাহিয়া সলিল ঝরে।
দেখি ইন্দুবালা-বদন মুকুল —
হায় রে যেমন নিদাঘের ফুল
নব তরুশিরে কিরণ তাপিত —
পুরন্দরজায়া শচী ব্যাকুলিত,
হৃদয়ের বেগ ধরিতে নারে ;
ভাবিতে লাগিলা বুঝি আকিঞ্চন,
"কিরূপে একাকী করিবে গমন
চারু ইন্দুবালা ? এ চারু লতায়
স্নেহনীর-দানে কে পালিবে, হায় ?
কে জুড়াবে তপ্ত হৃদয় তার ?"
হায় নিরুপমা সুরেশ-রমণি,
নিখিল ব্রাহ্মণ্ড মানসের মণি,
তব চিত্তে বিনা হেন মধুরতা
কার চিত্তে শোভে ; এ স্নেহ, মমতা
বিপক্ষ বধূরে কে করে আর ?

জয়ন্ত শচীরে করি অনুনয়
বুঝাইলা কত—ত্যাজ সে আলয়
জুড়াতে সন্তপ্ত হৃদয়ের তাপ ;
কহিলা "হা মাতঃ এ দাসের পাপ
ঘুচাও আদেশ করিয়া দাসে—
নারিনু রক্ষিতে নিমিষে তোমায়,
সে মনোবেদনা, জননি গো যায়
এ কারা-বন্ধন ঘুচালে তোমার ;
আজ্ঞা কর, মাতঃ দনুজবামার
দর্প চূর্ণ করি বাঁধিয়া পাশে।"
দনুজরাজেন্দ্র-বনিতা ঐন্দ্রিলা,
যথা বিস্ফারিত ধনুকের ছিলা,
ছিলা এতক্ষণে ; সহসা তখন
সাপটি ধরিয়া তুলিলা ভীষণ
চামুণ্ডার দীপ্ত খর কৃপাণ,
মনঃশিলাতলে শচীতনুভাতি
প্রভাসিত যেথা, চরণে আঘাতি
সঘনে তাহার, দাঁড়াইল বামা ;—
নিশুম্ভ-সমরে যেন দন্তে শ্যামা
দাঁড়ায় নিনাদি বিকট স্বান।
হেরি ক্রোধে বহ্নি জ্বলিতে লাগিলা,
জয়ন্ত টংকারে কোদণ্ডের ছিলা ;
লজ্জিত আবার ভাবে দুই জনে
বামা অঙ্গে শর হানিবে কেমনে,
কি রূপে দমন করে ভীমায়।

আসি হেন কালে দাঁড়ায় সম্মুখে
বীরভদ্র বীর, প্রসন্ন মুখে
হাতে মহাশূল, শিরে বহ্নি জ্বলে,
শিবাজ্ঞা শুনায়ে জয়ন্ত, অনলে,
সত্বরে দোঁহারে করে বিদায়।

সঙ্গে করি পরে ইন্দ্র রমণীরে
চলে শিবদূত; চলে ধীরে ধীরে
শচী সুলোচনা, জননীর স্নেহে,
জড়াইয়া বাহু ইন্দুবালা দেহে,
কনক ভূধর সুমেরু যেথা;

হাসিল ত্রিদিব—শচী পদতলে
ত্রিদিব কুসুম দলে দলে দলে
লুটিতে লাগিল ফুটিয়া ফুটিয়া
যেন মনে সাধ সে পদ ধরিয়া
চিরদিন তরে রাখিবে সেথা।

বীরভদ্র বীর কহে ঘোর বাণী
চাহি ঐন্দ্রিলারে "শুন রে দৈত্যানি,
রবে ইন্দ্রপ্রিয়া সুমেরুশিখরে
যত দিন বৃত্র সমরে না মরে—
অসুর নিধন নিকট অতি॥"

মহোরগ যথা মহামন্ত্রে বশ,
শুনি শিবদূত নির্ঘোষ কর্কশ
তেমনি ঐন্দ্রিলা রহিলা স্তম্ভিত,
কে যেন চরণ যুগলে জড়িত
করিয়া শৃঙ্খল নিবারে গতি।

আলো ও ছায়া।

বর্ষ-সঙ্গীত।

আপনার বেগে, আপনার মনে,
কোথায় বরষ চলিয়া যায়,
অপূর্ণ বাসনা রহিল কাহার
দেখিতে বারেক ফিরি না চায়।
কার নয়নের ফুরাল না জল,
শুকাল না কার প্রাণের ক্ষত,
কাহার হৃদয় নিশীথে দিবায়
জ্বলিছে ভীষণ চিতার মত,
কাহার কণ্ঠের মুকুতার মালা
ছিঁড়িয়া পড়িল শতধা হয়ে,
কার হৃদি শোভা বিকচ কুসুম
শুকাইয়া গেল হৃদয় ছুঁয়ে,
দেখিবারে তাহা মুহূর্ত্তের তরে
থামিল না ওর অস্তের পথে,
অই যায় চলে, অই যায়,—যায়
সৌর-দ্যুতিময় দ্রুতগ রথে।
বরষের পর বরষ যাইছে,
বিদায়ের কালে চরণে তার,
কত প্রাণ ভাঙ্গি, কত আঁখি দিয়া
পড়িছে তরল মুকুতা-ভার;

আপনার ভাবে, আপনার মনে,
অশ্রুসিক্ত পদে চলিয়া যায়,
শোনে না কাহারো রোদনের রব,
কারো মুখপানে ফিরি না চায়!
ম্রিয়মাণ প্রায় আশা ভর করি
বরষ প্রভাতে দাঁড়ায় উঠে,
নবীন উষায় হৃদয় কাননে
আবার নবীন কুসুম ফুটে।
জীবন বেলায় আবার খেলায়
কল্পনার মৃদু লহরী-মালা,
ভুলে যাই গত বিষাদ বেদন
শত নিরাশার দারুণ জ্বালা।
একটী প্রভাত সুখে কেটে যায়
আশার মৃদুল সুরভি বায়
এক দিন রাখে শ্রান্তি ভুলাইয়া,
এক দিন পাখী মধুরে গায়।
আবার, আবার, ফিরিয়া ঘুরিয়া,
তেমনি শতেক নিরাশা আসে,
তেমনি করিয়া ঘন অন্ধকার
হৃদয়-গগন আবার গ্রাসে।
পড়িয়া, উঠিয়া, থামিয়া, চলিয়া,
পায়ে জড়াইয়া কণ্টক-রাশি,
জীবনের পথে চলি অবিরাম,
কখন বা কাঁদি, কখন হাসি।

আপনার বেগে আপনার মনে,
আবার বরষ চলিয়া যায়,
কে পড়িল পথে, কে উঠি চলিল
দেখিবার তরে ফিরে না চায়।
কেহ কি দেখে না? কেহ কি চাহে না
দুঃখী দুরবল নরের পানে?
তবে কেন, প্রতি নূতন বরষে
ফুটে নব ফুল হৃদয় বনে?
তবে কেন আজ শিরায় শিরায়
উৎসাহের স্রোত আবার বহে?
তবে আশারাণী কেন কাণে কাণে
শতেক অমিয়-বচন কহে?
নিরাশা, বেদনা, দুঃখ অশ্রু লয়ে
পুরাণ বরস গিয়াছে যাক্,
দ্বাদশ মাসের বিষাদের দাগ
উহারি বুকেতে লুকান থাক্।
কৃপা হস্ত কার অস্ফুট আলোকে
দেখিতেছি, আছে জড়ায়ে সবে
অই হাত ধরে' উঠি পড়ে' পড়ে,'
কেন আর ভয় পাই গো তবে।
উঠিয়া পড়িয়া, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া
বরষে বরষে বাড়ুক বল,
ফুটুক না পায়ে দুটা তুচ্ছ কাঁটা?
বহুক্ না কেন নয়ন-জল?

নূতন উদ্যমে, নূতন আনন্দে,
আজিতো গাহিব আশার গান,
নূতন বরষে আজি নবব্রতে
আবার দীক্ষিত করিব প্রাণ।

কামনা।

হে দেব, ভেঙ্গে দাও ভীতির শৃঙ্খল,
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন,
সমুদয় আপনারে দিই একেবারে
জগতের পায়ে বিসর্জ্জন।
স্বামিন্, নিদেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া,
তোমার নির্দ্দিষ্ট করি কাজ,—
ছোট হোক্, বড় হোক্, পরের নয়নে
পড়ুক বা না পড়ুক, তাহে কেন লাজ?
তুমি জীবনের প্রভু, তব ভৃত্য হয়ে
বিলাইব বিভব তোমার;
আমার কি লাজ, আমি তত টুকু দিব,
তুমি দেছ যে টুকুর ভার।
ভুলে যাই আপনারে, যশঃ অপবাদ
কভু যেন স্মরণে না আসে,
প্রেমের আলোক দাও, নির্ভরের বল,
তোমাতেই তৃপ্ত কর দাসে।

সম্পূর্ণ।

Printed at the Cotton Press, 45, Baniatolah Lane, Calcutta.